রহস্য রোমাঞ্চ থ্রিলার উপন্যাস

রক্তচক্র

প্রিন্স আশরাফ

- বাংলাবুক.অর্গ -

এলহাম ঠগিদের পরিত্যক্ত মন্দিরের শীর্ষ চূড়ায় উঠে এলো। দুহাত মেলে দিল দুদিকে। অমবস্যার অন্ধকারের প্রেক্ষাপটে তাকে একটা বড়োসড়ো কালো বাদুরের মতই লাগছে। তার দৃষ্টিশক্তি বেড়ে গেছে। বেড়ে গেছে শ্রবণ আর ঘ্রাণ শক্তি।

আলখাল্লার ভেতর থেকে পারফিউমের শিশি বের করল এলহাম। ঠগী মন্দিরের চূড়া থেকে স্বর্গসৌরভ ছড়িয়ে দিতে থাকল চারপাশে। গুন্ডা র‍্যাব সাংবাদিক সবাইকে সৌরভে মোহিত করতে হবে।

সাংবাদিক মেয়েটাকে খুঁজছিল সে।

দেখতে পেল মেয়েটাকে। তীক্ষ্ম চিৎকার শুনে একদল কালো পোশাকধারীদের সাথে এগিয়ে আসছে বাড়ির দিকে।

হঠাৎ বাদুরের ডানা ঝাপটানির শব্দ শুনে উপরের দিকে চোখ তুলে তাকাল অদিতি। মন্দিরের চূড়ায় ডানা মেলে থাকা বড়ো বাদুর দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। আল্লার দুনিয়ায় এত বড় বাদুর কি আছে?

তখনই বুঝতে পারল ওই বৃহৎ কালো বাদুরের মত জন্তুটি আসলে বাদুর নয়, মানুষ! মানুষটি কি একটা কিছু ছুড়ে মারছে নিচে? তার দিকে!

জিনিসটা একটা ধারাল ছুরি! আর একটু হলেই ছুরি ছুটে এসে তার গলা ফাঁক করে দিয়ে যেতো। শেষ মুহূর্তে গলা সরিয়ে নেয়ায় গলার একপাশে মায়ের দেয়া মাদুলি স্পর্শ করে চামড়া কেটে চলে গেছে মন্দিরের চূড়ায়।

এই থ্রিলারের শেষ পরিণতি জানতে রক্তচক্রে আপনাকেও প্রবেশ করতে হবে।

রহস্য রোমাঞ্চ থ্রিলার উপন্যাস

রক্তচক্র

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মুক্তদেশ
মুক্তচিন্তার সৃজনশীল প্রকাশন

প্রথম পর্ব

রূপান্তর

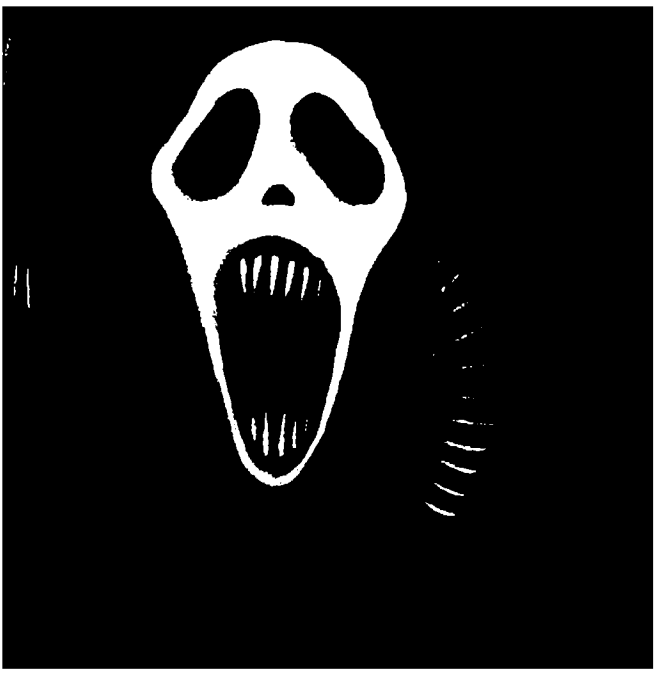

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

রূপান্তর

মানুষটাকে দেখে বোঝার উপায় নেই ভেতরে ভেতরে কি রূপান্তর ঘটছে! অতি সাধারণ আটপৌরে একজন মানুষ। রোগা-পাতলা, লম্বাটে চেহারা, দোহারা গড়ন। বছর চল্লিশেক বয়স। মাথায় এক মাথা ঝাকড়া চুল, বেশিরভাগ কোকড়ানোর দিকে। চোখে মোটা লেন্সের চশমা, চেহারার সাথে মিশে ত্রিশ চল্লিশের দশকের সিনেমার চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। চোখের রঙ কটা, বিড়ালাক্ষী। পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি। গায়ে একটা মেটে রঙের হাফ শার্ট, পরনে গ্যাবাডিনের প্যান্ট আর পায়ে কোলাপুরি চপ্পল।

মানুষটা তিতুমীর কলেজের গণিতের শিক্ষক। শুধু শিক্ষকই নয়, গণিতজ্ঞও বটে।

সেকেন্ড ইয়ারের গণিত ক্লাসটা শেষে এলহাম বেরিয়ে পড়ল। নিয়মানুবর্তি হিসাবে তার নাম আছে। প্রিন্সিপালের কাছে আগেভাগে বেরুনোর কথা বলতেই বয়োজৌষ্ঠ অধ্যাপক ঠোঁটের কোণে হাসি ঝুলিয়ে বললেন, 'কখনও তো আগেভাগে যান না? আজ হঠাৎ? মেয়ের শরীরটরীর খারাপ করল নাকি?'

'জ্বি না স্যার। জারা আপনাদের দোয়ায় ভাল আছে। জারার মায়ের অনেকদিন বাবার বাড়ি যাওয়া হয়নি। তাই ট্রেনের টিকেটের জন্য একটু আগে ভাগে বেরুতে চাচ্ছি। যা দিনকাল পড়েছে...'

'তা এখন তো আর টিকেটের জন্য রেলষ্টেশনে যেতে হয় না। মোবাইলে কিসব ব্যবস্থাট্যবস্থা আছে শুনেছি।'

'জ্বি স্যার। কিন্তু মোবাইলের অতোসব নিয়মকানুনের ঝামেলা পোষায় না। ওর চেয়ে নিজে গিয়ে নিয়ে আসাই ভাল।'

'তা আপনিও যাচ্ছেন নাকি শ্বশুরবাড়ি?' প্রিন্সিপালের কণ্ঠে কিছুটা শ্লেষের আমেজ। শ্লেষটা এই জন্য যেতে চাইলেও এখন ছুটি পাবেন না। সামনে ডিগ্রি ফাইনাল পরীক্ষা।

'না স্যার। ওরা সপ্তাহখানিক বেড়িয়ে চলে যাবে। অসুবিধে হবে না। আর আমি থাকব।' এলহাম দৃঢ় স্বরে বলল, 'আমার নিজস্ব কিছু কাজ আছে।'

এলহাম ঠিক কমলাপুর রেলষ্টেশনে গেল না। বনানীতে ছোট্ট লালরঙা ঘুমটিঘরের মত একটা কাউন্টার আছে। কলেজ থেকে কাছেই। সেখানে গেলেন। টিকিটের খোঁজখবর নিলেন। এখন অফ সিজন হলেও তিনদিনের আগে চিটাগাংয়ের কোন টিকিট নেই। এলহাম মনে মনে দিন তারিখ ঠিক করে ফেললো। চাদের কলার হিসাব করল। একাদশী দ্বাদশী কোজাগরী হিসাব করে

BanglaBook.org

ঘোর অমাবস্যার হিসাব মিলিয়ে ফেলল মনে মনে। গণিতের শিক্ষকের হিসাবে ভুল হয় না। ঘোর অমাবস্যায় নীলা বাপের বাড়িতে থাকবে। ঝামেলা মুক্ত থাকা যাবে। আর সেই উদ্দেশ্যেই ঘটা করে এই টিকেটের আয়োজন।

টিকিট নিয়ে ফেরার পথে বাসার কাছে লোকাল কাঁচাবাজারের সামনে দাঁড়াল এলহাম। এক ছড়া পাকা কলা নেয়া দরকার। ভাল সবরি কলা এখন পাওয়া যায় না। হয় চাপাকলা, নয় বাংলা। তাও ফরমালিন দেয়া। ফরমালিন দেয়া কলা সহজে পচে না। ডাটো থাকে। তারপর শুকিয়ে যায়। তার এগারোমাস বয়সী মেয়ে জারা কলা খেতে খুব পছন্দ করে। কলা উচ্চারণ করতে পারে না। আরবী উচ্চারণের মত মাখরাজ সহকারে বলে অআলা। আরো অনেকগুলো ছোট ছোট শব্দ বলতে পারে জারা। শব্দও ঠিক না, অক্ষর। প্রতিটি শব্দকে সে এক অক্ষরে নিয়ে এসেছে। বাবাকে বলে বা, জারাকে বলে জা, আপাকে বলে পা, দাদীকে বলে দা, কাককে বলে কা, আর মা চা না এক অক্ষরের শব্দ হওয়ায় ওর সুবিধে হয়েছে।

মেয়ের কথা মনে পড়তেই এলহামের মুখে নির্মল হাসি ফুটে উঠল। তাই দেখে কলাওয়ালা একগাল হেসে বলল, 'নেন স্যার, খাইয়ে মজা পাইবেন, খাটি গাছপাহা কলা।'

চল্লিশ টাকা কলার ছড়া পয়ত্রিশ টাকায় রফা হলো।

এলহাম কলার ছড়া হাতে ঝুলিয়ে ফ্লাটবাড়ির সামনে এলো। দারোয়ান সালাম দিয়ে গেট খুলে সরে দাঁড়াল। সে দারোয়ানকে দেখে ছড়া থেকে চারটে কলা ছিড়ে দারোয়ানের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'দোকানদার তো বলল গাছপাকা কলা। খেয়ে দেখো তো কলাগুলো গাছপাকা কিনা?'

দারোয়ান 'না, না' করেও কলা চারটে নিল। এই প্রফেসর স্যারকে না বলে লাভ হয় না। জোর করে হলেও দিবে। আর হাতখরচ পঞ্চাশ একশ তো সবসময় দেয়। বলে, ফ্লেক্সিলোড করে বাড়িতে বউ ছেলেমেয়ের সাথে কথা বলো। এরকম ভাল স্যার এই এপার্টমেন্টে আর একজনও নেই। বাকি সব চামার।

নিজের ফ্লাটের সামনে এসে কলিংবেল টেপার আগে একটু ইতস্তত করল এলহাম। সারপ্রাইজ দিয়ে মোবাইলে স্ত্রীকে অবেলায় বাসায় ফেরার কথা জানায়নি। নিজেকে একটু অপরাধী লাগতে লাগল। জারিন এখন কি অবস্থায় আছে কে জানে? হয়তো জারাকে ওয়াকারে রেখে বাথরুমে গোসলে ব্যস্ত। অথবা কোন পরপুরুষের আলিঙ্গনাবদ্ধ... চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল সে।

BanglaBook.org

জারিন মধ্যম মানের সুন্দরী হলেও ঢলানি ধাঁচের মেয়ে নয়। তাদের প্রেমের বিয়ে না হলেও বিয়ের পরে সেরকম কোন আলামত কখনও পাওয়া যায়নি। যায়নি বলে কি? ত্রিশ বছর সংসার করার পরেও একজনের মনের মধ্যে অন্য আরেকজন সযত্নে লালিত থাকে। রূপান্তরিত হয়ে অসীম ক্ষমতাধর হয়ে উঠলে? ঈশ্বরের মত সবকিছুই জেনে ফেলতে পারবে? চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে কলিংবেল চাপল। কলেজ থেকে এরকম ভর দুপুরে কখনো ফেরা হয় না। প্রাকটিক্যাল ক্লাস ট্লাস শেষ করতে করতে চারটে বেজে যায়। এখন গণিতে প্রাকটিক্যাল হয়ে ভাল হয়েছে। ছাত্ররা কিছু শিখতে পারছে। আগে তো প্রাকটিক্যাল ছিলো না।

জারিন শুয়ে শুয়ে জারাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিল। দুধে বুক ভারী হয়ে উঠলে টনটন ব্যথা করে। দুধ খাওয়ানোর সময় অন্যরকম আরাম আয়েশে ঘুম এসে যায়। তারও তন্দ্রাভাব এসে গিয়েছিল। তখনই কলিংবেলের আওয়াজ। প্রতিদিনের দুধওয়ালা এসেছে ভেবে সে কী হলে চোখ না রেখেই দরজা খুলে দিয়ে অবাক হলো। বিস্মিতও হলো।

এলহাম বিস্ময়টুকু উপভোগ করে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'তোমার জন্য সারপ্রাইজ আছে।'

জারিন অল্পতে খুশি হয়। সে খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল, 'তুমি এই ভরদুপুরে হঠাৎ বাসায় এসেছো এর চেয়ে বড় সারপ্রাইজ আর কি হতে পারে!' তারপর স্লিভলেস ম্যাক্সির ভেতরে ওজনদার স্তনে ঢেউ তুলে বলল, 'জানো না ভরদুপুরে ভূতে ঢেলা মারে। আজ আর মারতে পারবে না। তুমি ভূত তাড়াতে পারবে।'

জারিনের ইঙ্গিত কোন দিকে যাচ্ছে এলহাম বুঝতে পারল। এখন দুপুরবেলা এক রাউন্ড...

বেডরুমে জারা চারহাত এলিয়ে ঘুমিয়ে আছে। মাথার উপর বনবন করে ফ্যান ঘুরছে। মেয়েটা একটুও গরম সহ্য করতে পারে না। একটা এসি কেনা দরকার! কিন্তু তার সব টাকাপয়সাই রূপান্তরের খাতে ব্যয় হচ্ছে। জারিন সেটা জানে না। জানে জারার নামেই ব্যাংকে টাকা রাখছে। মেয়ের ভবিষ্যতের জন্য।

এলহাম ঘুমন্ত মেয়ের কপালে নিচু হয়ে চুমু খেল। চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

গান তুমি হও আমার মেয়ের ঘুমিয়ে পড়া মুখ।
চেয়ে থাকি সেটাই আমার বেচে থাকার সুখ।

এলহাম জারিনকে জড়িয়ে ধরতে ধরতে বলল, 'সারপ্রাইজটা কি আন্দাজ করতে পারো?'

BanglaBook.org

জারিন আসলেই কিছু আন্দাজ করতে পারছে না। কলার ছড়াটা ডাইনিং টেবিলের উপর রাখার জন্য ভোদরের মত শরীরটাকে মোচড় মেরে ছাড়িয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে বলল, 'তোমার প্রমোশন হয়েছে।'

এলহাম বিরক্ত স্বরে বলল, 'আরে ধুর, মাস্টারির চাকরিতে প্রমোশন অতো সহজে হয় না। তার জন্য সময় লাগে। ফুল প্রফেসর হতে হতে আমি অতদিনে বুড়ো হয়ে যাব। চুলে পাক ধরে যাব।' সে পকেট থেকে নাটকীয়ভাবে ট্রেনের ফার্স্ট কেলাসের টিকিটটা বের করল।

'কি ওটা?'

'ট্রেনের টিকিট।' এলহাম টিকিটটা জারিনের হাতে দিল।

জারিন প্রথমে উচ্ছাসে আপ্লুত হলেও টিকিটে নজর করে উচ্ছাস কমে এলো। 'একজনের টিকিট কেন? তুমি যাবে না?'

এলহাম জারিনকে জড়িয়ে ধরে বিছানার দিকে ঠেলতে ঠেলতে দুদিকে মাথা নাড়ল। 'তুমি তো জানোই আমার কাজ আছে।'

হু জারিন জানে! কলেজে শিক্ষকতার পাশাপাশি স্থানীয় একটা কোচিং সেন্টারে সে গণিতের শিক্ষক। তাছাড়া বাসাতেও ব্যাচ করে বিকালের দিকে কয়েকটা ছেলে মেয়ে পড়তে আসে। মেয়েগুলোও তাকে খুব ভাল পায়। কোন মেয়ের সাথে কি চক্কর টক্কর চলছে নাকি? নীলা মেয়েটা ওর দিকে কেমন যেন প্রেম প্রেম দৃষ্টি নিয়ে তাকায়। এরকম গায়ে পড়ে টিকিট এনে দেয়া? খালি বাসায় মেয়েদের পড়ানো। জারিনের মনে সন্দেহ ডাকে! পরক্ষণেই মাথা থেকে সন্দেহটা ঝেড়ে ফেলে। চার বছরের বিবাহিত জীবনে কোনরকম বিচ্যুতি সে দেখেনি। মানুষটা মিশর না কোথা থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে এসেছে। নামকরা গণিতজ্ঞ। বেসরকারী ভার্সিটিগুলো মোটা অংকের বেতনে তাকে নিতে চেয়েছিল। অথচ ঢুকল সরকারী কলেজে। বলে, আমি নিজে গরিব এতিম। গরিবদেরকে পড়াবো। বড়লোকের বাচ্চাদের অংক শেখানোর কোন ইচ্ছে আমার নেই। মানুষটার মধ্যে কোন অহংকার নেই। কোন ঝামেলা নেই। একেবারে আদর্শ স্বামী। শুধু শারীরিক চাহিদার ব্যাপারে অনেক বেশি এগ্রেসিভ। জারিন শুনেছে, সৃষ্টিশীল মানুষের নাকি যৌন উত্তেজনা বেশি থাকে। হয়তো আপাতদৃষ্টিতে ওকে সৃষ্টিশীল বলা যায় না। কিন্তু জারিন জানে, মানুষটা রাত জেগে জেগে লাইব্রেরীতে অংক নিয়ে গবেষণা করে। অংকের মত বিষয়েও যে গবেষণা করা যায় তা এই মানুষটার সাথে বিয়ে না হলে ডিগ্রীধারী জারিনও

BanglaBook.org

জানতো না। এ কয়দিনে ওর শারীরিক চাহিদা মিটবে কিভাবে? জারিনের ভাবনা হয়।

'আচ্ছা, পুরুষ মানুষ শ্বশুরবাড়ি যেতে চায় না কেন বলতে পারো?' জারিন আদুরে কামার্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'কারণ শ্বশুরবাড়িতে শ্বাশুড়ী থাকে।' এলহামের হাসিও ঘোরলাগা।

'তোমার মেয়ের জামাই যখন তোমার এখানে আসতে চাইবে না, তখন তোমার কেমন লাগবে?'

'মন্দ না! ওই ব্যাটাকে দেখলেই তো মনে হবে আমার মেয়েকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।' নিজের রসিকতায় এলহাম হেসে উঠল।

আর কথা বাড়ল না। জারা ঘুমের মধ্যে 'মা মা' করে কেঁদে উঠেছে। জারিন তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বেডরুমের দিকে গেল। এলহামও রাউন্ডের চিন্তা বাদ দিয়ে কাপড় বদলাতে বাথরুমে ঢুকল।

বাথরুমের নির্জনতায় গণিতের ছক কষতে লাগল এলহাম। অমাবস্যা পূর্নিমার হিসাব। চাঁদ ঘড়ি মেরে শেষ রাতের দিকে উঠছে। তিনদিন পরে অমাবস্যা। তিনদিন পরে তার রূপান্তর! তিন মহৎ সংখ্যা। পিথাগোরাসের মতে, তিন হচ্ছে রহস্যময় সংখ্যা। এটি একটি প্রাইম নাম্বার। তিন হচ্ছে ত্রিকাল। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল। তিন হচ্ছে ট্রিনিটি। তিন মানে আমি, তুমি, সে। কিন্তু এলহাম জানে তিনের আরেকটি অর্থ আছে। সেই অর্থ তাকে খুঁজে বের করতে হবে। সে জানে, অমাবস্যার রাতের কর্মকান্ডের জন্য তিনজন মানুষের প্রয়োজন। আমি তুমি সে। আমি এলহাম নিজে। তুমির সাথে তার মিশরে থাকাকালিন সময়েই দেখা হয়েছিল। একজন হাসিডিক জিউ। নাম স্টাইনজন। হাসিডিক জিউ নিজেই মিশরে পড়ার সময় তাকে খুঁজে বের করেছিল। হাসিডিক জিউ এসেছিল একটা গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য। পিরামিডের মমির গুঢ় রহস্য সমাধানে কাজ করছিল শীর্ণকায় বয়স্ক লোকটি। আর তখনই হাসিডিক জিউয়ের মাধ্যমে ব্লাক আর্ট নামক এক অভিনব শিল্পম্যাধ্যমের সাথে পরিচিত হয়েছিল এলহাম। এতদিন ব্লাক আর্ট বা ব্লাক ম্যাজিক গল্প উপন্যাস আর সিনেমায় দেখে থাকলেও বাস্তবে যে এর অস্তিত্ব আছে, আর সেই ব্লাক আর্টের একজন উপাসক তার কাছে গণিতের সমাধানে

BanglaBook.org

এসেছে, ভেবে আগ্রহী হয়েছিল এলহাম। ইহুদী লোকটা তাকে দলে টানার জন্যই কি না কে জানে তাকে অনেক গুঢ় তথ্য দিয়েছিল।

ব্লাক ম্যাজিক বা ব্লাক আর্ট এক সময় ক্ষমতার সিংহদ্বার প্রবেশের চাবি হিসাবে বিবেচনা করা হত। কিন্তু অনেক আগেই একে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তারপরেও গুটি কয়েক লোক এই বিদ্যা লোকচক্ষুর অন্তরালে অনুশীলন করে। না হলে সমাজে তাদেরকে হেয় হতে হয়। বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ তাদেরকে নিবোর্ধ ভাবে। কিন্তু এলহাম জানে, এই বিদ্যা নির্বোধ লোকদের জন্য নয়। ব্লাক আর্টও এক প্রকার বিজ্ঞান।

ব্লাক আর্টে আছে নিখুত সুত্র, বিজ্ঞান ও গণিত। সুনিদিষ্টি উপাচার। উপকরণ। আর সময়ের নিখুত প্রয়োগ।

প্রাচীন মিশরে এর সাধনাকারীরা দেবতার মত বিচরণ করেছেন। আর সেই দেবতার মত বিচরণের মানসে অকৃতদার ইহুদী হাসিডিক জিউ দিনের পর দিন মিশরে পিরামিড অঞ্চলে সাধনা করে চলেছেন।

ইহুদীদের মরমীবাদি কাব্বালিস্ট গোত্রের একজন হাসিডিক জিউ।

হাসিডিক জিউ এলহামের কাছে এসেছিল ২১৬ ডিজিটের একটা সমাধান করতে। সমাধান এলহাম করতে পারেনি। কিন্তু এলহামের কর্মকান্ডে, চেষ্টায় আর সমাধানের কাছাকাছি পৌছানোতে হাসিডিক জিউ সন্তুষ্ট হয়েছিল। আর এলহামও সমাধানের জন্যই জেনে গিয়েছিল প্রাচীন কিছু রহস্যময় কর্মকান্ডের খোঁজখবর।

২১৬ ডিজিট খুব গুরুত্বপূর্ণ।

হাসিডিক জিউরা মোস আইনকানুন চর্চা করে। ১৮০০ শতকের মধ্য সময়ে এই চর্চা চরমে ওঠে। পরবর্তীতে সব কিছু বিস্তৃত হতে থাকলে এই চর্চার অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়। তখন গোপনে গোপনে মোস চর্চা চলতে থাকে। আর এই মোর্স চর্চার বাইবেল হিসাবে তারা *তোরা* সোর্স বুক মেনে চলে। তারা মনে করে, ঈশ্বর তোরার মাধ্যমে রহস্যের সুত্র দিয়ে গেছেন।

তোরা সোর্স বুকের পাঁচটি অক্ষরকে নির্দেশ করে। বাইবেলের প্রথম তিন অংশকে তোরা বলা হয়। তোরা বিশ্বাসীরা মনে করে, ঈশ্বরের নামটি ২১৬ ডিজিটের, যা তোরায় সাংকেতিকভাবে উল্লেখ করা আছে। এই নামটি উদঘাটন করতে পারলে প্রকৃতির রহস্যা উদঘাটন সম্ভব।

BanglaBook.org

বাথরুমের দরজায় নকের আওয়াজে চমক ভাঙল এলহামের। ২১৬ ডিজিটের রহস্য রহস্যই থেকে গেল। বাইরে থেকে জারিনের চাপা গলা শোনা গেল। তার মানে, স্তন মুখে নিয়ে জারা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। রাউন্ডের জন্য বউ ডাকছে। 'কি বাথরুমে গিয়ে অংকে মজে গেলে নাকি? আমাদের অংকটা শেষ করে গেলে না?'

এলহাম বাথরুম থেকে বেরিয়ে স্মিত হেসে জারিনকে জড়িয়ে ধরল। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ট গণিতের সমাধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নরনারীর দেহের মধ্যেই পৃথিবীর গণিতের রহস্য লুক্কায়িত আছে। দুই দেহ একে লীন হলে সেই অংক ঈশ্বরের অংক হয়ে পড়ে। আর সেই অংক থেকে জন্ম নেয় নতুন অংক। আমি, তুমি, সে। দুই মিলে এক। তার থেকে তিন। তিন ঈশ্বরের সংখ্যা।

রমণ ক্রিয়ায় রত হতে হতে এলহামের মনে হতে থাকে, ঈশ্বরের নামের ২১৬ ডিজিটের রহস্য নরনারীর দেহ মিলনের মধ্যেই লুক্কায়িত আছে।

এলহাম রহস্য সমাধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

দুই

হাসিডিক জিউয়ের বয়স ষাটের কাছাকাছি। বাবার কাছ থেকে যখন উত্তরাধিকার সুত্রে গোপন সংঘের কথা জানতে পারে তখন তার বয়স ছিল একুশ। তারপর থেকে এই সুদীর্ঘ জীবনে শুধু দেবতাদের মত অসীম ক্ষমতাধর হওয়ার জন্য জীবনপাত করেছেন। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছেন। ইসরাইল জেরুজালেম থেকে এসেছেন মিশরে। মিশর থেকে ঘুরে ঘুরে বাংলাদেশে। গণিতজ্ঞ এলহাম পিএইচডি শেষ করে বাংলাদেশে চলে এলে তিনিও বাংলাদেশে চলে আসেন। উচ্চশিক্ষিত হওয়ার কারণে দুতাবাসের মাধ্যমে দেশ বিচরণ তার পক্ষে খুব একটা সমস্যা নয়। আর বাংলাদেশ দেশ হিসাবে খুবই লিবারেল। ধর্ম এখানে বসবাসের জন্য কোন বাধা নয়। তারপর খুঁজে বের করেছেন এলহামকে। কারণ হাসিডিক জিউয়ের বদ্ধমূল ধারণা, গণিতজ্ঞ এলহাম গণিতের মাধ্যমে ঈশ্বরের ২১৬ ডিজিটের রহস্যের সমাধান করে ফেলেছে। তাকে না জানিয়ে এলহাম নিজেই সেই রহস্য সমাধানের প্রায়োগিক দিক প্রয়োগে ব্যস্ত। কিন্তু হাসিডিক জিউ ভাল করেই জানেন, এলহাম একাকী কখনও দেবতার মত ক্ষমতাধর হতে পারবে না। কারণ উত্তরাধিকার

BanglaBook.org

সুত্রে প্রাপ্ত পারিবারিক তোরা সোর্স বুক তার কাছেই আছে। গোপন একটা মিশন নিয়ে হাসিডিক জিউ এলহামকে খুঁজে বের করেছেন। ইন্টারনেট আর ফেসবুকের কল্যাণে মানুষ খুজে পাওয়া কঠিন কিছু নয়। এলহামকে প্রলোভিত করে তিনি কাজ হাসিল করে নেবেন। আর অসীম ক্ষমতাধর দেবতা অথবা দানবীয় শক্তির অধিকারী হলে তখন এলহামকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া কোন ব্যাপার নয়। এখন কাজ হাসিলের জন্য এলহামের তালে তাল দিয়ে যেতে হবে।

সেদিন বিকালেই গুলশানের আলো আধারীর এক রেস্টুরেন্টে হাসিডিক জিউ আর সোলায়মান দেখা করল।

হাসিডিক জিউ বললেন, 'সব ঠিকঠাক আছে তো?' অর্থাৎ অমাবস্যার রাতের সেই উপাসনার সব ঠিক আছে কিনা জানতে চাইলেন।

এলহাম জানাল, 'সব ঠিক আছে। নিরবিছিন্ন রূপান্তরের জন্য স্ত্রী কন্যাকে বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

হাসিডিক জিউ নিশ্চিত হতে চাইলেন, 'গণিতের হিসাবে কোন ভূল নেই তো?'

এলহাম হাসল, 'ব্লাক আর্টের নিখুঁত সুত্রের বিজ্ঞান আর গণিত কোন ফেলনা বিষয় নয়। গণিত হচ্ছে মহাবিশ্বের একমাত্র ও শুদ্ধতম রূপ। এ ব্যাপারে পিএইচডি সময় আমার একটা থিসিস আর্ন্তজাতিক গণিত জার্ণালে প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে আমি প্রমাণ করে দেখিয়েছি মহাবিশ্ব ও প্রকৃতিকে সংখ্যার মাধ্যমে সংগ্যায়িত করা যায়। প্রকৃতির সব জায়গাতে রয়েছে বিন্যাস সমাবেশ। আর যদি সংখ্যার মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতিটির পদটাকে। গুলোকে সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় সাথে ক্যাওস থিওরিকে ব্রেক করা যায় তাহলে যেকোন সংখ্যাকে/ঘটনাকে সঠিক অনুমান করা যায়। যেমন, লটারির সঠিক নাম্বার। শেয়ার মার্কেট গোপন নাম্বার।'

'ব্যাপারটা কি সত্যি?' হাসিডিক জিউয়ের লটারির নাম্বার বা শেয়ার মার্কেটের লুটেরার টাকা নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। সে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর হবে তার কাছে লটারির টাকাই বা কি, আর শেয়ার মার্কেটের টাকাই বা কি? গোটা দুনিয়ার সব সম্পত্তির মালিক কি সে নয়?

'সত্যি কিনা সেটা নিয়ে আমি কখনও কাজ করিনি। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি ভেবে একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি।' এলহাম ইতস্থত করে। শেয়ার

BanglaBook.org

মার্কেটের ঝামেলার ব্যাপারটাকে এই বিদেশীকে জানিয়ে কোন লাভ হবে? তাছাড়া অমাবস্যার রাতের অন্ধকারে অসীম ক্ষমতাধর হয়ে পড়লে তখন শেয়ার মার্কেটের ওই ফেউয়ের রক্ত ছুরিকে পান করাতে মোটেই বেগ পেতে হবে না। এক তুড়ির ব্যাপার। আর কোন কিছুর তোয়াক্কা করতে হবে না বলেই সে বলে ফেলে, 'আমাকে একজন কব্জা করতে চাইছে।'

চমকে ওঠেন হাসিডিক জিউ। তিনি ছাড়া আর কে এলহামকে কব্জা করতে চায়। কে? কে সে? 'কে আপনাকে কব্জা করতে চাইছে? কেন?'

'আরে বাদ দেন তো! ও কিছু না।' এলহাম হাত দিয়ে উড়িয়ে দেয়ার মত করে বলে, 'ওই শেয়ার মার্কেটের এক প্রভাবশালী দালাল। কিছুদিন আগে কলেজ থেকে আমাকে তলব করে তার ডেরায় নিয়ে গিয়েছিল। প্রভাবশালী ব্যবসায়ী। খাস কামরায় নিয়ে গিয়ে জার্ণালে প্রকাশিত আমার লেখাটার কথা বলল। আর সে যে আমার লেখাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করে সে ব্যাপারে তার অকুণ্ঠ প্রশংসা জানাল। তারপরেই প্রস্তাবটা দিল। প্রস্তাব ঠিক নয়- প্রলোভন। শেয়ার মার্কেটের সঠিক ব্রেক থ্রু নাম্বারগুলো যদি আমি অংক কষে বলে দিতে পারি তাহলে আমাকে লাখ লাখ টাকা দেয়ার লোভ দেখাল। শেয়ার মাকের্টে তার কোটি টাকা খাটছে। সেখান থেকে সে আরো কোটি কোটি টাকা অর্জন করতে চায়। সাধারণ বিনিয়োগকারীদের লগ্নিকৃত টাকা সংখ্যার খেলায় ফেলে ফতুর করে নিতে চায়। আর তা করার জন্য আমাকে তার লাগবে।'

'তারপর? আপনি রাজি হয়ে গেলেন?' হাসিডিক জিউয়ের কণ্ঠস্বরে শ্লেষ ঝরে পড়ছে।

'উহু। আমি গণিতের ব্যাপারটা নিয়ে থিসিস করলেও কখনও হাতে কলমে প্রমাণ করে দেখিনি। আর প্রমাণিত হলেও ওই ফটকাবাজের কথায় রাজি হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

'রাজি হননি তাহলে?'

'না। মুখের উপরেই না বলে দিলাম। তারপরে ক্ষমতাধররা যেটা করে, যেটা ঈশ্বরও করে এসেছেন সে তাই করল।'

'মানে? আপনার হেয়ালিপূর্ণ কথা বুঝতে পারলাম না। ঈশ্বরের সাথে ক্ষমতাধরের সম্পর্ক কি?'

'সম্পর্ক আছে। গাণিতিক সম্পর্ক। ঈশ্বর ক্ষমতাধর। তাই স্বর্গের লোভ আর নরকের ভয় দেখিয়ে মানুষকে তার পথে আনতে চান। তেমনি ক্ষমতাধর মানুষেরাও প্রথমে টাকার লোভ দেখায়। তাতে কাজ না হলে ভয়।'

BanglaBook.org

'আপনাকে ভয় দেখালেন?'

'হ্যাঁ। আমি যদি তার প্রস্তাবে রাজি না হই, তাহলে আমার বউকে তুলে নিয়ে তার গুন্ডাবাহিনী দিয়ে পালাক্রমে রেপ করাবে। আমার মেয়ের লাশ ভাসবে নালায় খালে...'

শিউরে উঠলেন হাসিডিক জিউ। কি সর্বনেশে কথা! তার কাজ হাসিলের আগে যদি এলহাম ওই ফটকাবাজির খপ্পরে পড়ে তাহলে তার অমিত ক্ষমতাধর হওয়া গোল্লায় যাবে। সুদীর্ঘ জীবনের সাধনা জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ভেস্তে যাবে। আর একবার যদি তিনি অসীম ক্ষমতাধর হতে পারেন তখন জীবন দীর্ঘ থেকে আরো দীর্ঘতর হবে। অমরত্বের কাছাকাছি চলে যাবেন তিনি। দেবতাদের মত।

'বাধ্য হয়েই রাজি হলাম। গণিত তো আর মুখের কথা নয় যে বললেই সমাধান করে ফেলব। রাজি হয়ে কিছুটা সময় বেশি করে নিলাম। অমাবস্যার রাতের সেই মোক্ষলাভ করতে পারলে ফটকাবাজের হাত থেকে রেহাই পাব। আর সেই জন্যই তাকে ওই রাতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি।

'মানে?' হাসিডিক জিউ চমকে উঠলেন। 'ওই রাতে আমাদের সাথে বেসমেন্টের উপসানলয়ে বাইরের আরেকজন থাকবে?'

'হ্যাঁ। বাধ্য হয়েই রাখবে হবে। তিনজন না হলে আমাদের সংখ্যা পূর্ণ হবে না। এখানেও গণিত। তিন সংখ্যার মোজেজা। শেয়ারফটকাবাজকে বলেছি ওই রাতেই তার শেয়ারমার্কেটের গবেষণার ফলাফল সংখ্যা নম্বর জানাব।'

'কিন্তু আমাদের এই গোপন অভিযানে বাইরের একজন লোক থাকা মানেই তো সব ভন্ডুল হয়ে যাওয়া।' হাসিডিক জিউকে বিমর্ষ দেখায়। তার পরিকল্পনাও ভেস্তে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়। ভেতরে ভেতরে তিনি একধরণের ভয় পাচ্ছে। দুজন দেশি লোক মিলে যদি তার মত বিদেশি একজন ইহুদীকে হত্যা করে ফেলে। ওদের হাত থেকে বেঁচে আসার মত ক্ষমতা তার নেই। সে যেমন এলহামকে বিশ্বাস করছে না, এলহামও যে তাকে বিশ্বাস করছে তার নিশ্চয়তা কি! দেবতা হলে তিনি সর্বজ্ঞ হতেন। তখন সকলের বিশ্বাস অবিশ্বাস মুহূর্তেই বুঝে ফেলতে পারতেন।

BanglaBook.org

'কিছুই ভন্ডুল হবে না। বরং আমাদের উপকারই হবে।' এলহাম রহস্যময় গলায় বলল। তারপর রেষ্টুরেন্টের অন্যদের দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, 'আমাদের গবেষণার প্রধান উপাদান কি?'

হাসিডিক জিউ ভ্রু কুঞ্চিত করে বললেন, 'গণিত। সংখ্যা। অংক।'

'উঁহু। ওটা সেকেন্ডারী। প্রধান উপাদান রক্ত।'

'রক্ত!'

'হ্যাঁ। আর সেই রক্ত আমাদের তৃতীয় একজনের শরীর থেকে নিতে হবে। তিন। শেয়ারফাটবাজ আমাদের রক্তের চাহিদা মিটাবে।'

রক্ত অনন্তের আরক।

তিন

শেয়ার ব্যবসায়ী পীর হাসিবুর রহমান ব্যবসায় নামার পর থেকেই সবকিছুতে রিস্ক নিতে প্রস্তুত। আর এই রিস্ক নিয়ে বরবার তার লাভই হচ্ছে। অন্যরা যখন হাত গুটিয়ে লসের ভয়ে বসে ছিল তখন তিনি লাখ লাখ টাকা কাজে খাটিয়েছেন। আর সেই লাখ লাখ টাকা কোটি কোটি টাকা হয়ে ধরা দিয়েছে তার হাতের মুঠোয়। তবে সব ব্যবসায়ীদের মত তার কিছু দুর্বলতা আছে। তিনি পীর, ফকির, কুসংস্কার, জাদুটোনা, হাঁচিকাশি সবই বিশ্বাস করেন। আর বিশ্বাস করেন বলেই পীর ফকির সাধু সন্ন্যাসীর সাথে তার গাঁটছড়া বাঁধা। পীরের পরামর্শ নিয়েই ব্যবসায় লগ্নি করেন। তার বিশ্বাস, এই অতিজাগতিক রহস্যের কারণেই তার এই উন্নতি।

আর্ন্তজাতিক গণিত জার্নালে গণিতজ্ঞ এলহামের অদ্ভুত তথ্যটা দেখে তিনি অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠেন। *বিপুল পৃথিবীর রহস্যময় জগতের আমরা কতটুকুই বা জানি!* তথ্যটা অগাধ বিশ্বাস করলেও কিভাবে কাজে লাগবে তিনি বুঝে উঠতে পারেন না। কারণ গণিতজ্ঞ এলহাম একজন বাঙালি হলেও সুদূর মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। জিনিসটা মোটামুটি ঢাকা পড়েই থাকে। কিন্তু বছরখানেক আগে এদেশের একটা সাইন্স ম্যাগাজিনে এলহামের দেশে অবস্থানের খবর জানতে পারেন। আর তখন থেকেই যোগাযোগ করে প্রভাবিত করার চেষ্টা। অর্থের লোভে কাবু না হলেও তার ভাড়াটে গুন্ডাবাহিনীর ভয়ে লোকটাকে রাজি করানো গেছে।

BanglaBook.org

গত দুদিন আগে পীর হাসিব গুপ্ত সংকেতের মাধ্যমে একটা ম্যাসেজ পেয়েছেন। পীর হাসিব নিজেও গুপ্ত সংকেতের ব্যাপারে বেশ আগ্রহী। কাজেই ছবি আকানো গুপ্ত সংকেত বুঝে উঠতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি। অমবস্যার চাঁদ, ভূগর্ভস্থ বেসমেন্ট, আর গানিতিক চিহ্নের ব্যাপার স্যাপারেই তিনি বুঝতে পেরেছে শেয়ার মার্কেটের তথ্য জানতে হলে তাকে অমাবস্যার রাতে পুরানো ঢাকার সেই পরিত্যক্ত মন্দির বাড়ির বেসমেন্টে যেতে হবে।

এবং অবশ্যই একা।

মন্দিরবাড়িটা পীর হাসিব চেনেন। কারণ মন্দিরবাড়িটা খুঁজে পেতে তার হাত ছিল। এলহামকে যখন শেয়ার মার্কেটের গাণিতিক সংখ্যাগুলো খুজে দেয়ার জন্য চরমপত্র হুমকি দেয়া হলো, তখন সে জানাল, এই গাণিতিক সংখ্যার সাথে শুধু বিজ্ঞানই জড়িত নয়, এর সাথে অপবিজ্ঞানও জড়িত। আর সেই অপবিজ্ঞান হলো, ভুগর্ভস্থ নির্দিষ্ট মাপের ঘর। যে ঘরের আয়তন হবে দৈর্ঘ্যে বারো ফুট, প্রস্তে বারো ফুট। বারোফুটের বর্গাকার কামরা। দৈর্ঘ্যে বারো, প্রস্থে বারো। রাশির প্রতীক বারোটা। বারো ঘন্টা রাতের সময়। স্বর্গের দ্বার বারোটা। বারো মাসে এক বছর।

ব্যাপারটা পীর হাসিব যত কঠিন মনে করেছিলেন, তার চেয়ে কঠিন হয়ে উঠল। একবার ইচ্ছে করলেন, নিজেই কোথাও বেসমেন্টে এরকম মাপের ঘর বানিয়ে দেন। তার আগেই পুরানো ঢাকার একজন জানাল, পুরানো ঢাকার পরিত্যক্ত কালিমন্দিরের লাগোয়া একটা বাড়ি আছে। মন্দিরবাড়ি। একসময় ঠগি উপাসকদের মন্দির ছিল বাড়িটা। উচু গম্বুজচুড়া। মন্দিরবাড়িটা এত পুরানো আর ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় যে ওখানে কেউ যাতায়াত করে না। তাছাড়া বাড়ির আপাদত কোন মালিকপক্ষ নেই। ব্রিটিশ আমলে ঠগিদের বসবাসের সময়ে তৈরি। ঠগিরা তাদের দলবল নিয়ে ওই বাড়িটাতে নাকি সাধনা পূজা অর্চনা করত। তো ওই মন্দিরবাড়িটার বেশ বড় একটা বেসমেন্ট আছে। আর বেসমেন্ট পাশাপাশি কয়েকটা ঘর। একদিন এলহামকে নিয়ে বাড়িটা দেখতে গেল। দেখে শুনে মাপঝোক নিয়ে জানাল, ওই বাড়ির বেসমেন্টে তার চলে যাবে। সেখানে সে গবেষণার কাজ করতে পারবে। তবে নিরবিছিন্ন গবেষণার জন্য বাড়িটা তার

BanglaBook.org

একান্ত দরকার। পীর হাসিব টাকা খরচ করে সেই ব্যবস্থা করলেন। ঠগিদের উত্তরাধিকার মালিকানা খুঁজে বের করে বাড়িটা ভাড়া নিয়ে নিলেন।

পীর হাসিবের খাস কামরায় পিএ শামস এসে দাঁড়াল। 'স্যার?'

'শোনো, বাংলা ক্যালেন্ডারটা দেখে আমাকে এগজ্যাক্ট জানাওতো কোন রাতে অমাবস্যা?'

'জ্বি স্যার। আমি এক্ষুণি দেখছি স্যার।' পিএ শামস্ হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

পীর হাসিব আবার ভাবনায় ডুবে গেলেন। গণিতজ্ঞ ব্যাটাকে বেশ সাদাসিধে মনে হলেও কোন কূটচাল চালছে না তো? তার মত একজন লোককে অমাবস্যার রাতে একা পুরানো ঢাকার বেসমেন্টে যেতে বলার মতলবটা কি? সত্যিই কি সে শেয়ারমার্কেটের গোপন সংখ্যা দিতে চায়? নাকি অন্য কোন মতলব ভেজেছে? ভাড়াটে গুন্ডা লাগিয়ে তাকে কিডন্যাপ, তারপর কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবী? নাকি আরো ভয়ংকর কিছু?

পিএ শামস ফিরে এসে ঘোর অমাবস্যার তারিখ জানাল। তিনদিন পরে। তিনি পিএ বললেন, 'আমাদের সবাই ঢাকায় আছে তো?'

কাদের কথা বলা হচ্ছে পিএ সহজেই বুঝে নিল। স্যারের ভাড়াটে গুন্ডারা। ভাড়াটে বলেই এরা ভাড়া খাটতে বিভিন্ন জায়গায় যায়। নির্বাচনের সময় বিভিন্ন জেলায়। এখন নির্বাচন নেই। কাজেই ঢাকাতেই আছে।

'আছে স্যার। খবর দিতে হবে?'

তিনি উপর নিচ মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'ওদেরকে আমার সাথে এই খাসকামরাতে দেখা করতে বলবে। তবে সবাই একসাথে নয়। একজন একজন করে। অন্যরা যাতে বুঝতে না পারে।'

'ঠিক আছে স্যার।'

'আর শোন, তুমি থানায় ফোন করে ওসিকে আমার কথা বলো। জানিয়ো আজ রাতে আমি নিমন্ত্রণ জানিয়েছি।'

'জ্বি স্যার।' ইঙ্গিতে পিএ বেরিয়ে গেল।

পিএ শামস বের হতে হতে ভাবল, স্যারের ব্লাক আর্ট চর্চার গোপন খবরটা একজনকে জানাতে হবে। এক্ষুণি!

BanglaBook.org

পীর হাসিব ঠোটের কোণে হাসি ঝুলালেন। অমাবস্যার রাতে ভুতুড়ে বাড়িতে তিনি যাবেন। তবে ভাড়াটে গুন্ডা পুলিশ সব রেডি করেই যাবেন। ওরা যে খালি হাতে যাবে তা নয়, ওদের অন্য কাজও আছে।

তিনি অন্য পরিকল্পনা করলেন।

তবে ডিমপাড়া সোনার হাসকে নিশ্চয় কেউ মেরে ফেলে না?

চার

স্যারের বাসায় এসে নীলা হকচকিয়ে গেল। এখনো কেউ পড়তে আসেনি। অন্যদিন তার দেরী হয়। আজ কি সে সবার আগে এসেছে? ঘড়ি দেখল। না তো। আজও তো দেরীতে এসেছে। স্যার অবশ্য তাকে রিডিং রুমে বসিয়ে রেখে ভেতরে গিয়ে ঢুকেছেন। বাসায় আজ মনে হচ্ছে ভাবী বাচ্চাও নেই। থাকা না থাকাতে তার কিছু যায় আসে না। কারণ সে স্যারের কাছেই আসে। আরো গুরতর একটা ব্যাপার আছে। যেটা সে কখনো কাউকে বলতে পারবে না। স্যারকে তো নয়ই। ঘনিষ্ট বান্ধবীকেও সে বলেনি।

অষ্টাদশী নীলা স্যারের প্রেমে পড়েছে!

রূপান্তর!

এলহাম রূপান্তরের প্রথম ধাপে। কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছে যাচ্ছে তা আজ ভোরে ঘুম ভাঙতেই বুঝতে পেরেছে। নীলা তার প্রেমে পড়েছে। সেটাই তার দরকার ছিল। রূপান্তরের প্রথম ধাপে কুমারী নারীসঙ্গ প্রথম শর্ত। কুমারী সঙ্গমের প্রথম রক্তমাখা কাপড় দরকার। মেয়েটি প্রেমে পড়েছে বলেই তার কাছে ব্যাপারটা সহজ হবে। না হলে জোর করেই কাজটা সমাধা করতে হতো। মেয়েটার কুমারিত্ব নিয়ে এলহাম সন্দিহান ছিল। যে জমানা পড়েছে তাতে ক্লাস এইট নাইনে উঠতেই একটা মেয়ের বাসর রাতের অভিজ্ঞতা হয়ে যায়। কুমারিত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত হতেই পড়ানোর ফাকে নীলার অজান্তেই ওর কিছু চুল সংগ্রহ করে। তারপর ব্লাক আর্টের সহায়তায় বুঝতে পারে মেয়েটা এখনও অনাঘ্রাতা। কিন্তু আজ আর নীলা অনাঘ্রাতা থাকবে না। পরিকল্পনার অংশ হিসাবে বাকি পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের ছুটি দিয়েছে। শুধু নীলার কোন ছুটি নেই।

এলহাম স্টাডিরুমে ঢুকে বইয়ের তাকের পেছন থেকে কুলঙ্গিতে রাখা কারুকার্যময় কালো কাঠের বাক্স বের করল। তার মধ্যে মখমল কাপড়ে মোড়া

BanglaBook.org

পারফিউমের সুদৃশ্য শিশি। মিশরে থাকাকালীন এই পারফিউম সংগ্রহ করেছিল। ওখানে অবশ্য জিপসীরা রমণী বশিঃকরণের উপকরণ হিসাবে এই সুগন্ধী গছিয়ে থাকে। এর সৌরভ কোন রমণীর নাকে গেলে সেই রমণী পারফিউমধারী পুরুষের কেনা গোলাম হয়ে থাকবে।

কিন্তু এলহাম এই পারফিউমের গাণিতিক দিকগুলো খুজে বের করেছে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ট পারফিউম, যার সৌরভে পৃথিবীতেই স্বর্গের পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় তাও একটি গানিতিক নাম্বারে। ১৩। এক। তিন। দুটোই প্রাইম নাম্বার। সাধারণ একটি খাটি সুগন্ধীর বারটি দিক থাকে। একবার মিশরে এক মমির কফিন থেকে এমন একটা সৌরভ বের হয়, যেটা অনুভব করে পুরো পৃথিবীর মানুষ কিছুক্ষণের জন্য নিজেদেরকে স্বর্গে রয়েছে ভাবতে থাকে। কথিত আছে, সেই পারফিউমে ১২টি উপাদানের সাথে ১৩তম উপাদানও ছিল। যেটি আজ পর্যন্ত কেউ উদ্ধার করতে পারেনি। *পারফিউম* সিনেমায় সেই ১৩তম উপাদান দেখানো হলেও এলহামের ধারণা, প্রকৃত ১৩তম উপাদান এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এলহামের ধারণা মতে, কুমারীর সতিচ্ছেদের রক্তে সেই ১৩তম উপাদান থাকতে পারে।

স্যার রিডিংরুমে ঢুকতেই নীলা মোহিত হয়ে পড়ল। এরকম মনমাতানো সৌরভ এর আগে কখনও সে পায়নি। স্যারকেও আজকে বেশ সুন্দর নায়কোচিত লাগছে। মনে হচ্ছে স্যারের সেই সাদাসিধে রূপের রূপান্তর ঘটে ড্যাশিং হিরোর রূপে আর্বিভুত। চোখের লেন্সের চশমা দূরীভুত হওয়ায় চোখের দৃষ্টিতে অন্যরকম একটা মোহনীয়তা এসেছে। গায়ের টিশার্টে, পরনের ট্রাইজার এক মাথা ঝাকড়া চুলে, নীল চোখে স্যারকে যেন গ্রীক দেবতার মত লাগছে।

এলহাম নীলার খুব কাছে এলো। গায়ের সৌরভ যতবেশি ওর শরীর আর মনের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া যায়।

নীলা আবেগী গলায় বলল, 'স্যার আর কাউকে দেখছি না যে!'

স্যারও নিচু রোমান্টিক স্বরে বলল, 'এই পরিবেশে আর কেউ থাকলে কি শোভনীয় হতো!'

স্যার কি বলতে চাইছে নীলা বুঝতে পারলো। তার এতদিনের স্বপ্ন কি বাস্তবে রূপান্তরিত হচ্ছে? সে তো স্যারের প্রেমে পড়েছে কিন্তু স্যারও কি তার?

BanglaBook.org

না হলে স্যারের গেটআপ ভাবভঙ্গি সব নওল কিশোরের মতো হবে কেন? প্রেমে পড়া কিশোর? সে কিশোরী?

এলহাম নীলার মুখোমুখি। নীলা ম্যাথ বই খুলে বসেছিল। এলহাম বইটা বন্ধ করতে করতে বলল, 'আজ কি বইয়ের গণিতের খুব দরকার আছে? আমরা কি অন্য কোন গণিত করতে পারি না?'

নীলা বুঝতে পারছে স্যার কোন গণিতের কথা বলছে। তার শরীরের ভেতরে সেই গণিতের ভাঙন হচ্ছে। তার বিবেক বলছে এই মুহূর্তে স্যারের বাসা থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত, কিন্তু সৌরভ বলছে এখানেই স্বর্গসুখ। সে বলতে চাইছে স্যার, আমি এখন যাব। কিন্তু সৌরভে মুখ ফুটে বের হলো, 'স্যার ভীবারা কি বাসায় নেই?'

'তুমি আর আমি ছাড়া এখানে কেউ নেই। কেউ আসবেও না। সবাইকে ছুটি দিয়ে দিয়েছি। কেন কোন অসুবিধে?'

কত বড় অসুবিধে নীলা বুঝতে পারছে, কিন্তু ভেতরের ভাঙন বলছে, *আত্মসমর্পণ করো। স্যারের সৌরভের কাছে নিজেকে সপে দাও। স্বর্গসৌরভের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দাও। স্বর্গ সুখ ভোগ করো।*

নীলা প্রেমার্ত গলায় বলল, 'স্যার আমি যে আপনাকে কি চোখে দেখি...

এলহাম নীলার কথা শেষ করতে দিলো না। নীলার ঠোঁটে আঙুল চেপে দিয়ে বলল, 'জানি। জানি বলেই তো আজ তোমার জন্য এই স্বর্গীয় আয়োজন। শুধু তুমি আর আমি। আমি তোমাকে ভালবাসি নীলা।

নীলাও চাপা ঠোঁটে বলতে চাইল, 'আমিও।' বলতে পারল না। স্যারের আঙুল নয়, ঠোঁট চেপে বসেছে তার ঠোঁটে।

রিডিংরুমের চেয়ার টেবিলের বাধা পেরিয়ে ছোটখাট কুমারী নীলাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল এলহাম। সৌরভে মাতোয়ারা নীলা বাধা দেয়া দুরে থাক, নিজেকে সঁপে দিল। বেডরুমের পরিবেশও রূপান্তরিত হয়েছে। গোটা রুম স্বর্গীয় সাদায় রূপান্তরিত হয়েছে। ধবধবে সাদা বিছানা চাদর। এই সাদার আড়ালেও লুকিয়ে আছে কালো। রুমের চারকোণায় চারটি হিডেন ক্যামেরা লুকিয়ে রাখা হয়েছে। খাটের পাশে রাখা সুইচে এক চাপেই সচল হয়ে যাবে তৃতীয় চোখ। ধারণ করবে কুমারী মেয়ের কুমারীত্ব হরণের মর্মস্পর্শী দৃশ্য। এই লোভনীয় দৃশ্য ধারণ করার পেছনে তার রূপান্তরের কোন ভূমিকা নেই। আছে

BanglaBook.org

শুধু প্রতিশোধ গ্রহণের অদম্য স্পৃহা। এই ভিডিও চলে যাবে নীলার প্রভাবশালী বাবার কাছে। তারপর অবশ্যম্ভাবী ইন্টারনেটে।

একাত্তরের ঢাকা শহরের আলবদর বাহিনীর অন্যতম সদস্য ছিল নীলার বাবা। তার হাত দিয়েই এদেশের বুদ্ধিজীবীদের এক অংশ পাকিস্থানী বাহিনীর দ্বারা নিহত হয়। নীলার বাবা এবং ইন্টানেট দ্বারা গোটা দেশবাসি যেন এলহামের পরিচয় জানতে না পারে সে ব্যবস্থাও করে রেখেছে এলহাম।

ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে রেখে নীলাকে দুগ্ধফেননিভশয্যায় শুইয়ে দিল এলহাম। তারপর ঠোঁট তুলে ফিসফিস করে কার্মাত ঘড়ঘড়ে বলল, 'চোখ খুলো না নীলা। চোখ বুজেই তুমি স্বর্গসুখ অনুভব করতে পারবে।'

নীলা চোখ বন্ধই রাখল। এখন সে সম্মোহিত। প্রেমাস্পদ যা বলবে সে তাই করবে।

বাইরে দিনের আলো মরে আসছে। এলহামের বেডরুমে চকচকে ডিজিটাল আলো। এলহাম বেডের নিচ থেকে রাবারের একটা প্যাকেট বের করল।

একটা রাবারের মুখোশ। সাদা। চামড়ার মত পরে নিল মুখে। নিজেকে অপরিচিত করে তুলল। রূপান্তরের দ্বিতীয় ধাপ। খুলে ফেলল শরীরের সব পোশাক। হাতের নাগালে থাকা তৃতীয় চোখের সুইচ অন করে দিল। চারকোণার চারটে ভিডিও ক্যামেরা শুরু করে দিল তাদের কাজ।

সম্মোহিত নীলার আবরণও ধীরে ধীরে অভ্যস্থ হাতে খুলে ফেলল এলহাম। বাধা দেয়া তো দূরের কথা, শরীর আগুপিছু করে নীলা সহায়তা করল নগ্নতায়।

নীলার কুমারী দেহে যখন প্রথম পুরুষের দৃঢ়তা প্রবেশ করতে থাকে ব্যথার তীব্রতার তীক্ষ্ম চিৎকারের পরিবর্তে নীলা অদ্ভুত স্বর্গীয় সৌরভ লাভ করে।

কুমারীর প্রথম তাজা রক্তের সৌরভ লাগে এলহামের নাকে। সে বুঝতে পারে এই সৌরভেই পৃথিবীতে সৃষ্টি হতে পারে স্বর্গসৌরভ।

পারফিউমের শিশিটাও তার হাতের কাছে। মুখ খুলে কুমারীর প্রথম রক্তে ফোঁটা ভরে ফেলে পারফিউমের শিশিতে।

কুমারীর রক্ত!

১৩তম উপাদান!

BanglaBook.org

১৩! অশুভ সংখ্যা।

সাদা বিছানা চাদরে কুমারী রক্তমাখা অংশটুকু সংগ্রহ করতে করতে এলহাম ভাবে, রূপান্তরের একটা অংশ শেষ হলো মাত্র।

এলহাম জানে, এখনও অনেক কাজ বাকি।

শুধু নীলা কিচ্ছু জানে না।

পাঁচ

গোপনে গোপনে কিছু একটা ঘটছে। অদিতি বুঝতে পারছে। ভয়ংকর কিছু! ব্লাক আর্টের চর্চা কি সত্যিই এই কম্পিউটারের যুগে ফিরে এসেছে?

সাংবাদিক অদিতি নীলম উদ্ভট বিষয়ে প্রতিবেদন করার জন্য বিখ্যাত। এর আগে বিজ্ঞানের মজার মজার আবিষ্কার থেকে শুরু করে অতিপ্রাকৃত বিষয়ের সন্ধানেও সে প্রতিবেদন তৈরি করেছে। ফ্রি ল্যান্স কাজ করে সে। সে কারণে প্রিন্ট মিডিয়ার পাশাপাশি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়ও তাকে দেখা যায়। তার ব্যাপারে আরো একটা কথা শোনা যায়। কোন ব্যাপারে লেগে থাকলে কচ্ছপের কামড় দিয়ে ধরে। তাই যত দিন মাস বছর যাক।

সাইন্স জার্নালে গণিতজ্ঞ এলহামের ব্যাপারে সেই সচিত্র প্রতিবেদন করেছিল। তারপর সবাই প্রতিবেদনটি পড়েছে। ভুলেও গেছে। শুধু অদিতি নীলম ভুলেনি। অন্যান্য প্রতিবেদন করার পাশাপাশি সে গণিতজ্ঞের ব্যাপারেও খোজ রেখেছে। প্রথম দিকে খোজ রেখেছিল শুধুই কৌতুহলে। আশা করেছিল, হয়তো গণিতজ্ঞ গণিতের যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করবে। আর সেই খবর সবার আগে সেই জানতে পেরে দেশবাসীকে জানানোর কৃতিত্ব নেবে। কিন্তু বলে না, কেঁচো খুড়তে সাপ বেরোয়। সেরকমই কৌতুহলে এলহামের ব্যাপারে খোজ খবর নিতে গিয়ে এলহামের কোষ্টি ঠিকুজি যেমন জেনে যায়, তেমনি ব্লাক আর্টের মত বিষয়ে গণিতজ্ঞের মত একজন পুরোদস্তুর বিজ্ঞানী কিভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে, এই বৈপরিত্য তাকে আঠার মত সেটে থাকতে বাধ্য করে।

গণিতজ্ঞ এলহাম একজন যুদ্ধশিশু। স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তি সময়ে যুদ্ধশিশুদের পুর্নবাসনের সাদা কালো ছবির মধ্যে এলহামের ছবি পাওয়া যায়। খ্রিষ্টান মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত একটা পুর্নবাসন কেন্দ্রে বড় হতে থাকে যুদ্ধশিশু এতিম এলহাম। যুদ্ধের প্রথম পর্বেই বিবাহিত স্ত্রীকে রেখে যুদ্ধে গিয়েছিল এলহামের বাবা সিকান্দর আলী। তার পরপরই এলহামের মাকে গ্রাম্য

BanglaBook.org

প্রভাবশালী রাজাকারদের সহায়তায় পাকস্থানী হানাদার বাহিনী তুলে নিয়ে যায় ক্যাম্পে। যুদ্ধের কয়মাস ক্যাম্পেই কাটাতে হয় এলহামের মা হাজেরা বানুকে। ফলশ্রুতিতে, যুদ্ধের পরের বছরে বীরাঙ্গনা হাজরার গর্ভে জন্ম হয় এলহামের। এলহামকে জন্ম দিতে গিয়েই অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা যায় হাজেরা বানু। এলহাম যে যুদ্ধ শিশু তা তার ফর্সা শরীর আর বিড়াল চোখ দেখে বোঝা যায়। কারণ এলহামের বাবা সিকান্দরের গায়ের রঙ ছিল আবলুস কাঠের মত কালো।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, যুদ্ধকালীন সময়ে এলহামের বাবার গোয়ালডাঙ্গার যুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা জানা যায়। কিন্তু তার পরে সে নিখোঁজ হয়। তার খোঁজ পাওয়া যায় না। কোথাও লাশও পাওয়া যায় না। তার সঙ্গীরাও তার কথা বলতে পারে না। রহস্যজনক নিখোজ। সবাই বুঝতে পারে সে মৃত। কিন্তু তার মৃতদেহ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

এলহাম খ্রিষ্টান মিশনারীতে বড় হতে থাকে। মিশন স্কুলে বরাবরই গণিতে হাইয়েস্ট মার্ক পেয়ে যায়। গণিতের প্রতি তার আগ্রহ ক্লাস ফোর হতেই শিক্ষকদের চোখে ধরা পড়ে। একটা অংক সবাই যেভাবে করবে সে অন্যভাবে অন্য সুত্রে করার চেষ্টা করবে। বা কত ভাবে করা যায় দেখবে। অন্য বন্ধুদের অংকগুলোও সমাধান করে দেবে। ভাল ফলাফল করার সুবাদেই ভাল কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেল এলহাম। আর ওখান থেকেই নিজের চেষ্টায় স্কলারশিপ নিয়ে প্রথমে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে, তারপর সেখান থেকে মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায়। আল আজহারে থাকতেই গণিতজ্ঞ হিসাবে এলহামের নাম ছড়াতে শুরু করে। আর্ন্তজাতিক জার্ণালে গবেষণা প্রকাশিত হয়। সেখান থেকেই সাংবাদিক অদিতি তার ব্যাপারে জানতে পারে।

অদিতি এলহামের ব্যাপারে অনেক কিছু জানে। আপাতদৃষ্টিতে নির্বিরোধী সংসার সন্তান নিয়ে সুখে থাকা হৃদয়বান ছাপাপোষা মানুষটির ভেতরে ভেতরে যে অগ্নিগিরি জ্বলছে। একাত্তরের যুদ্ধের মানবতা বিরোধী কর্মকান্ডই সেই অগ্নিগিরি কারণ। যুদ্ধ শিশু হওয়ার কারণে বাবা মায়ের আদর সোহাগ বঞ্চিত। সেই বঞ্চনার কারণেই কিনা কে জানে এলহাম মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে খোজখবর করে। অদিতি এলহামের কলেজ লাইব্রেরীর বুক লিষ্ট ঘেটে দেখেছে। গত এক বছরে এলহাম গণিতের কোন বই ইস্যু করেনি। ইস্যু করেছে যুদ্ধবিষয়ক বই। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যত বই আছে তা প্রায় এক বছরেই পড়ে শেষ করে ফেলেছে।

BanglaBook.org

শুধু তাই নয়, কলেজে শিক্ষকতার পাশাপাশি যখনই সুযোগ পেয়েছে ছুটি নিয়ে চলে গেছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। আপাত চোখে মনে হয়েছে, নিছক ভ্রমণের উদ্দেশ্যেই এই সাধু যাত্রা। কিন্তু অদিতি খোজখবরে জেনেছে, প্রতিটি অঞ্চলে গিয়েই সে মুক্তিযোদ্ধা আর রাজকারদের ব্যাপারে খোজখবর করেছে। তথ্য নিয়েছে। নিজ অঞ্চলে ও তার আশেপাশে গিয়ে পিতার রহস্যজনক তিরোধানের ব্যাপারে খোজ করেছে।

লোকটা কি ব্লাক আর্টের মাধ্যমে পিতার রহস্যজনক তিরোধানের খোজ জানতে চায়? পিতার অতৃপ্ত আত্মাকে উদয় করতে চায়? অদিতি ভাবে।

নাকি লোকটা আরো বৃহৎ কোন পরিকল্পনা করে লোকচক্ষুর অন্তরালে এগিয়ে যাচ্ছে?

ছয়

বেসমেন্টে লালাভ আলো জ্বলছে। আলোটা উপর থেকে নেমে এসেছে। আলোর ঠিক নিচে অচেতন মেয়েটা পড়ে আছে। নগ্ন।

মেয়েটাকে ঘিরে তিনজন মানুষ তিনদিকে দাড়িয়ে আছে। তিনজনের পরণে কালো আলখাল্লা। মাথায় হুড তোলা। তিনজনই নত মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

বেসমেন্টের প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ।

বারোফুটের বর্গাকার কামরা। দৈর্ঘ্যে বারো প্রস্তে বারো। রাশির প্রতীক বারোটা। বারো ঘন্টা রাতের সময়। স্বর্গের দ্বার বারোটা। বারো মাসে এক বছর।

চেম্বারের ঠিক কেন্দ্রে টেবিল। সাতের। দৈর্ঘ্যে সাত। প্রস্থে সাত। দিন সাতে। সাত আসমান। সপ্ত নরক। টেবিলের কেন্দ্রে আলোর উৎস।

তিনজন দাঁড়িয়ে আছে। তিনজনের মনে তিন উদ্দেশ্য।

হাসিডিক জিউ চাইছে ২১৬ ডিজিটের রহস্য উদ্ধার করে দেবতার রূপে আর্বিভুত হতে।

পীর হাসিব চাইছে শেয়ার মাকের্টের ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে তেত্রিশ লাখ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের পথের ফকির করে দিতে।

আর গণিতজ্ঞ এলহাম চাইছে পৃথিবীর সব গণিতের ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পৃথিবীর সৃষ্টির সব রহস্য উদ্ধার করতে। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হতে।

BanglaBook.org

আজ রাতের সম্মিলন সহজভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। নীলাকে সম্মোহিত অবস্থায় নিয়ে আসায় সহায়তা করেছে হাসিডিক জিউ। জিউয়ের অভিজাত কালো গাড়ি ড্রাইভ করে এসেছে এলহামের বাসায়। তারপর সম্মোহিত নীলাকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে পুরানো ঢাকায়। দিনের আলো থাকতে থাকতেই এসেছে। রাত নামলে এসেছেন পীর হাসিব। আপাত দৃষ্টিতে দেখা গেছে, তিনি শুধুমাত্র ড্রাইভার আর বডিগার্ড নিয়ে এসেছেন। বাড়িতে ঢুকে তাদের গাড়ি দিয়ে বিদায় দিলেন। কিন্তু তার ভাড়াটে গুন্ডারা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বাড়ির বিভিন্ন কোণে অবস্থান করছে। থানায়ও খবর দেয়া আছে। পুলিশ রেডি থাকবে। এখান থেকে ফোনে খবর পেলেই তারা চলে আসবে।

বারো বর্গফুটের ঘরের মাঝখানে সাত বর্গফুটের কালো পাথরের টেবিল। কালো টেবিলের উপর সাদা চক দিয়ে ছক করা। কাব্বালার দশ দিকের ছক আঁকা। সেখানে বিশুদ্ধ ছাগলের সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হয়নি এরকম কালো ছাগলের চামড়া। কাকের পালক থেকে তৈরি কলম। রূপার পেয়ালা। তিনটে মোমবাতি। সোনার পানপাত্র।

আলোর অনুগামীরা জগতে উপশম করে শৃঙ্খলা রক্ষা করে। অন্ধকারের অনুগামী উল্টোটা করে বিশৃঙ্খলা আর ধ্বংস ডেকে আনতে চায়।

হাসিডিক জিউ আর পীর হাসিব যেন গণিতজ্ঞ এলহামের হাতের পুতুল হয়ে গেছে। তাদের ব্যক্তিত্ব বিসর্জিত হয়েছে। কালো টেবিলের কাব্বালার ছকের ভেতরে প্রাইম নাম্বারের খেলা শুরু করেছে এলহাম। যেন ব্লাকবোর্ডের উপর তুমুল বেগে অংক করে চলেছে গণিতের প্রফেসর।

হাসিডিক জিউ ভাবছেন, এলহাম ২১৬ ডিজিটের ঈশ্বরের সংখ্যা নিয়ে গবেষণা করছে।

শেয়ার মার্কেটের সব গোপন তথ্য এই কালো টেবিলের ছকে অংকিত হচ্ছে। পীর হাসিব উৎফুল্ল।

কিন্তু এলহাম এরই মধ্যে স্বর্গসৌরভের ব্যবহার করেছে। টেবিলের উপরে রাখা কুমারী রক্ত মিশ্রিত পারফিউমের শিশিটার মুখ খুলে রেখেছে। বারো বর্গফুটের ঘরে সেই সৌরভ মৌ মৌ করছে।

নীলা সম্মোহিত অবস্থায় চোখ বন্ধ করে নগ্ন দেহে চিৎ হয়ে পড়ে আছে টেবিলের পরে।

BanglaBook.org

হাসিডিক জিউ ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না মেয়েটাকে এখানে কেন আনা হয়েছে। তিনের মধ্যে চার আসছে কিভাবে? রক্তের প্রয়োজন তো শেয়ারফটকাবাজের দিয়ে মেটানোর কথা। তাহলে?

সৌরভে দুজনেই আকুল হয়ে আছে। তাদের ব্যক্তিত্ব ধুলায় লুণ্ঠিত। তারা এখন এলহামের লালন করা ভেড়ায় পরিণত হয়েছে। হাসিডিক জিউয়ের ভেতরে নিজেকে দেবতার মত ক্ষমতাবান করার আকাঙ্খা ধীরে ধীরে মিইয়ে আসছে। পীর হাসিবের মনে হতে থাকে, শেয়ার বাজার থেকে কোটি কোটি অর্জন করে কি লাভ? ওতে স্বর্গসুখ নেই। তার মনে হতে থাকে, সব স্বর্গসুখ ওই নগ্ন মেয়েটির শরীরে প্রোথিত আছে। পুরুষ আর নারীর মিলনের জন্য ধনি দরিদ্র অর্থ বিত্তের কোন ব্যবধান নেই। এখানে শুধু মানসিক তৃপ্তির ব্যাপার। আর এই সুখটাই স্বর্গ থেকে এসেছে। স্বর্গের এই সুখটাই একমাত্র ধনি দরিদ্র নির্বিশেষে পেয়ে যায়। তাহলে আর কি দরকার হতে পারে?

দুজনের এরকম ভাবনার মধ্যের চমক ভাঙে ছোট একটা বাক্সে।

হাতির দাঁতের তৈরি বাক্স।

হাতির দাঁতের বাক্সের ভেতরে কালো মখমলের চামড়ার উপর শুয়ে আছে বলি দেবার অর্ধ চন্দ্রকলার মত বাকানো চাকু। মিশরের এক এ্যান্টিকের কালো বাজার থেকে এলহাম চাকুটা কিনেছে। এই চাকুর সমন্ধে এলহাম প্রথমে জানতে পারে মিশরীয় এক জ্যোতিষীর কাছে। জ্যোতিষীই জানিয়েছিল চাকুর বিশেষত্ব। জ্যোতিষের তথ্য মতে, ঈশ্বরের নির্দেশে আব্রাহাম নবী স্বীয় পুত্র ইসমাইলকে এই চাকু দ্বারাই... পরবর্তিতে এই চাকু দ্বারা ইসমাইলের পরবর্তি দুম্বা কোরবানি হয়।

বিশেষ চাকু।

ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত চাকু!

অকল্পনীয় রকমের পুরাতন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হারিয়ে গেছে বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। চাকুর ফলাটা লোহার তৈরি। হাড়ের বাটের সাথে সংযুক্ত। শতাব্দি ধরে অসংখ্য অমিত শক্তিশালী মানুষের কাছে থেকেছে। ধারণা করা হয়, বিশ্বের কুখ্যাত মানুষেরা এই চাকুর সঙ্গী হয়েছিল। নেবুচাদনেজার, চেঙ্গিস খা, হিটলার। সাম্প্রতিক দশকে চাকুটি হারিয়ে যায়। গোপন ব্যক্তিগত সংগ্রহে অযত্নে পড়েছিল। মালিকের আকস্মিক মৃত্যুকে তার কর্মচারী সাধারণ

BanglaBook.org

বাতিল জিনিস মনে করে এ্যান্টিক হাউসে বিক্রি করে দেয়। এলহামের অনেক কষ্ট আর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে এটার সন্ধান বের করতে।

এলহামের ধারণা, চাকুটা গত কয়েক দশকে রক্তের স্বাদ পায়নি...সেটা শতকও হতে পারে।

এলহাম চাকুটা চামড়ার কুশন থেকে বেশ শ্রদ্ধার সাথে তুলে নেয়। পবিত্র পানিতে ভেজানো সিল্কের কাপড় দিয়ে শ্রদ্ধার সাথে ফলাটা পরিস্কার করে।

তারপর কুমারীর প্রথম যৌনমিলনের রক্ত মিশ্রিত সাদা কাপড় দিয়ে চাকুর ফলা ঝকঝকে নতুন করে তোলা হয়। কিন্তু এই রক্তে চাকুর পিপাসা মিটবে না। চাকুর চাই তাজা রক্ত।

বিশুদ্ধ ছাগলের সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হয়নি এরকম কালো ছাগলের চামড়া। কাকের পালক থেকে তৈরি কলম। রূপার পেয়ালা। তিনটে মোমবাতি। সোনার পানপাত্র।

জীবন সোনায় ধারণ করতে হয়। রক্ত জীবনদায়িনী। সোনার পানপাত্র ছাড়া রক্ত ধারণ করা যায় না।

এলহাম উপাসনার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

কালো টেবিলের উপর কাব্বালার চিহ্নের উপর রক্ত লাল মোমবাতি প্রজ্জলিত হলো। সবাই উপাসনার ভঙ্গিতে হাত তুলে প্রার্থনার মত করতে লাগল।

এলহাম ত্রোস্ত পাঠ করতে লাগল। টেবিলের উপর সামনে শুয়ে আছে সম্মোহিত নগ্ন রমণী। ত্রোস্ত পাঠের মধ্যে এলহাম শরীরের আলখাল্লা খুলে নিজে নিরাবরণ হয়ে গেল। কোনরকম ইঙ্গিত করা লাগল না। সম্মোহনের প্রবল শক্তিতে গুরুর দেখাদেখি শিষ্যেরাও নগ্ন হয়ে দাঁড়াল। লাল মোমবাতির আলোয় তিনজন নগ্ন পুরুষকে একজন নগ্ন মেয়েকে ঘিরে দাঁড়ানো দেখলে যে কেউ হতভম্ব হয়ে যেতো।

এলহাম উপাচারের সরঞ্জাম থেকে একটা মোটা সুচের সিরিঞ্জ বের করল। তারপর নীলার হাতের ধমনীতে দক্ষ সার্জনের মত ফুটিয়ে এক সিরিঞ্জ রক্ত বের করে নিল। রক্ত নেয়ার আধুনিক পদ্ধতি!

সোনার পানপাত্রে সেই রক্ত রেখে রক্তশোক আওড়াতে শুরু করল। প্রাচীন পুজার উচ্চমার্গীয় মন্ত্র উচ্চারণ করে। কুমারীর সত্যিচ্ছেদের রক্ত মিশ্রিত কাপড় পোড়াতে থাকে মোমের আগুনে। ধোঁয়া আর কাপড় পোড়া গন্ধে গোটা জায়গাটা ভারি হয়ে ওঠে।

BanglaBook.org

রক্ত শ্লোক পাঠ শেষে সোনার পান পাত্র উচিয়ে টাটকা রক্ত গলাধঃকরণ করে! তারপর দুই সঙ্গীর কাছে পান পাত্র একে একে বাড়িয়ে দেয়। দুজনই রক্ত আর জীবন পান করে।

বেসমেন্টে মোমবাতির আলোয় এলহাম পীর হাসিবের দিকে তাকায়। হাসিবের পুরুষাঙ্গের দিকে তাকায়। উত্থিত হয়েছে। এলহাম নিজের শরীরের দিকে তাকায়। তারপর পীর হাসিবকে সম্মোহনের ভঙ্গিতে ইশারা করে। পীর হাবিব ইশারায় সাড়া দেয়। এলহাম খোলা পারফিউমের শিশি থেকে এক ফোটা পারফিউম ছড়িয়ে দেয় লোটাস কামালের শরীরে। আরেক ফোটা নগ্ন নীলার শরীরে।

মুহূর্তেই কাজ শুরু করে দুটো শরীর। পীর হাসিব যন্ত্রচালিতের মত উত্থিত অঙ্গ নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে নীলার শরীরে। নীলাও সাড়া দেয়। মুহূর্তেই দুটো শরীর ছন্দোবন্দোভাবে সচল হয়।

বিসর্জন!

এলহাম জানে, ষাটোর্ধ হাসিডিক জিউ অমরত্বের অধিকারী হয়ে জীবন উপভোগ করতে চায়। সে হাসিডিক জিউকে অমর করার সিদ্ধান্ত নেয়। অমরত্বের প্রধান শর্তই হচ্ছে যৌন আর্কষণ নির্মুল। নিবীর্যকরণ। অমরত্বের অধিকারী হতে চাইলে স্ত্রী পুরুষের পার্থিব জগতের সাথে নিঁখুত বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে। প্রাচীনকাল থেকে খোজারা এই ব্যাপারটা করে এসেছে। প্রাচীন মানুষেরা এই রুপান্তর সাধনের উৎসর্গের ক্ষমতা বুঝতে পারত। বাইবেলের ম্যাথুতে আছে, স্বর্গের রাজত্বের খাতিরে অনেকেই নিজেদের খোজা করেছে। *যে এটা* গ্রহণের ক্ষমতা রাখে তাকে এটা গ্রহণ করতে দাও।

বৃহৎ সাফল্যের উদ্দেশ্যেই আমাকে অনেক কিছু বলিদান করতে হবে। এলহাম ভাবে।

হাসিডিক জিউকে খোজা করতে হবে।

রক্তপিপাসু ছুরি শতাব্দী পর প্রথম রক্তের স্বাদ পাবে। ইহুদীর রক্ত। সাইলক বলেছিল, *ইহুদীর রক্তও সমান লাল।* আজ পরীক্ষা হবে।

হাসিডিক জিউ লোলুপ দৃষ্টিতে সঙ্গমরত নরনারীর দিকে তাকিয়ে আছে। তার বয়সী অঙ্গ উত্থিত হয়েছে।

BanglaBook.org

এলহাম চাকু হাতে এগিয়ে যায় হাসিডিক জিউয়ের দিকে। এলহামের দিকে বেচারার ভ্রুক্ষেপ নেই। বেচারার চোখ নীলার দেহের ভাজের দিকে, কান ওদের শিৎকারের শব্দে।

এলহামের হাতের বাকা ছুরি এগিয়ে গেল হাসিডিক জিউয়ের নিম্নাগ্নের দিকে!

গগণবিদারী চিৎকার করে উঠল হাসিডিক জিউ!

সাত

পুলিশের যেমন নানা সোর্স থাকে, সোর্স থাকে সাংবাদিকদেরও। সোর্সের কল্যাণে সাংবাদিকেরা নানা এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট করে থাকে।

অদিতির সোর্স রিল্যায়বয়েল। কারণ সে শেয়ার ব্যবসায়ী পীর হাসিবের পিএ শামস। শামসের সাথে অদিতির একটা অবৈধ চক্কর চলছে। যা হয়তো সময়কালে বৈধতায় রূপ নেবে। ব্লাক ম্যাজিক, অকাল্ট সাইন্স, ব্লাক আর্ট নিয়ে অদিতির আগ্রহে একদিন শামস জানায়, 'আমার বসও ওইসব তুকতাক বিশ্বাস করে। তার ব্যবসায় উন্নতিই ব্লাকে। তার সব টাকাই কালো টাকা।'

অদিতি হাসল, 'আরে আমাদের এই কালো আর ওই কালো এক নয়।'

'ওই হলো আর কি! সব ব্লাকই কালো, তাই ব্লাক আর্টই হোক আর কালো টাকাই হোক।' শামস ফিসফিস করে বলল, 'বস তো এইবার ব্লাক আর্ট দিয়ে কালো টাকার বিশাল একটা ধান্ধা করার তালে আছে।'

'মানে?'

'মানে শেয়ার বাজারে ধস! তার জন্য তুকতাক শুরু করেছে। আগামী অমাবস্যার রাতে পুরানো ঢাকার ঠগিদের এক মন্দিরে শেয়ারবাজারের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকা হবে।'

'কি বলছ তুমি?' অদিতির চোখ চকচক করে ওঠে। এত বড় খবর? দুই দিক উন্মোচিত হবে। শেয়ার বাজার কেলেংকারীর ছোঁতা। আবার ব্লাক আর্টের চর্চা। এতো সোনার খনি।

'তুমি কি তোমার বসের আশেপাশে থেকে আমাকে এগজ্যাক্ট তথ্য দিতে পারো?' অদিতি থেমে থেমে দৃঢ় স্বরে বলল, 'ওই অভিযানে আমিও থাকব।'

BanglaBook.org

শামস ভয় পায়। বস যে সাথে গুন্ডাপান্ডা নিয়ে যাচ্ছে তা সে ভাল করেই জানে। ভয়ংকর কোন ব্যাপার না হলে বস ওদের সাথে নিতো না। সেক্ষেত্রে অদিতি একা মেয়েমানুষ। হোক না সাংবাদিক। 'মাথা খারাপ হয়েছে তোমার? অমাবস্যার মাঝরাতে হবে সেই উপাসনা। সেখানে তুমি যাবে কিভাবে?'

'ও আমি ম্যানেজ করে নেব। এর আগে ওর চেয়ে ভয়ংকর অভিযানে বেরিয়েছি না? সাধে কি গুন্ডাপান্ডারা আমার বাড়িতে কাফনের কাপড় পাঠায়।'

সত্যি সত্যি অদিতি ম্যানেজ করেছে। সাংবাদিক হওয়ার কারণে তার সমাজের সব স্তরের লোকজনের সাথে চলাচল। পুলিশ গোয়েন্দা র‍্যাব সবার সাথে ভাল সম্পর্ক। কারণ ওদেরকে সে চটায় না

কাজেই যে রাতে এলহামদের উপাসনা চলছে, সে রাতে কালো পোশাকের র‍্যাবের একটা ট্রুপ নিয়ে সাংবাদিক অদিতিও অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে মাহেন্দ্রক্ষণের।

মাহেন্দ্রক্ষণ যে এসেও চলে যাচ্ছে তা অদিতি জানে না। জানলে হয়তো আরো আগেই দলবল নিয়ে ঝপিয়ে পড়তো।

তখনই বাড়ির নিচ থেকে ক্ষীণ অথচ তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার ভেসে এলো!

আট

রূপান্তর!

এলহামের রুপান্তর ঘটেছে। অমিত ক্ষমতাধর শক্তির অধিকারী এখন সে। বলির ক্ষমতা অনুভব করে শতাব্দীর প্রাচীন চাকুটার আবার পুর্ণজন্ম ঘটেছে।

পুর্ণজন্ম! চাকুর!

পুর্ণজন্ম! এলহামের!

সময় এসেছে প্রতিশোধ গ্রহণের! একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত শক্তির আস্ফালন শেষ করে দেয়ার! সময় এসেছে বেজন্মা যুদ্ধশিশুর নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার!

কালো পোশাকে আপাদ মস্তক মুড়ে বেরিয়ে এসেছে এলহাম। মুখে টেনে দিয়েছে বাদুরের মুখোশ। আলখাল্লার ভেতরে হাত ওঠালে ওটাকে বাদুরের মতই লাগে!

বাদুরে রুপান্তর!

BanglaBook.org

আলখাল্লার নিচে তার হাতে ধরা সেই বিশেষ চাকু। বলির ক্ষমতায় বলিয়ান হয়ে যেটা এখন বিশেষ ক্ষমতাধর হয়েছে। চাকু এখন পরিচালিত হবে তার ইচ্ছেয়। বলি দিয়ে তার কাছেই ফিরে আসবে।

প্রথম পরিক্ষাটা আজ রাতেই করে ফেলতে হবে!

আজ রাতেই!

এলহাম বেরিয়ে এলো বেসমেন্ট থেকে। অমিত ক্ষমতাধরের প্রথম লক্ষণটাই ধরা পড়ল তার কাছে। গোটা বাড়ি ঘিরে আছে র‍্যাব আর ভাড়াটে গুন্ডার দল! শুধু তাই নয় তাকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য হাজির হয়েছে মেয়ে সাংবাদিক। সব তথ্যই তার মাথার নিওরোনে বাতাসের স্রোতের মত ভেসে আসছে। তার দূরদৃষ্টি বেড়েছে। মুহূর্তেই মাথার মধ্যে সে ভবিষ্যতও দেখতে পেল। মেয়ে সাংবাদিকের নেতৃত্বে তার বাড়িতে হানা। তাকে গ্রেফতার। খুন ও কালো যাদুর চর্চায় তাকে ফাঁসির দড়িতে...

ভবিষ্যত বদলে দিতে হবে। এখনই।

একমাত্র সাংবাদিক মেয়েটা ছাড়া তার পরিচয় আর কেউ জানে না। জানবে না। খোজা হাসিডিক জিউ মরণাপন্ন অবস্থায়। আর বেচে উঠলেও তার স্মৃতি বিভ্রম ঘটবে! ভাববে অমর হয়ে গেছে। দেবতাদের মত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সে অমরত্ব আর দেবত্ব ফলাতে সবাই নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবে। আর পাগলের অভিযোগে তাকে পাগলা গারদে নিয়ে যাওয়া হবে। নীলা কোনদিনই কোনকিছুই ফাস করতে পারবে না। আর পীর হাসিব? সে তো এখন স্বর্গে আছে। আজীবন স্বর্গেই থাকবে। পাগলের স্বর্গে।

এলহাম পকেটে হাত দিল। ১৩টি উপাদানে সমৃদ্ধ পারফিউমের শিশিটা তার পকেটে। এই স্বর্গসৌরভ ছড়িয়ে দিতে হবে সবার মাঝে। সবার মাঝে!

এলহাম ঠগিদের পরিত্যক্ত মন্দিরের শীর্ষ চুড়ায় উঠে এলো। দুহাত মেলে দিল দুদিকে। অমবস্যার অন্ধকারের প্রেক্ষাপটে তাকে একটা বড়োসড়ো কালো বাদুরের মতই লাগছে। তার দৃষ্টিশক্তি বেড়ে গেছে। বেড়ে গেছে শ্রবণ আর ঘ্রাণ শক্তি।

আলখাল্লার ভেতর থেকে পারফিউমের শিশি বের করল এলহাম। ঠগি মন্দিরের চুড়া থেকে স্বর্গসৌরভ ছড়িয়ে দিতে থাকল চারপাশে। গুন্ডা র‍্যাব সাংবাদিক সবাইকে সৌরভে মোহিত করতে হবে।

সাংবাদিক মেয়েটাকে খুঁজছিল সে।

দেখতে পেল মেয়েটাকে। তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে একদল কালো পোশাকধারীদের সাথে এগিয়ে আসছে বাড়ির দিকে।

BanglaBook.org

হঠাৎ বাদুরের ডানা ঝাপটানির শব্দ শুনে উপরের দিকে চোখ তুলে তাকাল অদিতি। মন্দিরের চুড়ায় ডানা মেলে থাকা বড়ো বাদুর দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। আল্লাহর দুনিয়ায় এত বড় বাদুর কি আছে?

তখনই বুঝতে পারল ওই বৃহৎ কালো বাদুরের মত জন্তুটি বাদুর নয়। মানুষ!

মানুষটি কি একটা ছুড়ে মারছে নিচে। তার দিকে!

জিনিসটা একটা ধারাল ছুরি! আর একটু হলেই ছুরি ছুটে এসে তার গলা ফাক করে দিয়ে যেতো। শেষ মুহূর্তে গলা সরিয়ে নেয়ায় গলার একপাশে মায়ের দেয়া মাদুলি স্পর্শ করে চামড়া কেটে চলে গেছে মন্দিরের চুড়ায়।

নয়

বাবার বাড়িতে জারিনের সাত দিন থাকার কথা থাকলেও পাচদিনেই চলে এলো। বোকাসোকা মানুষটা একা একা কি করছে, কি রান্না করছে, কি খাচ্ছে না খাচ্ছে ভেবেই মনটা তড়পাচ্ছিল। বিনা নোটিশেই চলে এলো জারিন। এপার্টমেন্টের নিচে ট্যাক্সিক্যাব থেকে নেমে দেখল দারোয়ান চেঞ্জ হয়ে গেছে। নতুন ছোকরা দারোয়ান তেমন কিছু বলতে পারল না। শুধু জানাল, আগের দারোয়ান নাকি দুদিন আগে থেকে খোজ পাওয়া যাচ্ছে না। অমবস্যার রাতে নাকি সিগারেট কিনতে বাইরে বেরিয়েছিল। তারপর থেকে আর আসেনি। দারোয়ানের পরিবার গুম বলেই ধারণা করছে।

বাসায় ব্যাগ রাখতে রাখতেই খবরটা জানতে পেল জারিন। এলহামের একজন ছাত্রী যৌনবিকৃতির শিকার হয়ে ধর্ষিত হয়েছে। তার লাশ পাওয়া গেছে পুরানো ঢাকার একটা পোড়োবাড়ির ভুগর্ভস্থ ঘরে। আর সেই ব্যাপারে তদন্ত করতে পুলিশ বাসায় এসেছিল। রুটিন চেক-আপ। কিছুই পায়নি। ঘটনার দিন কোন ছাত্রছাত্রীই বাসায় আসেনি। এলহাম বাসায়ই ছিল না। কলেজ লাইব্রেরীতে ছিল। এ্যালিবাই আছে।

জারিন আর বেশি মাথা ঘামাল না। ঢাকা শহরে এরকম কত হত্যাকান্ডই না ঘটে। তাছাড়া নীলার ব্যাপারে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে। কোন একটা অশুভ চক্রের খপ্পরে পড়ে মেয়েটার জীবন বলিদান হয়েছে। ধর্ষণের পরে ছুরি দিয়ে নিখুতভাবে হত্যা করা হয়েছে মেয়েটিকে। ওই রাতে সেখানে নাকি অন্যরকম

BanglaBook.org

কোন ঘটনা ঘটেছে। একজন সাংবাদিককে আহত করা হয়েছে। ব্লাক আর্টের মত কিছু একটা সেখানে সংঘটিত হয়েছে।

বিকালে এলহাম কলেজ থেকে বাসায় এলো। মোবাইলের মাধ্যমে জারিনের আসার খবর আগে থেকেই জানতো। ফ্রিজে তেমন খাবার দাবার নেই। আসার পথে কাঁচা বাজার করে এলো। এপার্টমেন্টের সামনে নেমে পাকা সবরিকলার ছড়া থেকে এক হালি কলা ছিড়ে দারোয়ানের হাতে দিয়ে বলল, 'দোকানদার তো বলল গাছপাকা কলা। খেয়ে দেখো তো কলাগুলো গাছপাকা কিনা?'

দারোয়ান হকচকিয়ে গেল। নেবে কি নেবে না দ্বিধায় পড়ল। না নিলে যদি স্যার অসন্তুষ্ট হন। নতুন চাকরিতে এসেছে সে! কাউকে অসন্তুষ্ট করতে পারবে না।

বাসায় এসে দেখল জার্নি করে আসার ক্লান্তিতে জারা ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত জারার কপালে চুমু একে জারিনকে জড়িয়ে ধরল। পাচদিনে স্বামী সোহাগ বঞ্চিত জারিনও বাধা দিল না। বরং চর্বিদার শরীরটাকে ঘুরিয়ে পেচিয়ে স্বামীর কাছে আর্কষণীয় করে তোলার চেষ্টা করল। দুজনে জড়াজড়ি করার ফাকে জারিন জিজ্ঞেস করল, 'বাসায় পুলিশ এসেছিল শুনলাম। আমাকে জানাওনি তো?'

'জানানোর আর কি আছে? কলেজের একটা মেয়ে মারা গেছে তাই রুটিন জেরা করতে এসেছিল।

'নীলা কি শুধু কলেজের স্টুডেন্ট? তোমার কাছেও তো পড়তো?'

'হ্যাঁ, পড়তো। শুধু আমার কাছে না, ফিজিক্স ক্যামিস্ট্রির জন্য অন্য স্যারের কাছেও পড়তো। তাদের কাছেও পুলিশ গিয়েছিল।'

'নীলার যে তোমার উপরে একটা টান ছিল তা তো তুমি জানতে। জানতে না?'

এলহাম চমকে উঠল। ব্যাপারটা তাহলে জারিনেরও চোখ এড়ায়নি।

'তাতে কিছু হেরফের হয় না। মেয়েটা একটা চক্রের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। ভয়ংকর চক্র। চক্রের বলি হয়েছে সে।'

'টিভির সংবাদে আরো কিসব যেন দেখাচ্ছিল। আমি ঠিক বুঝলাম না। তুমি জানো ও সমন্ধে কিছু?

BanglaBook.org

এলহাম ঠোঁট উল্টাল। সে এখন রুপান্তরিত মানুষ। ওসব নিয়ে ভাবতে চায় না। এখন যা করছে তাই করতে চায়। 'আরে না! কিছু অন্ধ বিশ্বাসের মানুষ ওসব ঘটিয়েছে। ব্লাক ম্যাজিক না কি সবে বিশ্বাস করে। মানুষ বলি দিয়ে নিজেরা ক্ষমতাবান হতে চায়। বাদ দাও তো ওসব।'

'আমাদের দারোয়ানের খবর কি? তাকেও নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। কি হচ্ছে এসব?'

'হ্যাঁ। দারোয়ানকে নিয়ে আমরা সবাই চিন্তিত। বাড়িওয়ালাও থানায় একটা ডায়রি করেছে। গেছে কোথাও হয়তে ফিরে আসবে। নাও যা করছিলে তাই করো। আর কথা নয়।' কথা বন্ধের জন্যই জারিনের ঠোঁটে ঠোঁট রাখল এলহাম।

নীলার মৃত্যুতে এক সপ্তাহ কোচিং আর প্রাইভেট বন্ধ। ছুটিটা উপভোগ করছে এলহাম।

সন্ধ্যের দিকেই টিভিতে খবরটা দেখল জারিন। একজন চিহ্নিত রাজাকার খুন হয়েছে। ধারালো ছুরি দিয়ে কেউ রাতে তার বিছানায় গলা কেটে রেখেছে। টিভিতে দেখাচ্ছে। যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায় এই রাজাকারের নাম ছিল। তার চেয়ে বড় ব্যাপার, এলহামের অঞ্চলেরই ছোট্টু রাজাকার নামে পরিচিত।

দূরন্ত সঙ্গম শেষে এলহাম ভোস ভোস করে ঘুমাচ্ছে। তারপরেও জারিন গায়ে মৃদু মৃদু ধাক্কা দিয়ে তাকে ডেকে তুলল।

ধড়ফড় করে উঠে বসল এলহাম। 'কি? কি হয়েছে?'

'তোমার এলাকার ছোট্টু রাজাকার খুন হয়েছে।'

এলহামকে হতভম্ব দেখাল। টিভিতে মনোযোগ দিয়ে গোটা খবরটা শুনল। ব্রেকিং নিউজ। মাঝরাতে নিজ ঘরে ধারালো ছুরির কোপে খুন হয়েছে ছোট্টু রাজাকার। খুনির প্রবেশের কোন প্রমাণ নেই। ফরেনসিক বিভাগের মতে, প্রাচীন আমলে ব্যবহৃত বাকানো ছুরি দিয়েই খুন হয়েছে। ঠিক মাঝরাতে। খুনের কোন কূলকিনারা এখনও করতে পারেনি তদন্তকারী দল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আটচল্লিশ ঘন্টার সময় বেধে দিয়েছেন। এলহাম হাসল। *আটচল্লিশ ঘন্টা কেন আটচল্লিশ দিন মাস বছরেও ও কেসের সুরাহা হবে না।* সে হাসি নজরে পড়ল না জারিনের। সে চা বানাতে ব্যস্ত। দেখলে বুঝতে পারল হাসির আড়ালে অন্য কিছু খেলা করছে।

BanglaBook.org

এলহাম উঠে পড়ল।

আজ রাতেও তাকে বের হতে হবে।

তার তালিকায় থাকা দ্বিতীয় যুদ্ধাপরাধীর বলিদান হবে।

দশ

গোটা দেশ জুড়ে তোলপাড়! আবার একজন রাজাকার নিহত হয়েছে। ঠিক একই কায়দায় মাঝরাতে গলা ছুরি দিয়ে কেটে ফাঁক করে দিয়েছে কেউ। ফরেনসিক রিপোর্টেও একই তথ্য, প্রাচীন আমলের বাকা ছুরি দিয়েই হত্যা করা হয়েছে রাজাকার ছালাম মোল্লাকে।

ইদানিং রাতে এত বেশি ঘুম হয় কেন জারিন বুঝে উঠতে পারে না। এরকম মরণি ঘুম তো তার আগে কখনও ছিল না। আজ জারিন ঠিক করেছে যে করেই হোক জেগে থাকবে।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল জারিনের। চার হাতপা মেলে জারা ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু জারার পাশে এলহাম নেই। প্রথমে ভাবল বাথরুমে গেছে। তারপর কেমন যেন সন্দেহ হলো। এঘর ওঘর ঘুরে দেখল। নেই। মনে হয় স্টাডিরুমে বসে অংক করছে। স্টাডিরুমের দিকে গেল। ঘর অন্ধকার। কেউ নেই। বুক কেঁপে উঠল জারিনের। কি হলো? ড্রয়িংরুমের দরজার কাছে গেল। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। অবশ্য অটোলক দরজা বাইরে বেরিয়েই বন্ধ করা যায়। তাহলে কি এলহাম বাইরে গেছে?

দুরু দুরু বুকে অনেকক্ষণ বসে রইল দরজার পাশে। তারপর ভয়ার্ত বুকে ফিরে এলো জারার কাছে। চুমু খেলো ঘুমন্ত মেয়ের কপালে। তারপর মনে হলো স্টাডি রুমে বসে অংক করতে করতে বেচারা ঘুমিয়ে যায়নিতো? ওরকম বদভ্যাস এলহামের আছে। হয়তো চোখে লাগবে বলে লাইট নিভিয়ে ওখানেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

অন্ধকার লাইব্রেরীতে জারিনের ভয় ভয় করতে লাগল। আলো জ্বালতেই এলহামের ছোট্ট স্টাডিরুম আলোকিত হয়ে উঠল। ধোয়া মোছার কাজ ছাড়া এই রুমে জারিনের খুব একটা আসা হয় না। পড়ার টেবিল, বইয়ের তাক সব গোছানোই আছে। রিডিং টেবিলের উপর টেবিল ল্যাম্প। আসার সময় টেবিলে পায়ের ধাক্কা লেগে টেবিল ল্যাম্প পড়ে গেল টেবিলের উপর। টেবিলের উপর টেবিল ল্যাম্প ঠিক রাখতে গিয়ে একটা কাগজ দেখতে পেল। কাগজটা তুলে রাখতে যেয়ে বুঝতে পারল ওটা টেবিল ল্যাম্প দিয়েই ঢাকা ছিল। আর সেদিকে নজর পড়তেই চমকে উঠল জারিন।

BanglaBook.org

লিস্ট!

রাজাকারের লিস্ট!

লিস্টের প্রথমেই ছোট্টু রাজাকারের নাম। তাতে ক্রস চিহ্ন দেয়া। ক্রস চিহ্ন মানে কি? মৃত্যু?

তালিকার দ্বিতীয় নামে চোখ পড়তে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। রাজাকার সালাম। ক্রস চিহ্ন। মানে কি এসবের?

থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে লিস্টটা জায়গায় রেখে লাইট অফ করে দিয়ে বেডরুমে এসে হতভম্ব।

এলহাম জারার পাশে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ঘুমের বহর দেখে বোঝার উপায় নেই যে সে একটু আগে এখানে ছিল না। নাকি এলহাম পুরোটা সময় এখানে ছিল। সে ডিলিউশনে ভুগে অমনটি দেখেছে। হ্যালুসিনেশন! তার নিজের কি সাইক্রিয়াট্রিস্ট দেখানো দরকার?

জারিন এলহামকে ঘুম থেকে জাগিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করল না। সকালেও কিছু না। এলহাম প্রাত্যহিকি সেরে কলেজে চলে গেল। খাওয়ানোর সময় জারা টিভি দেখতে পছন্দ করে। জারিন টিভি খুলে জারাকে দেখাতে গিয়ে নিজেই হতভম্ব হয়ে গেল।

ব্রেকিং নিউজ। একই কায়দায় বাকানো ছুরিতে খুন হয়েছে রাজাকার আজগর মিয়া।

ওয়াকারে জারাকে রেখে জারিন দৌড়ে গেল স্টাডি রুমে। টেবিল ল্যাম্পের নিচ থেকে লিস্টের কাগজটা টেনে বের করল। ঠিকই। তিন নাম্বারেই রাজাকার আজগর মিয়ার নাম। ক্রস দেয়া।

জারিন শক্ত ধাতের মেয়ে। কি ঘটছে সে বুঝতে পেরেছে। কাল রাতে এলহাম কিছুক্ষণের জন্য বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল। তখন এই অপকর্ম ঘটিয়ে এসেছে। এলহাম একাত্তরের যুদ্ধশিশু সে জানে। যুদ্ধাপরাধীদের উপর তার একটা আক্রোশ আছে তাও সে জানে। কিন্তু ভেবেছিল দেশপ্রেমিক জনগণের যেরকম আক্রোশ সেরকমই। কিন্তু তা যে এরকম ভয়ংকর বিধ্বংসী রুপ ধারণ করবে তা কখনো ভাবেনি।

জারিন স্টাডি রুম তন্ন তন্ন করে খুঁজল। গণিতের গবেষণা এলহাম এই রুমেই করে থাকে। কাজেই কিছু পাওয়া গেলে এই রুমেই পাওয়া যাবে। দেয়ালের গায়ে প্রোথিত বইয়ের তাক। বইগুলো নামিয়ে তার পেছনে গোপন একটা কুলঙ্গি খুঁজে পেল জারিন। কুলঙ্গির মধ্যে হাত দিতেই অদ্ভুত কিছু জিনিস পেল। কালো পোশাক। বাদুরের মুখোশ। একটা পারফিউমের শিশি।

BanglaBook.org

কারুকার্যময় বাক্স। তার মধ্যে মখমলের কাপড়ে মোড়া বিশেষ চাকু। চাকুটাকে রক্তের কালচে দাগ লেগে আছে।

জারিন সব কিছু যথাস্থানে রেখে দিল। এমনভাবে সবকিছু আগের মত রাখল যাতে এলহাম বুঝতে না পারে কেউ হাত দিয়েছিল।

আজ রাতে জারিন ঘুমাবে না। যতই ঘুম আসুক ঘুমাবে না। স্বামীর রূপান্তরের রহস্য দেখবে। সন্ধ্যের আগেই আগে কয়েককাপ কড়া কালো কফি খেয়ে নিল। রাতে *শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে* বলে জারাকে বুকের দুধ খাইয়ে আগে ভাগে ঘুম পড়ার ভান করল। স্বামীও শুয়ে পড়ল তার পাশে। রাত বারোটার পরে জারিন বুঝতে পারল এলহাম চুপি চুপি বিছানা ছেড়ে উঠেছে। ঘরের ডিম লাইটে এলহামের নগ্ন শরীর অচেনা লাগছে। কোন ঘরের আলো জ্বালল না এলহাম। পা টিপে টিপে বেডরুম থেকে বেরিয়ে যায় এলহাম। অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে যায় স্টাডি রুমের দিকে। জারিনও পা টিপে টিপে তার পিছু নেয়। এলহাম বুঝতে পারে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করে না। শুধু তাই নয়, জারিন যে জেনে গেছে, তার সবকিছু ঘাটাঘাটি করেছে, তাও বুঝতে পারে। কিন্তু সে তার কর্তব্য কাজে অটল। যে ধ্বংস সে শুরু করেছে তার শেষ টানতে হবে। টানতেই হবে।

জারিন দেখতে পায় এলহাম অন্ধকারের মধ্যেই যেন ভেসে ভেসে কুলঙ্গির কাছে পৌঁছেছে। নগ্ন শরীরে কালো আলখাল্লায় তাকে বাদুরের মত লাগে। বাদুরের মুখোশ বাদুরে রুপান্তর পুর্ণ হয়। বাদুরের এক ডানায় পারফিউমের শিশি। অন্য ডানায় বিশেষ চাকু।

বাদুরটা উড়তে উড়তে জারিনের পাশ দিয়ে ভাসতে ভাসতে বেরিয়ে যাওয়ার সময় অদ্ভুত স্বর্গ সৌরভে আকুল হয়ে যায় জারিন। আর সেই সৌরভ যেন তাকে বলে দেয় তার স্বামী যা করছে তা ঠিক। স্বামীর কথা বাইরের কাউকে বলা যাবে না। কাউকে না। মরে গেলেও না।

রাতের অন্ধকারে কালো বাদুর ডানা মেলে তরতর করে সিড়ি দিয়ে নামতে থাকে। আর নামতে নামতে পারফিউমের শিশির মুখ খুলে স্বর্গসৌরভ ছড়াতে থাকে।

দারোয়ানের কাছে এসে পারফিউমের শিশির খোলা মুখ বাড়িয়ে দেয়। সৌরভ ঢুকে পড়ে দারোয়ানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। দারোয়ান ঘুমটি ঘর থেকে জম্বির মত বেরিয়ে আসে। চাবি দিয়ে গেট খুলে দেয়। তারপর জম্বির মত আবার চলে যায় ঘুমটি ঘরে। আজ রাতের কোন কথাই তার মনে থাকবে না। হাতে উদ্যত ছুরি নিয়ে রাতের আধারে কালো বাদুর এগিয়ে চলে ডানায় ভেসে।

পরবর্তি টার্গেটের উদ্দেশ্যে...

BanglaBook.org

দ্বিতীয় পর্ব

প্রতিশোধ

এগারো

স্পেশাল ডিটেকটিভ ফোর্সের অফিস। কালো পোশাক পরা একজন অফিসার বসে আছে ডেস্কের পিছনে। তার নাম জামশেদ। তার সামনে টেবিলে স্তুপ করা আছে কাগজপত্রের ফাইল। টেবিলের অপর প্রান্তে বসে আছে আরেকজন অফিসার রায়হান। তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। রায়হান ধৈর্য ধরে বসে আছে। কারণ জামশেদ স্যার ডেকে এনে নিজের কাজে মনোযোগ দিয়েছেন। এটাও এক ধরণের পরীক্ষা।

রায়হান সরাসরি স্যারের দিকে তাকিয়ে আছে। স্যারের উপর কাজের চাপ বেড়েছে সে ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে। বিরোধী দল সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকারী দলের একটা বড় গলাবাজি ছিল একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। বিচার প্রক্রিয়া চলছে। বড় বড় ঘাগু রাঘব বোয়ালরা ধরা পড়েছে। কিন্তু একাত্তরের যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের মতই এত বেশি রাজাকার রাঘব বোয়াল ছিল যে তাদের ধরা প্রায় অসম্ভব। সেই অসম্ভব কাজটা কেউ স্বপ্রণোদিত হয়ে করছে। কে করছে তার ট্রেস সরকার বের করতে পারছে না। কিন্তু বিরোধী পক্ষরা প্রচার করছে, সরকারী লোকেরাই বিচার বহিভুত এই হত্যাকান্ড চালিয়ে কল্পিত অপরাধীর উপর চাপিয়ে দিচ্ছে।

জামশেদ ফাইলগুলো একপাশে সরিয়ে রাখল। সরাসরি তাকাল রায়হানের দিকে। 'বিষয়টার গুরুত্ব আপনার কাছে নিশ্চয় পরিষ্কার হয়েছে। স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ ব্যাপারে আমাদের উপরে চাপ সৃষ্টি করেছেন।'

রায়হান মাথা নাড়লো। সে বিষয়টা শুধু বুঝতেই পারেনি। অন্য সব দায়িত্ব বাদ দিয়ে এখন তাকে রাজাকার হত্যা সমস্যার সমাধান করতে হবে। রাজাকার হত্যা নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন। এই আপদ বিদায় হলেই ভাল নয় কি?

উঠে দাঁড়ালো জামশেদ। ধীরে ধীরে পেছনের জানালার দিকে গিয়ে দাঁড়াল। জানালা দিয়ে বাইরের বিল্ডিংগুলোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, 'পুরো ব্যাপারটার ভার আমার উপরে পড়েছে। আর আপনার উপরেই আমি সবচেয়ে বেশি ভরসা করতে পারি।'

BanglaBook.org

'স্যার কেসটা আমি নিজেই কিছু স্টাডি করেছি। পুরো ব্যাপারটাই রহস্যময় মনে হয়েছে। সম্ভবত কোন সিরিয়াল কিলারের কাজ।'

'আপনি ভাল করেই জানেন, আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সম্ভবত দিয়ে ছেলেভুলানো কিছু বলা যাবে না।'

'আমি প্রসঙ্গত বললাম স্যার।'

'শুনুন, আপনার হাতে যা কেস আসে সব ক্লোজড। আমি লিখিত ভাবে রাজাকার নিধন তদন্তের ভার আপনাকে দিচ্ছি।'

'স্যার, আমি কি সরকারী ভাবেই এই তদন্ত করব?'

'হ্যাঁ। আমি এ ব্যাপারটাই আপনাকে বলতে চাচ্ছিলাম। সরকারীভাবে আমাদের একটা ইউনিট বেশ হাকডাক করেই এই তদন্ত করছে এবং করবে। তারা স্পটে যাবে, লোকজনকে ইন্টারোগেশন করবে, টিভিতে সাৰাৎকার দেবে। আর টিভির সেই সাক্ষাৎকার দেখে রহস্যময় খুনি আরো সাবধানে কাজ করে ধরাছোয়ার বাইরে থেকে যাবে। আপনি কাজ করবেন একেবারে নিজের মত। ফ্রিল্যান্স। তবে শ্যাডো হিসাবে সবসময়ই আমাদের গোটা অফিসকে পাশে পাবেন।' জামশেদ চুপ করে কিছু একটা ভাবতে লাগল।

রায়হান বুঝতে পারল, স্যার কি ভাবছে। জীবন সংশয়ী ব্যাপারে দায়িত্ব দিতে গিয়ে স্যার দ্বিধায় পড়েছে। এর আগেও সে এরকম কাজ করলেও এবারেরটা ভিন্নরকম। সম্ভবত একজন সিরিয়াল কিলারের উপরে ধাওয়া করতে হবে তাকে। যে খুন করে অমবস্যার রাতে। মধ্যরাতে। ধারালো বাকানো ছুরির এক পোচে গলা নামিয়ে দেয়। টার্গেট রাজাকার।

রায়হান স্যারকে আশ্বস্থ করল, 'আপনি আমাকে নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা করবেন না। এই জাতীয় কাজে আমি অভ্যস্থ। তবে এবারে মনে হচ্ছে আমাকে রহস্যময় কোন খুনিকে পাকড়াও করার জন্য ফাদ পাততে হবে।'

'আপনি আপনার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যান। অফিসের দিক থেকে সর্বাত্ব সহযোগীতা প্রস্তুত থাকবে।' জামশেদ স্যার কথা শেষ করার ভঙ্গিতে ফাইলে হাত দিলেন।

একটা অফিসিয়াল ফাইল এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'এখানে যুদ্ধাপরাধীর সরকারী তালিকা আছে। আটক পলাতক এবং প্রকাশ্যে ঘোরাঘুরি করা সবাইকে পাবেন। তবে এটা সরকারী তালিকা। এর বাইরেও যুদ্ধাপরাধী

BanglaBook.org

রাজাকার আছে। আর তার ভেতর থেকেই খুনি একে একে খুন করছে।' জামশেদ স্যার আরেকটা ফাইল হাতে নিলেন। খুলে নিজেও দেখে নিলেন। 'এই ফাইলে খুন হওয়া রাজাকারদের বিস্তারিত দেয়া আছে। সেই সাথে আমাদের ইন্টারোগেশন, ডকুমেন্ট তথ্য নমুনা সবই আছে। আপনার কাজে আসবে।'

দুটো ফাইলের ফটোকপি নিল রায়হান। অফিস থেকে বেরিয়ে প্রথমে চলে নিজের ডেস্কে। ইন্টারনেট হওয়ায় অনেক সুবিধে হয়েছে। আগে যা পত্রিকা অফিসে গিয়ে পত্রিকা ঘেটে করতে হতো তা ঘরে বসে ইন্টারনেটেই করা যায়। ইন্টারনেট থেকে স্বাধীনতার পরবর্তিতে রাজাকার হত্যা সমন্ধে খুজে বের করার চেষ্টা করল। বিভ্রান্তিকর তথ্য পেল। স্বাধীনতার পরে যতজন মুক্তিযোদ্ধা মানুষের হাতে খুন হয়েছে তত রাজাকার হয়নি। তবে...

তবে হ্যাঁ, একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে পর পর তিনজন রাজাকার খুন হয়েছে। তিনজনের ব্যাপারে একই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। তিনজনই যুদ্ধাপরাধী। তিনজনই যুদ্ধাপরাধী হওয়া সত্ত্বেও সরকারী দলের নেতাদের যোগসাজগে বিচার কার্যের তালিকা থেকে রেহাই পেয়ে আছে। তিনজনই খুন হয়েছে অমবস্যার মাঝরাতে। একইরকম বাকানো ছুরির এক পোচে তিনজনকেই হত্যা করা হয়েছে।

তিনজনের ব্যাপারে একটা যোগসুত্র রায়হানের চোখে পড়ল। খুব সুক্ষ্য কিন্তু কার্যকর। তিনজন একটা সেক্টরের অধীনে অবস্থিত মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে।

রায়হানের চোখ চকচক করে উঠল। সে ডেস্কের উপর কাগজ কলম টেনে নিয়ে ছক আকতে শুরু করল।

ছক আকতে আকতেই সে অনুমান করে ফেলল, রাজাকার কিলারের পরবর্তি টার্গেট কে হতে পারে। আর সেটাও সম্ভবত পরবর্তি অমাবস্যায়।

রায়হান বাংলা পঞ্জিকা টেনে নিল।

অমবস্যার আর মাত্র তিনদিন বাকি!

যা করার এই তিনদিনেই করতে হবে!

তিন দিনে!

BanglaBook.org

বারো

রাজাকার রজব আলীর নিজেকে বড় অসহায় লাগে।

একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধারা যখন তাকে ধরার জন্য তাড়া করে ফিরেছিল তখন সে এতটা অসহায় বোধ করেনি। কারণ তখন সে জানত কারা তাকে তাড়া করছে। কারা তার প্রকাশ্য শত্রু। মুক্তিযোদ্ধাদের চিনতো সে। কিন্তু এখন সে জানে না কার ভয়ে এরকমভাবে হোটেলে আত্মগোপন করে আছে সে! প্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে লড়া যায় কিন্তু অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে সে কিভাবে লড়বে!

টেলিফোনের রিংয়ের শব্দে রজব আলী কেপে উঠল।

এখানে তাকে টেলিফোন করবে কে?

ফোন ধরে বুঝতে পারল ইন্টারকম থেকে জানাচ্ছে রাতের খাওয়ার জন্য নিচে যাবে নাকি তাকে হোটেল রুমে দিয়ে যাবে!

রুমে খাওয়াই ভাল। তাহলে অনেক বেশি গোপনীয়তা বজায় থাকবে।

আধা ঘন্টা পরে রুম সার্ভিস খাবার নিয়ে চলে এলো। রাজাকার রজব আলী নিজেকে এত চিন্তিত যে খেয়ালই করেনি আগের রুম সার্ভিসের ছেলেটা চেঞ্জ হয়ে গেছে।

ছেলেটা টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিয়ে বলল, 'স্যার, পানীয় কি দেব? পেপসি না কোক?'

'কোক।' রজব আলী অন্যমনস্ক ভাবে বললেন। মুক্তিযোদ্ধারা তাকে প্রায় ধরেই ফেলেছিল। অল্পের জন্য সেদিন জীবন ফিরে পেয়েছেন। তারপর দীর্ঘ চল্লিশটা বছর চলে গেছে। তিনি বেশ দাপণের সাথেই ব্যবসায়ী জীবন যাপন করেছেন। আর আজ শেষ বয়সে এসে কোথাকার কোন অজ্ঞাত সন্ত্রাসীর ভয়ে আত্মগোপনে থাকতে হচ্ছে।

'এই নিন আপনার কোক, রাজাকার মেজর!'

রজব আলী এরকমভাবে চমকে উঠলেন যে তার হাত থেকে পানির গ্লাস পড়ে ভেঙে খান খান হয়ে গেল।

'কে? কে আপনি?' রজব আলী বিছানার দিকে হাত বাড়াতে চাইলেন। বালিশের নিচে তার লাইসেন্স করা পিস্তল আছে।

BanglaBook.org

রুম সার্ভিসের ইউনিফর্ম পরা ছেলেটা হাতের কোকের বোতল দিয়ে বাধা সৃষ্টি করল। তারপর পকেট থেকে পিস্তল বের করে তাক করে ধরল।

রজব আলী ভাত মাখা হাত সুদ্ধ দুহাত জোড় করলেন। রাজাকাররা আর কিছু পারুক আর না পারুক বিপদে পড়ে মানুষের পায়ে হাত ধরতে পারে।

জান কবজ করতে আজরাইল এসে গেছে তিনি বুঝতে পারছেন। আজই জীবনের শেষ দিন। শেষ দিনটা এরকম হোটেলে আত্মগোপন করে একা মরে পড়ে থাকার চেয়ে স্ত্রী পুত্র কন্যাকে সাথে নিয়ে মরাই ভাল ছিল।

পিস্তলধারী পিস্তল তাক করে বলল, হাতে ভাত তরকারী মাখামাখি করে ফেলেছেন। আগে হাতটা ধুয়ে ফেলুন। আর শুনুন, সহজ হোন। আপনি কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী রাজাকার মেজর হতে পারেন। গোটা দেশবাসির আপনার উপর আক্রোশ থাকতে পারে। তাই বলে অকৃপণ আমি আপনাকে গুলি করে হত্যা করতে পারি না।' একটু থেমে সে বলল, আমি আপনাকে হত্যা করতে আসিনি। সেই রহস্যময় হত্যাকারীর হাত থেকে আপনাকে বাঁচাতে এসেছি। যার ভয়ে আপনি এখানে আত্মগোপন করেছেন।'

স্বয়ং খুনী এলেও রজব আলী বোধ হয় এতটা বিস্মিত হতেন না। এমনকি এখনও তার দৃঢ় বিশ্বাস এই লোকটাই খুনী। কথা বলে তাকে খেলাতে চাইছে। একাত্তরে তিনিও এরকমভাবে নিরীহ গ্রামবাসিকে নানারকম আশ্বাস দিয়ে খেলাতেন। তারপর পাকবাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে নির্মম মত্যু। তারও যে এখন তাই পরিণতি তিনি ভালই বুঝতে পারছেন।

'আপনি কে? এভাবে পরিচয় গোপন করে এখানে ঢুকেছেন কেন? আমার খোঁজ পেলেন কোথায়? আর পিস্তল তাক করে রেখে বাঁচাবেন কিভাবে?'

'আপনাকে বাঁচিয়ে রাখা মানে এই দেশে পাপ আরেকটা জিইয়ে রাখা। কিন্তু তারপরেও আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।'

'আমি জানি আমি পাপী। কিন্তু তখন তো ওই কাজটাই আমার কাছে ঠিক মনে হয়েছিল। এর জন্য আমি ক্ষমাও চেয়েছি।' রাজাকার রজব আলী কথা বলে সময়ক্ষেপন করছেন। কোনভাবে একবার যদি বালিশের নিচে নিজের পিস্তলের কাছে যেতে পারেন...।

তার হাতের টিপ তেমন খারাপ নয়। একাত্তরে তার প্রমাণ দিয়েছেন।

BanglaBook.org

রায়হান বলল, 'আপনি শান্ত হয়ে বসুন। আমি আপনাকে খুন করতে আসিনি। এলে এত কথা বলে সময় নষ্ট করতাম না। আমি আপনাকে রক্ষা করতে এসেছি।'

'মানে?' চমকে উঠল রজব আলী।

'হ্যাঁ। যার ভয়ে আপনি এই হোটেলের গুহায় আত্মগোপন করেছেন তার হাত থেকে আপনাকে কিভাবে বাঁচানো যায় সেজন্য আমি এসেছি।' একটু বিরতি দিয়ে বলল, 'ঠিক আপনাকে বাঁচানো আমার মূল উদ্দেশ্য নয়। আপনার মাধ্যমে আপনার অনাগত খুনিকে হাতে নাতে ধরতে চাই।'

'আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।' রজব আলী আগের চেয়ে একটু সহজ হয়েছে। পিস্তলধারীকে এখন আর তার খুনী মনে হচ্ছে না। বরং তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে এই লোকটা সত্যিই তাকে বাঁচাতে এসেছে।

'না বোঝার মত কিছু তো বলিনি। আপনার জীবন বিপন্ন বুঝতে পারছেন। আর এটা কেন বুঝতে পারছেন না?'

'আপনি আমার খোজ পেলেন কিভাবে?'

'আপনার খোঁজ বের করা কি খুব কঠিন কাজ? বিশেষত এই ডিজিটাল যুগে? আর আমি যেভাবে সহজেই আপনার খোঁজ পেয়েছি, খুনীও সেভাবে পেয়ে যাবে।'

'কি বলতে চাইছেন আপনি?'

'ঠান্ডা মাথায় আমার কথা শোনেন। আমি আপনার সাথে একটা ডিল করতে এসেছি। খুনী যখন আপনার খোজে আসবে...'

রজব আলী কথা থামিয়ে দিয়ে বলল, 'খুনি যে আমার খোঁজে আসবে আপনি জানলে কিভাবে?'

'যেভাবে আপনি জেনেছেন? আপনি খুব ভাল করেই বুঝতে পেরেছেন খুনী আপনাকে খুঁজে ফিরেছে। একটা যোগসুত্র ধরে সে খুনটা করছে। সেই যোগসুত্রের পরবর্তি টার্গেট আপনি। ধারণা করা যায় পরবর্তি অমবস্যায় সে তার টার্গেট ফুলফিল করবে। কারণ তার আরো টার্গেট আছে।'

'কি যোগসুত্র ধরে বুঝতে পেরেছেন আমিই তার টার্গেট?'

'যে যোগসুত্রে আপনি বুঝেছেন! আপনাকে একই সেক্টরের একই ক্যাম্পের রাজাকার ছিলেন। তাই নয় কি?' পিস্তলধারী নাটকীয়ভাবে বলল।

BanglaBook.org

রাজাকার মেজরের চমকানোর ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে। তার ক্যাম্পের তিনজন ইতিমধ্যে মাটির নিচে। এখন তার পালা। রাজাকার মেজর সহজ হলো। এই ছেলেটা হয়তো সত্যিই তাকে সাহায্য করতে এসেছে। এর কথা শুনে দেখা যাক।

'ঠিক আছে বলুন আপনি কি করতে চান? আর আমি কিভাবে সহায়তা করতে পারি?'

'আপনি আজ রাতেই এই হোটেল ছেড়ে দেবেন। আমি যেরকম এই হোটেলের খোঁজ পেয়েছি খুনীও পেয়ে যাবে।'

'হোটেল ছেড়ে কোথায় যাব?'

'গাজীপুরের যে বাগানবাড়িটা আপনার আছে না, পরবর্তী অমাবস্যার আগ পর্যন্ত ওখানেই থাকবেন।'

'ওই বাড়িতে তো অনেক সহজেই ঢোকা যায়।'

'হ্যাঁ। সেজন্য আপনার লোকলস্কর নিয়ে থাকবেন। সবাইকে গার্ড দিতে বলবেন। আমার লোকেরাও আপনার বাড়ির আশেপাশে গার্ড দিবে।'

'আপনারা লোকেরা?' রজব আলী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

রায়হান তার আইডি কার্ড বের করে রজব আলীকে দেখাল। সারাজীবন গোলামী খাটা রজব আলী সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়ে ছেলের বয়সী অফিসারকে সেলুট করে বলল, 'স্যার আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।' একাত্তরেও এরকমভাবে অল্পবয়সী পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন কে ভুল সেলুট দিয়েছেন।

'আমি আপনার সাথে থাকব। ছদ্মবেশে। তবে ভুলেও আমার পরিচয় কারোর সামনে প্রকাশ করবেন না। করলে খুনীর নয় আপনার লাশটাই আগে পড়ে থাকবে।' রায়হান শাসিয়ে খাবারের ট্রে নিয়ে হোটেল রুম ছেড়ে প্যাসেজে বেরিয়ে এলো।

রজব আলীর যেভাবে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠার কথা সেভাবে উঠতে পারল না। কি হচ্ছে এসব? গোয়েন্দার পরিচয়পত্র দেখিয়ে যাওয়া এই লোকটা আসলে কে? তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাগানবাড়িতে নিতে চায় কেন? এই লোকটা কি সত্যি তার সঙ্গ দিয়ে সাহায্য করবে? নাকি এই সেই হত্যাকারী?

রজব আলী বড় অনিশ্চয়তা বোধ করে। একাত্তরের সেই উত্তাল দিনেও নিজেকে এতটা অসহায় কখনও মনে হয়নি।

BanglaBook.org

তেরো

সাংবাদিক অদিতি নীলম শুয়ে আছে সেন্ট্রাল হাসপাতালে। তার গলার কাছের ক্ষত প্রায় শুকিয়ে এসেছে। শারীরিকভাবে সেরে উঠলেও মানসিকভাবে সে এখনও যথেষ্ট বিপর্যস্ত। পারিবারিক সদস্যদের, সাংবাদিক কলিগদের তার চিনতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। শুধু তার প্রিয়তম পিএ কাজলকে সে চিনতে পারছে না। আর সেই ভয়াবহ রাতের কথা তার কিছুই মনে নেই। এমনকি গণিতজ্ঞ এলহামের ব্যাপারেও তার কোন স্মৃতি নেই। আছে শুধু সৌরভ। স্বর্গসৌরভ!

কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধু ডাক্তারের নিষেধ উপেক্ষা করেও অদিতির সেই রাতের স্মৃতি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে। তাতে খুব একটা লাভ হয়নি। শুধু দুইটা অর্থহীন শব্দ তার মুখ দিয়ে বের হয়েছে। 'বড় বাদুড়' সুগন্ধি, খড়গ এসব শব্দ থেকে ক্রাইম রিপোর্টারের গল্পের কোন উপাদানই বের করতে পারেনি।

মনোচিকিৎসক ডাক্তার জিল্লুর কামালের তত্ত্বাবধানে কাউন্সিলিং চলছে। তাতেও ফলপ্রসূ কিছু বেরিয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে না। তবে ওই রাতের ঘটনা বাদ দিলে রিকভারি করছে।

ভিজিটিং আওয়ারে বন্ধুবান্ধব আসা কমে গেছে। সবার নিজ নিজ কাজ আছে। কিন্তু আজ ভিজিটিং আওয়ারে একজন অচেনা আগন্তুক এসেছে অদিতির কাছে। সুদর্শন আগন্তুক তার রুমে ঢুকতেই অদ্ভুত এক সৌরভে গোটা রুম ভরে গেল। আর অদিতি বুঝতে পারল এই সৌরভই সে পেয়েছিল এক রাতে। এই সৌরভের জন্যই এতদিন অপেক্ষা করছিল সে!

সৌরভটা ধীরে ধীরে অদিতির খুব কাছে চলে এলো। একেবারে বুকের উপরে। ফিসফিস করে বলল, 'তুমি এখানে এভাবে শুয়ে আছো কেন? কি হয়েছে তোমার?'

অদিতিও ফিসফিস করে কামনা জড়ানো স্বরে বলল, 'কিচ্ছু হয়নি আমার। তোমার জন্যই শুয়ে আছি। তুমি এতদিন আসোনি কেন? তোমার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে আমি অসুস্থ হয়ে গেছি।'

'কে বলেছে তুমি অসুস্থ? তুমি পুরোপুরি সুস্থ। তোমার আর এখানে শুয়ে থাকার দরকার নেই।'

'তুমি এসেছো আমি আর শুয়ে থাকব না। তোমার সাথে যাব।'

BanglaBook.org

'হু। আমার সাথেই তুমি যাবে। তবে এখন না। এখন তুমি বাড়িতে যাবে। তারপর আমি যখন ডাকব তখন চলে আসবে আমার কাছে। পারবে না?'

আবেগে অদিতির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। সে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল। কিছু একটা বলার চেষ্টা করছিল। তার আগে পুরুষালি ঠোঁট এসে পড়ল অদিতির অধরে। চুম্বনে সিক্ত হয়ে অদিতি যেন অন্যভুবনে বাস করতে লাগল।

হাসপাতাল থেকে মুক্ত বাতাসে বেরিয়ে এলহাম বড় করে শ্বাস নিল। একটা বিপদ থেকে পার পাওয়া গেছে। সাংবাদিকের বাচ্চা তাকে চিনতে পারেনি। বরং সেই সাংবাদিককে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছে। এখন সে যেভাবে কলকাঠি নাড়বে সেভাবেই বেচারী নড়বে। বেচারী তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। যতক্ষণ এই সৌরভের প্রভাব থাকবে, ততক্ষণ তার কথামতই সবকিছু হবে। যেরকমটি জেরিন করছে। সবকিছু জেনে ফেলার পরও জেরিন স্বর্গসৌরভের প্রভাবে তার আজ্ঞাবহ হয়েই আছে।

এখন তার হাতে অনেক কাজ। রাজাকার রজব আলী মেজরের হদিস পাওয়া গেছে। এই রাজাকার মেজর নিজে উপস্থিত থেকে পাক হানাদারদের হাতে তার মাকে তুলে দিয়েছিল। ক্যাম্পে দিয়ে এসেছিল। দেশ স্বাধীনের পর ভোল পাল্টে রাজনীতিকদের লেজুড় ধরে ব্যবসা বাণিজ্য বাগিয়ে কোটিপতি বনে গেছে। তার অন্য সহচরদের খুনের ঘটনা কিছু একটা আন্দাজ করে ধুর্ত রাজাকার আত্মগোপন করেছে।

হোটেল রুমে এসে এলহাম চমকে গেল। ধুর্ত রাজাকার চেক আউট করে কেটে পড়েছে। হয় সে নিজেই ধারণা করেছে এখানে খুনী খুঁজে বের করতে পারে, অথবা কেউ তাকে জানিয়েছে? কে সে?

কে তার পিছু লেগেছে এই ধারণা একজন দিতে পারে?

একজনই!

চৌদ্দ

হাসিডিক জিউ ২১৬ সংখ্যার রহস্য উদ্ধার করে ফেলেছে। অন্তত তার এমনটি ধারণা।

গুলশানের বিলাস বহুল ফ্লাট ছেড়ে সে চলে এসেছে পুরানো ঢাকায়। একটা পরিত্যক্ত বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। এই বাড়িটায় ফাটল দেখা দিয়েছে, ফাটলে গজে

BanglaBook.org

উঠেছে গাছপালা, মসে ঢাকা বাড়ি। যেন অনেকদিন বাড়িটার চুল দাড়ি নখ কাটা হয়নি। কিন্তু এই বাড়িটার একটা বিশেষত্ব আছে। ব্রিটিশ আমলের এই বাড়িটায় এক সময় ঠগীদের আস্তানা ছিল। তারা লুট করার সময় বেয়াড়া টাইপের মানুষজনকে ধরে এনে এই বাড়ির বেসমেন্টে নরবলি দিত। তাছাড়া নিজেরা বাড়ির ঠিক মাঝখানে ছোট্ট একটা কালি মন্দির তৈরি করেছিল। সেই মন্দিরও এখন ধ্বংসাবশেষ। যেকোন মুহূর্তে ধসে পড়ার ভয়ে গাজাখোররা পর্যন্ত এই বাড়িতে আড্ডা দিতে সাহস পায় না।

হাসিডিক জিউ কালিমন্দিরের চারপাশে চক্কর দিচ্ছিল। সাত চক্কর শেষ হলে থমকে দাঁড়াল। এলহাম যে এখানে আসবে সে তা জানত। কেন আসবে তাও জানত।

হাসিডিক জিউ এলহামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমার শক্তির এরকম অপব্যবহার আমি একদম বরদাশত করতে পারছি না।'

এলহাম মধুর ভঙ্গিতে হাসল।

'আমি জানি তুমি কি জন্য এসেছ। কে তোমার পিছু লেগেছে আর তুমি যাকে খুঁজছ সে কোথায় আছে তাও আমি জানি।'

'জানি জানি না করে বলছেন না কেন?'

'বলছি। একটু সবুর করো। তোমার এরকম প্রতিভা শুধু আত্ম প্রতিশোধ চরিতার্থের জন্য ব্যবহার করছো ভেবে আমার খারাপ লাগছে।'

'আর আপনি বা কি করছেন? জীবনের মুক্ত আলোবাতাস ছেড়ে এই বদ্ধ কুঠুরির ভেতরে সাধনা করছেন দানব হওয়ার সাধনা।'

'মোটেই দানব হওয়ার সাধনা করছি না। তুমি দানব হওয়ার সাধনা করেছিলে দানব হয়েছো। আমি দেবতা হওয়ার সাধনা করেছিলাম দেবতা হয়েছি। ঈশ্বরের ২১৬ ডিজিটের রহস্য জেনে গেছি।'

'ঘোড়ার ডিম জেনেছেন? আপনি কিচ্ছু হননি। যা হয়েছেন তা আপনার মনের ভেতর।'

'তুমি যে আমার এখানে আসছো, একজনকে খোঁজ করছো এই শক্তি এই তথ্য আমি কিভাবে পেলাম?'

'মানুষ নিজেকে ঈশ্বর ভাবলে ঈশ্বর তাকে আরো বোকা বানানোর জন্য কিছু শক্তি আরোপিত করেন। ঈশ্বরের শক্তির তুলনা অতি তুচ্ছ তা।'

BanglaBook.org

'তার মানে তুমি বলতে চাইছো আমার কোন শক্তি নেই?'

'অবশ্যই আছে। আছে বলেই তো আমি আপনার কাছে জানতে এসেছি।

'তাহলে সাধনায় যে আমি কিছু শক্তি অর্জন করেছি তা তো বিশ্বাস করো?'

'করি। কিন্তু সেই শক্তি নিয়ে আপনি এই গুহায় পড়ে আছেন কেন? জনগণের কাছে তা প্রকাশ করবন। নিজের দেবত্ব বা দানবত্ব দেখিয়ে দিন।'

'শক্তি অর্জন করার পরে আমি একটা ব্যাপার আবিস্কার করেছি। সারাজীবন ধরে মানুষের এই শক্তি অর্জন করা বৃথা। মানুষের উচিত শক্তি অর্জন না করে ভালবাসা অর্জন করা। আমি তা পায়নি। অমরত্বের এই শক্তির পেছনে ছুটতে গিয়ে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছি। কি না করেছি। অথচ কোন মেয়েকে ভালবাসার চেষ্টা করিনি। ভালবাসাও পাইনি। ঘর হয়নি। সংসার হয়নি। বাচ্চাকাচ্চার স্বাদ পাইনি। এখন এই শেষ বয়সে এসে মনে হচ্ছে এসব অর্জনই বৃথা। সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপনই ব্রত হওয়া উচিত ছিল।'

এলহাম হাসল, 'আপনি নারীত্বের স্বাদ পাননি। আর আরেকজন কিন্তু এখন নারীত্বের স্বাদের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'পীর হাসিবুরের কথা বলছো? ওর মাথা তো পুরোপুরি গেছে বলেই মনে হয়!'

'ওই রাতের পরে আমাদের কারোর মাথায় কি স্বাভাবিক আছে বলে আপনার মনে হচ্ছে?'

এবার হাসিডিক হাসল। কালিমন্দিরের চাতালে বসল দুজন। হাসিডিক জিউ নরোম স্বরে বলল, 'এসব খুনোখুনির কি খুব দরকার আছে। তোমার সাধিত শক্তি, গণিতের শক্তি দিয়ে তুমি কি মানুষকে ভাল পথে আনতে পারো না।'

এলহাম দুদিকে মাথা নাড়ল। 'আমার বুকের ভেতরের ক্ষত আমি আপনাকে কোনদিনও দেখাতে পারব না। আপনার দেবত্ব দৃষ্টি দিয়েও তা দেখতে পাওয়ার কথা নয়। একজন যুদ্ধশিশু ছাড়া আর কেউ কোনদিন আমার কষ্টটা বুঝতে পারবে না। পারার কথা নয়। আর আমি কি জন্য ধ্বংস যজ্ঞে মেতেছি তা আপনার অজানা নয়। আমি এখনও আমার পিতার কবর খুজে পায়নি। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে যিনি হারিয়ে গেছেন। শহীদ হয়েছেন। আমার মায়ের অস্তিত্বও আমি জানতে পারিনি। কার ওরসে আমি হয়েছি তাও জানি না। অনেক অনেক কিছু আমাকে জানতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে।'

BanglaBook.org

হাসিডিক জিউ এলহামকে বসিয়ে রেখে কালি মন্দিরের ভেতরে ঢুকে গেল। বেরিয়ে এলো কিছুক্ষণ পরে। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কোন একটা ঝড় ঝাপটার ভেতর দিয়ে গেছে।

'একজন সরকারী গোয়েন্দা তোমার পিছু লেগেছে। দীর্ঘাকায় সুপুরুষ গোয়েন্দাটি। পেটানো শরীর।'

'গোয়েন্দা দিয়ে আমার দরকার নেই।'

'অধৈর্য হয়ো না। ওই গোয়েন্দাই হোটেল থেকে তোমার টার্গেটকে সরিয়ে দিয়েছে।'

'কোথায় সরিয়েছে?'

'এখনও পর্যন্ত গাজীপুরের তার বাগানবাড়িতে আছে। তবে সে একা নেই। তার সাগরেদবদবল পরিবেষ্টিত হয়েই আছে। আর সেখানেও গোয়েন্দাপ্রবরটি থাকছে। যা করতে হয় সাবধানে করবে। তুমি নিজেই জানো তুমি ঈশ্বরের মত শক্তিশালী হয়ো ওঠোনি।'

'সে ব্যাপারে আপনাকে ভাবতে হবে না। আমার কাজ আমি ভাল করেই জানি।' এলহাম কালো চাদরের নিচ থেকে বাকানো শতাব্দি প্রাচীন ছুরি বের করল।

রক্তের দাগ শুকিয়ে গেছে!

তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে বাকানো ছুরিটি!

পনেরো

অমবস্যার রাত। ঘোর অন্ধকার। আকাশে কালো মেঘ জমেছে। অন্ধকার আরো ঝাকিয়ে তুলেছে। গাজীপুরের জঙ্গলের মধ্যে এই দোতলা বাগানবাড়িটা ভুতুড়ে অন্ধকারে ডুবে আছে। ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে। ব্যাকআপ জেনারেটর ছিল। সেটাই এই মুহূর্তে কাজ করছে না। ব্যাটারীর সমস্যা বা কয়েল জ্বলে গেছে জাতীয় কিছু। এখন শেষ ভরসা মোমবাতি।

বাদুর জাতীয় কিছুর পাখা ঝাপটানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। রায়হান চমকে উঠল। হাতের পিস্তল শক্ত করে আকড়ে ধরে ঘরের বাইরে পা বাড়াল।

ঘরের ভেতর থেকে মিনমিনে স্বরে কাতরকণ্ঠে রজব আলী চেচিয়ে উঠল, 'আমাকে একা ফেলে যাবেন না।

BanglaBook.org

রায়হান চাপা গলায় ধমক দিল, 'চুপ করে বসে থাকেন। কোন কথা বলবেন না। আপনার মত এরকম ভীতুর ডিম আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি।'

রজব আলী খাটের উপর গুটিসুটি মেরে বসে রইল। তার হাতে ধরা পিস্তল। হাত কাঁপছে। পিস্তলও কাঁপছে। পিস্তল হাতে ধরে কাউকে এভাবে কাঁপাকাঁপি করতে দেখেনি রায়হান। একাত্তরে নৃংশসতায় এই লোক নাকি পাকিস্থানী হানাদারদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। পাকিস্থানীরাই তার কর্মকান্ডে খুশি হয়ে রাজাকার মেজর উপাধি দিয়েছিল। সেই রাজাকার মেজর এখন ভয়ে থরথরি কম্পমান। মৃত্যুভয় মানুষকে কোথায় নামাতে পারে! মৃত্যুভয়ে এই লোকটাকে এখন মানুষের থুতু চেটে খেতে বললেও খেতে পারবে!

পেছন দিকের দোতলার কারনিস থেকে কিছু একটা ধুপ করে লাফিয়ে পড়ার শব্দ হলো। এই জঙ্গলবাড়ির চারিদিকে পুলিশের দক্ষ ফোর্স ঘিরে আছে। তাদের চোখ এড়িয়ে কারোর ঢুকে পড়ার কথা নয়। কিন্তু কেমন জানি মনে হচ্ছে কেউ ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

রায়হান রাজাকার মেজরকে কাঁপাকাঁপি রাখা অবস্থায় রেখে বাইরে বেরিয়ে এলো। তার বামহাতে তিনব্যাটারীর টর্চ। শব্দ লক্ষ্য করে পিস্তল টার্গেট করল রায়হান। ধুপ করে লাফিয়ে পড়া জিনিসটা নিচে নেমে পড়েছে। রায়হান উপর থেকে গুলি করতে যাবে তখনই কালো জন্তুটা ম্যাও শব্দ করে ডেকে উঠল। ধুসশালা! কালো বিড়াল।

পূর্ণ অমবস্যার আর খুব বেশি বাকি নেই। এর মধ্যে কিছু ঘটেনি। কেউ আসেনি। শুধু রাতপাখির পাখা ঝাপটানো আর বাদুরের কিচকিচ শব্দ আর কালো বেড়ালের ডাক।

এদিকটাতে লোকজনের তেমন চলাচল নেই। সৌখিন অর্থশালী লোকেরা টাকা দিয়ে অবসর যাপনের জন্য এই জাতীয় বাগানবাড়ি বানিয়ে রাখে। মদ্যপান, নারীসঙ্গই মূল উদ্দেশ্য। ঢাকার মানুষের মধ্যে বিদেশীদের মত উইকএন্ডের চল শুরু হয়েছে।

রায়হান ওয়াকিটকি নিয়ে বিশেষ সাংকেতিক শব্দে সবাইকে এলার্ট করে দিল। বুকের মধ্যে ভয়ে ঢোলের বাদ্যি পড়লেও, এই পেশাতে ভয় পেলে চলে

BanglaBook.org

না। একজন তো ভয়ে একেবারে গর্তের মধ্যে ঢুকে আছে। পিস্তল হাতে যদি তাকে সাহায্য করতো তাহলে সে কিছুটা ভরসা পেতো।

রায়হান হাতে জ্বলা রেডিয়াম ঘড়িটার দিকে তাকাল। ঘন্টার কাঁটা মিনিটের কাঁটা বারোটার উপরে। রাত বারোটায় কি পূর্ণ অমবস্যা হয়? কে জানে!

রায়হান বাইরে উঠোনে চলে এলো। জেনারেটর চালানোর ব্যবস্থা হয়নি। ইলেকট্রিসিটি আসেনি। অন্ধকার রাত।

রায়হান বাড়িটার চারিদিকে তাকাল। তাকাল ছাদের দিকে। রাজাকার আর্কিটেক্কারাল লুক দিতে গিয়ে বাড়ির ছাদের পানির ট্যাংকিটাকে বিকৃত গম্বুজ আকৃতি দিয়ে বসে আছে। দিনের এই অদ্ভুত লাল কালারের গম্বুজটাকে হাস্যকার দেখালেও, এখন এই অমবস্যার ঘোর অন্ধকারে, তারাহীন আকাশের নিচে গম্বুজটাকে ভয়ংকর অতিপ্রাকৃত দৃশ্যের মত মনে হচ্ছে।

বাদুরের ডানা ঝাপটানি শুনে শব্দের উৎস লক্ষ্য করে উপরের দিকে তাকাল রায়হান। বাদুর কি কখনও এত বড় হয়? গম্বুজের উপর দাঁড়িয়ে আছে বাদুরের মত জিনিসটা। অন্ধকারে বাদুরের মত দেখালেও সে স্পষ্ট বুঝতে পারে জিনিসটা বাদুর নয়। মানুষ!

কালো আলখাল্লার দুহাত প্রসারিত করে রাখায় আলখাল্লা ঢাকা শরীরটাকে বাদুরের মত দেখাচ্ছে। অথবা মানুষটা ইচ্ছে করেই বাদুরের রুপ ধরেছে। কার্টুন চরিত্র ব্যাটম্যানের মতই লাগছে মানুষটাকে।

এই মানুষটাই রাজাকারদের হত্যা করছে। আজ অমাবস্যার রাতে এসেছে রাজাকার মেজরকে হত্যা করতে।

বাদুরের প্রসারিত দুই ডানায় দুই হাতে হিন্দু দেবদেবীর মত কিছু একটা ধরে আছে। দুর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। অন্ধকারের ভেতরে খড়গ আকৃতির জিনিসটাই যে বাকানো ছুরি তা বুঝতে খুব একটা কষ্ট হয় না। কিন্তু ওই হাতে ধরে রাখা ছোট্ট ওই জিনিসটা কি?

রায়হান গুলি করার জন্য পিস্তলের ট্রিগারের চাপ দেয়ার সাথে সাথেই গম্বুজের উপরে দন্ডায়মান মানুষটি তার বামহাতে ধরা জিনিসটা থেকে কিছু একটা ফেলে দিল।

ততক্ষণে বড় বাদুর অথবা মানুষ লক্ষ্য করে রায়হানের গুলি করা হয়ে গেছে। আর তখনি রায়হান অদ্ভুত অপুর্ব সৌরভটা পেল। পৃথিবীর কোন সৌরভের সাথে

BanglaBook.org

যেন এর কোন মিল নেই। এত আবেশি সৌরভে রায়হানের হাত কেঁপে গেল। শীতল হয়ে পড়ল। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল। আর মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখতে পেল কালো বড়ো বাদুরটা ধীরে ধীরে যেন ডানায় ভর করে নেমে আসছে নিচে।

বাদুররুপী মানুষটা নেমে এলো নিচে। ঠিক তার সামনে। প্রভুর সামনে বান্দা যেমন নত মস্তকে থাকে তেমনভাবে মাথা নিচু করে হাটু গেড়ে বসে পড়ল রায়হান।

এলহাম বুঝতে পারল এই গোয়েন্দার কথাই বলেছিল হাসিডিক জিউ? তাহলে কি সত্যিই ২১৬ সংখ্যার ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী জিউ কি কোন ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে? যে ক্ষমতার বলে বলিয়ান হয়ে সে এসব কথা জানিয়ে দিতে পারছে?

এলহাম রায়হানের দিকে তাকাল। হাতের পিস্তল ঝুলে পড়েছে। ও এখন ছুরির চেয়ে অকার্যকর। রায়হানের চোখ যেন ঘুমে জড়িয়ে আসছে।

এলহাম রায়হানকে পেছনে উঠোনে ফেলে রেখে উঠে এলো ঘরের ভেতরে। এই বাড়িতে সে আগে কখনও না এলেও বুঝতে পারছে রাজাকার মেজর কোন ঘরে।

হঠাৎ দূরে কোথায় একটা কুকুর একটানা ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল। একটা গান্ধি পোকা উড়তে উড়তে বিশ্রী গন্ধ ছড়াল রায়হানের পাশ ঘেষে। কুকুরের ডাকে রায়হান সম্বিত ফিরে পেল। গান্ধি পোকার ঝাঝালো গন্ধে রায়হানের উপর থেকে সৌরভের প্রভাব কেটে গেল। সে সম্বিত ফিরে পেল।

পিস্তল বাগিয়ে ধরে তাড়াতাড়ি ছুটে চলে এলো রাজাকার মেজরের ঘরে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। বিছানার উপর ঢলে পড়েছে রাজাকার মেজর। গলার কাছটাতে দুফাঁক হয়ে গেছে।

রায়হান তাড়াতাড়ি ছুটে পেছনের দিকে বারান্দায় এলো। বারান্দা দিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখল কালো একটা মুর্তি ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে বাগানের দিক থেকে।

শুটিংয়ে একাডেমীতে হাতের টিপের সুনাম ছিল রায়হানের। তাই বজায় রাখতে অন্ধকারের মধ্যেও শব্দভেদী গুলি ছুড়ল রায়হান।

আর ঠিক তখনই ইলেকট্রিসিটি চলে এলো।

BanglaBook.org

বারান্দায় আলোতে দেখতে পেল কালো আলখাল্লাধারী খোড়াতে খোড়াতে কোনমতে পাচিল টপকে বাইরে চলে গেল। এলার্ম বাজিয়ে দিল রায়হান। গোটা ইউনিট বাড়ির বাইরে বেরিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজল আহত আততায়ীকে। মাটিতে টাটকা রক্তের দাগ দেখা গেলেও মানুষটার কোন চিহ্ন নেই। যেন একেবারে হাওয়ায় ভেসে গেছে। আর চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে গেছে অপূর্ব সৌরভ।

সৌরভে মোহিত হতে হতে আবেশী অবস্থায় রায়হান বুঝতে পারল লোকটার শক্তির উৎস কি!

পরবর্তী করণীয় কি তাও ঠিক করে ফেলল সে।

সাইরেন বাজিয়ে এলার্ম হাজির হলো দোরগোড়ায়।

ষোল

রাজাকার মেজর রজব আলীকে বাঁচানো গেল না। কিন্তু মন্দের ভেতরে কিছু ভাল থাকে। রায়হান অমাবস্যার রাতের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু শিখেছে। এই রহস্যময় হত্যাকারীকে কিভাবে পাকড়াও করতে হবে। কিভাবে সে সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে পালিয়ে যায় তার গুঢ় রহস্য কিছুটা হলেও ধরতে পেরেছে। আরেকটা জিনিস বুঝতে পেরেছে রহস্যময় হত্যাকারী কোন অতিমানবীয় ব্যাপার নয়। গুলি যে তার শরীর এড়িয়ে যায় তা নয়। সেও আমাদের মত রক্তমাংসের মানুষ। আর রক্তমাংসের মানুষ বলেই গুলিবিদ্ধ শরীর নিয়ে তাকে চিকিৎসার জন্য কোন না কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শরণাপন্ন হতে হবে।

রায়হান অফিসে রিপোর্ট করল। রায়হানকে সুস্থভাবে ফিরে আসতে দেখে জামশেদ স্যার মনে মনে খুশি হলেন। মুখে প্রকাশ করলেন না। কর্মঠ ছেলেটাকে তিনি প্রায় সন্তানের মতই পছন্দ করেন। একজন রাজাকার কমে যাওয়ায় তার তেমন কোন আফসোস নেই।

'আপনার গতরাতের কর্মকান্ড কোন ভাবে সাংবাদিকদের কাছে ফাস হয়েছে নাকি?' জামশেদ স্যার তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

'না স্যার। আমরা খুব গোপন ইউনিট নিয়ে কাজ করেছি। রাজাকার মেজরের লাশ ওখানে ফেলে রেখে পুলিশে খবর দিয়ে আমরা রাতের আধারেই চলে এসেছি।'

BanglaBook.org

'গুড। ভেরি গুড। এখন পরবর্তী পদক্ষেপে কিভাবে এগুবেন বলে ঠিক করেছেন? পরবর্তী টার্গেট কে সে সমন্ধে কোন আঁচ করতে পেরেছেন?'

'না স্যার। তবে পরবর্তী হত্যাকান্ড কখন ঘটাবে তা জানি।'

'মানে?' চমকে উঠলেন জামশেদ স্যার। 'খুনী কি আপনাকে জানিয়ে দিয়েছে নাকি?'

'খুনী জানাইনি স্যার। কিন্তু দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে বুঝতে পেরেছি। প্রতিটি হত্যাকান্ড পূর্ণ অমাবস্যায় হয়েছে। খুনী বেপরোয়া হয়ে ওঠায় সাম্ভাব্য আগামী অমবস্যায় পরবর্তী হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে।' রায়হান একটু থামল। একটানা এত কথা বলায় সে অভ্যস্ত না। 'স্যার আমার মনে হয় এর সাথে ব্লাক আর্টের কোন সম্পর্ক আছে।'

জামশেদ স্যার একটু চুপ করে থাকলেন। 'বাংলাদেশে কি ব্লাক আর্টের চর্চা আছে? কারা করে সে সমন্ধে কোন ধারণা কি আপনার আছে?'

'ব্লাক আর্ট প্রকাশ্য ব্যাপার না স্যার। আন্ডার কভার সারফেসে হয়তো কিছু থাকতে পারে। কিন্তু এখন বব্লাক আর্টের পিছনে ছুটতে গেলে অনেকখানি সময় চলে যাবে। যদিও আমি ও ব্যাপারটাতেও খোঁজ নিতে গোপনে লোক লাগিয়েছি।'

'গুড। ভেরী গুড।' মুদ্রাদোষের মত বললেন তিনি। 'এখন আর কিভাবে এগুতে চান আপনি? যেভাবেই চান সব ধরণের সহযোগীতা পাবেন। এই কেসটা সরকারের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা বোধ হয় আপনাকে আর ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না।'

'না স্যার। বুঝতে পেরেছি। সরকার সরকারী বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে একটু তদন্ত করতে হবে। আততায়ী আহত হয়ে ওখানে কোথাও আছে।'

'ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আপনার পরিচয় গোপন রেখেই যাতে আপনি যেভাবে ইচ্ছে তদন্ত কাজ চালাতে পারেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

রায়হানের একটা জিনিসে খটকা লেগেছে। শুটিংয়ে তার সুখ্যাতি থাকা সত্বেও মাত্র দোতলার ছাদের উপরে থাকা আততায়ীর গায়ে সে গুলি লাগাতে ব্যর্থ হয়। অথচ অমনটি হওয়ার কথা নয়। কিছু একটা মনে পড়ি পড়ি করেও

BanglaBook.org

মনে পড়ছে না। শুধু মনে আছে তীব্র ঝাঝালো গান্ধি পোকার আত্মরক্ষামূলক গন্ধে তার পেটের নাড়িভুড়ি উল্টে আসার জোগাড় হয়েছিল। আর তখনও যেন তার সম্বিত ফিরে পেয়েছিল।

হাসপাতালে হাসপাতালে ঢু মারা অব্যহত রাখল রায়হান। বাংলাদেশে যে এত হাসপাতাল এত ক্লিনিক এর আগে রায়হান জানত না। বড় থেকে ছোট, সরকারী থেকে বেসরকারী এরকম লিস্টি ধরেই এগুতে লাগল।

সেন্ট্রাল হাসপাতালের করিডোর দিয়ে যাওয়ার সময় একটা রুমের ভেতরের কথোপকথন কানে আসতেই দাঁড়িয়ে পড়ল রায়হান। দরজার গায়ে কান খাড়া করে ভেতরের কথা শোনার চেষ্টা করল।

'ওই রাতের কথা কি তোমার কিছুই মনে নেই?' চাপা পুরুষ কণ্ঠ।

'কোন রাতের কথা?' মেয়েলি কণ্ঠ চিচি করে বলল। বোঝাই যাচ্ছে এই মেয়েটাই অসুস্থ হয়ে হাসপালের বেডে শুয়ে আছে।

'সেই রাতের কথা। অমবস্যার রাত।'

রায়হান চমকে উঠল।

'যে রাতে তুমি এরকম মারাত্বকভাবে আহত হয়েছিলে। বাকানো ছুরিতে গলার কাছটায় গভীর ক্ষত হয়েছে।'

'না কিছু মনে পড়ছে না। মাথাটা কেমন জানি ব্যথা করে উঠল। ও আমি আর পারছি না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার কষ্ট হলে ও প্রসঙ্গ বাদ দাও।'

মেয়েটা কিছুক্ষণ বিরতি দিল। হয়তো মনে করার চেষ্টা করছে।

'একটা বড় বাদুড়...ডানা মেলা....চুড়ায়...অদ্ভুত সুগন্ধি...সৌরভ...ওহ...' মেয়েটির এলোমেলো ধীরে ধীরে কথা থেমে গেল। হাপাতে লাগল।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রায়হান। যে করেই হোক এই মেয়েটার সাথে আলাপ করতে হবে। কথা শুনে মনে হচ্ছে এই মেয়েটাও সেই বড় বাদুড়রুপী মানুষের শিকার। বেঁচে ফিরে এসেছে। কিন্তু সেই অমবস্যার রাতের কথা পুরোপুরি মনে করতে পারছে না। আর কি একটা সুগন্ধি সৌরভের কথা যেন বলছিল মেয়েটা। এরকম সৌরভ তো ওই অমবস্যার রাতে সেও পেয়েছিল।

দ্বিধাদ্বন্ধ ঝেড়ে দরজায় নক করে রুমে ঢুকে পড়ল রায়হান। রুমে ঢুকেই চমকে উঠল। গোটা ঘর সৌরভে মৈ মৈ করছে। আর এই সৌরভটা তার

BanglaBook.org

পরিচিত। এই সৌরভের মোহেই সেই রাতে তার পিস্তলের গুলি ফসকে গিয়েছিল। তার মানে এই রুমেও নিশ্চয় আততায়ী এসেছিল।

সাংবাদিক অদিতি মহসিন ও তার ফিয়ান্সে পিএ শামসের সাথে রায়হানের কথা হলো। রায়হান নিজের পরিচয় গোপন করল। যদিও তাদেরকে তার পরিচয়টা গোপন রাখতে বলল। পি এ কাজলই সাংবাদিক অদিতি মহসিনের ব্যাপারে বিস্তারিত জানাল। পুরানো ঢাকার একটা পোড়োবাড়ি থেকে ব্লাক আর্টের কিছু লোকজনের উপর রিপোর্ট করার সময়ই অদিতি মারাত্বক আহত হয়। র‍্যাব তাকে উদ্ধার করে। কিন্তু তার সব স্মৃতি থাকলেও ওই রাতের কোন স্মৃতি তার মনে নেই। বাদুর সুগন্ধ ভাসা ভাসা ওটুকুই বলতে পারে।

'কাদের উপরে ও রিপোর্ট করতে গিয়েছিল এ ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন?'

'না। নিজের কাজের ব্যাপারটা ও খুব গোপন রাখত। আমাকে বলতো না। একেবারে ছেপে বের হলে তখন ছাপা পত্রিকাটা এনে আমার হাতে দিত। কনফিডেন্সিয়াল ব্যাপারগুলোতে ও খুব সেনসেটিভ ছিল।'

'তারপরেও কথা প্রসঙ্গে কখনো ব্লাক আর্টের ব্যাপারে তেমন কিছুই কি বলেনি?' রায়হান নাছোড়বান্দা।

'হু বলেছে। কিন্তু আমিও ব্যাপারটা কনফিডেন্সিয়াল রাখতে চাচ্ছিলাম।' পিএ শামস ইতস্তত করে।

'আপনি কি ওর ভাল-চান না?' রায়হান অদিতিকে দেখিয়ে দিল। ঘুমের ওষুধের প্রভাবে বেচারী ঘুমিয়ে পড়েছে।

'চাই স্যার। ভাল চাই। ও আমাকে ঠিকমতো চিনতে পারে না, আগের মত প্রেম প্রেম চোখে দেখা না, আমার খুব কষ্ট হয়। আমি আগের অদিতিকে ফিরে পেতে চাই।' শামস আবেগী গলায় বলল। 'কিন্তু সেই সাথে নিজের পেটে লাথি দিতে চাই না।'

'মানে? আপনার কথা বুঝলাম না।' রায়হানকে বিভ্রান্ত দেখায়। এই ছেলেটাও কি ব্লাক আর্টের সাথে জড়িত?

'স্যার, আপনি যদি অভয় দেন, কথাটা আমার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে তা কেউ কোনদিন জানবে অন্তত আমার বস জানবে না তাহলেই আমি কথাটা বলতে পারি?'

'আপনার বসও ব্লাক আর্টের সাথে জড়িত, তাই না?'

BanglaBook.org

শামস চমকে উঠল। 'স্যার, আমার পেটে লাথি দেবেন না স্যার। আমি বসের পিএ। কাজেই বস যদি কোনভাবে জানতে পারে আমার চাকরি তো যাবে জীবনও সংশয় হয়ে যাবে। আমার বসের পরিচয় পেলে আপনি বুঝতে পারবেন আমি কেন ভয় পাচ্ছি।'

'আপনার বস কে?'

'পীর হাসিবুর রহমান?'

'শেয়ার কেলেংকারীর হোতা?'

'এবং ব্লাক আর্টের মদদদাতা। উনি নাকি এসব ব্লাক আর্টের মাধ্যমে করেন। আর আসল ঘটনা হলো সেই রাতের পুরানো ঢাকার ওই বাড়িতে ব্লাক আর্টের আয়োজনে উনিও ছিলেন। যদিও ঘটনার পরপরই ছদ্মবেশে বেরিয়ে আসেন। ব্যাপারটা আমি আর উনার কয়েকজন ঘনিষ্ট সহযোগী ছাড়া কেউ জানে না।

জামশেদ স্যারের মত রায়হানেরও বলতে ইচ্ছে করছিল, 'গুড। ভেরী গুড।' তা না বলে সে অদিতিকে দেখিয়ে নিচু স্বরে বলল, 'আপনার বান্দবীর দিকে নজর রাখেন। আপনাকেও এলার্ট থাকতে হবে। যেকোন সময় ওর উপর আল্লা না করুক বিপদ আসতে পারে।'

পিএ শামস ভয়ে ভয়ে বলল, 'স্যার, আমারও কেমন জানি ভয় ভয় করছে স্যার। মনে হচ্ছে অশুভ কিছু ওর উপরে ভর করেছে।' একটু থেমে সে চাপাস্বরে বলল, 'গত পরশু বোধ হয় আমার অনুপস্থিতিতে কেউ একজন ওকে ভিজিট করে গেছে। লোকটা কে তা বলতে পারছে না। শুধু বলছে, সৌরভ। স্বর্গসৌরভ।'

সতেরো

মানুষ কি স্বপ্নের ভেতরে গন্ধ পায়? রায়হান পেল। তীব্র ঝাঝালো গন্ধ। গান্ধি পোকার পোকার পাদের গন্ধ। গন্ধটা এত তীব্র যে স্বপ্ন ভেঙে গেলেও গন্ধটা ঘরের মধ্যে যেন পাক খেতে লাগল। রায়হান নাকমুখ কুচকে বুঝতে পারল তার ঘরের ভেতরে কোথাও গান্ধি পোকা অপকর্মটি সেরেছে।

গোয়েন্দা হয়ে গান্ধি পোকা খোঁজার জন্য লাইট জ্বালাতে সুইচ বোর্ডে হাত দিতে গিয়েও থেমে গেল সে। ঘরের অন্ধকারের মধ্যে কেউ মনে হয় ঘাপটি

BanglaBook.org

মেরে লুকিয়ে আছে। তির তির করে হাওয়া বয়ে যাওয়ার মত ক্ষীণ শব্দ। কেউ কি আলমারীরর পেছনে লুকিয়েছে?

রায়হান বেড সাইড টেবিলে রাখা গুলিভর্তি পিস্তল হাতে তুলে নিল।

অন্দকারের মধ্যেই পাখা ঝাপটানির মত মৃদু শব্দেই তাক করল। লুকিয়ে থাকা মানুষটা কি আলমারির পিছন থেকে বেরিয়ে আসছে?

রায়হান গুলি করল।

ছ্যাৎ করে একটা শব্দ হয়ে ছোটখাট কিছু একটা থ্যাপ করে মেঝেতে পড়ল।

আলো জ্বালল রায়হান।

একটা ছোট্ট চাম বাদুর। গ্রামের দিকে যাকে বলে চামচিকে।

হাসি পেল তার। বড়োবাদুর রুপী মানুষের ঘটনায় এরকম ভয় পেয়েছে ছায়া দেখলেও চমকে উঠছে সে। না হলে চামচিকের পিছনে গুলি খরচ করার দরকার হয় না। তার এই লেকভিউ বাসায় চামচিকে মশা গান্ধি পোকাদের অবাধ বিচরণ।

কাগজে করে চামচিকেটাকে জানালার বাইরে ফেলতে গিয়ে গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল। চামচিকের গা থেকে গন্ধ বের হয়। তাই বলে এরকম বিকট গন্ধ! যেন চামচিকে সাইজের একটা গান্ধিপোকা মেরে ফেলেছে সে!

আর তখনই অমাবস্যার রাতের কথা মনে পড়ে গেল রায়হানের। ক্লোরোফর্মের মিষ্টি গন্ধের মত অদ্ভুত সুগন্ধিযুক্ত পারফিউমের গন্ধ পেয়েছিল সে। তাতেই বিমোহিত হয়ে সে পিস্তলের টার্গেট মিস করে। এদিকে পিএ শামস বলছিল অদিতিও একটা সৌরভের কথা বলে। স্বর্গসৌরভ। এমনকি অদিতির হাসপাতালের রুমেও সে ওই গন্ধটা পেয়েছে। আততায়ীর হত্যাকান্ডের সাথে নিশ্চয় ওই গন্ধের কোন যোগ আছে।

আরেকটা ব্যাপার সে বুঝতে পেরেছে, গান্ধি পোকার ঝাঝালো গন্ধ সম্ভবত ওই সৌরভের বিরুদ্ধে এ্যান্টিডোটের মত কাজ করেছে। সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছিল। কিন্তু অদিতি এখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আসেনি। গন্ধের প্রভাব কি ওর থেকে এখনও কাটেনি? আচ্ছা, ওর সামনে গান্ধি পোকা নিয়ে ছেড়ে দিয়ে এলে কেমন হয়?

BanglaBook.org

ব্যাপারটার হাস্যকর দিক চিন্তা করে রায়হান হেসে উঠল। গান্ধি পোকা ধরে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে কাজ হবে কি? যদি ওরা ওইসময় পাদ না দেয়?

একটা বিকল্প ব্যবস্থা কি করা যায়? সুগন্ধির মত ওরকম ঝাঝালো দুর্গন্ধ যদি শিশিতে ভরে নিয়ে যাওয়া যায়? তাতে কি কাজ হবে?

রায়হান বিজ্ঞানী লিয়াকত আলীর কাছে এলো। তার এক সময়ের কেমিস্ট্রির শিক্ষক, মায়ের দিক থেকে আত্মীয়ের সম্পর্কে জড়িত। নিসংগ একা মানুষ। পাগলাটে বদমেজাজি বিজ্ঞানী হিসাবে তার বদনাম আছে। কেউ সহজে তার কাছে ঘেষে না।

রায়হান প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিল। কিন্তু ফ্লাটের দরজায় তালা দেখে ঘাবড়ে গেল। এত বড় বিজ্ঞানী হলে কি হবে তালা লাগিয়েছে ব্রিটিশ আমলের। কয়েকবার তালা ঝাকাঝাকি করে রায়হান ফিরে আসছিল তখনই তার মনে হলো ফ্লাটের ভেতরে কেউ আছে। গ্রিল কেটে চোরডাকাত ভিতরে ঢুকেছে নাকি? কিন্তু তাই বলে দিনে দুপুরে?

ভেতরে ঢুকে দেখতেই হয় ব্যাপারটা কি?

রায়হান তালা খোলার গোয়েন্দা কী দিয়ে যখনই খুট খুট তালা খোলায় ব্যস্ততা তখন দুই দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে একটা বন্দুকের নল ঠিক রায়হানের বুকের উপরে এসে ঠেকল। ঘটনার আকস্মিকতায় রায়হান হতভম্ব হয়ে গেল। তার পেট কোচড়ে পিস্তল থাকলেও তা বের করার সময় এখন নেই।

রায়হান দুহাত উঁচু করে আত্মসমর্পন করল। ডাকাতের হাতে গুলি খেয়ে মরার চেয়ে আত্মসর্মপনই শ্রেষ্ঠ উপায়।

ঘরের ভেতর থেকে ভারিক্কী বয়সী গলা ভেসে এলো, 'কে? কি চাই?'

রায়হানের বুকে পানি এলো। মামার গলা। আর যাই হোক মামার মার্কামারা হেড়ে গলা চিনতে ভুল হয় না। কিন্তু মামা বন্ধুক কিনল কবে?

রায়হান গলা উঁচিয়ে বলল, 'মামা আমি! রায়হান! আপনার খুশি আপুর ছেলে!'

বন্দুকের নল আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকে গেল। রায়হান দেখতে পেল ভেতর থেকে ধীরে ধীরে একপাশের নাট খুলে গেল। তালা লাগানো অবস্থায় দরজা খুলে গেল।

BanglaBook.org

রায়হান ভেতরে ঢুকে হাফ ছেড়ে বলল, 'মামা আপনি বন্দুক কিনলেন কবে?'

বিজ্ঞানী লিয়াকত আলীর মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল, 'জিনিসটা কেমন হয়েছে হাতে নিয়ে দেখ। তোরা এই পেশায় আছিস, জিনিসের ভাল মন্দ চিনবি?'

বন্দুকটা হাতে নিয়ে রায়হানের কেমন যেন একটা খটকা লাগল। সাধারণ গাদা বন্দুকের চেয়ে ভারী। বিশেষ কোন কোম্পানীর নতুন কোন বন্দুক কি?

'খাসা হয়েছে।' রায়হান বন্দুকটা মামার হাতে দিতে দিতে বলল, 'লাইসেন্স করিয়েছেন?'

বিজ্ঞানী আত্মপ্রসাদের ভঙ্গিতে দুদিকে মাথা নেড়ে বললেন, 'বিজ্ঞানীদের বন্দুকের লাইসেন্স লাগে না।'

রায়হান আতকে উঠল, 'সর্বনাশ! লাইসেন্সবিহীন বন্দুক এভাবে যত্রতত্র ব্যবহার করেছেন। পুলিশে ধরবে তো?'

'পুলিশে করবে আমার কচু!' বিজ্ঞানী লিয়াকত আলী বুড়ো আঙুল তুলে কাচকলা দেখাল। 'কারণ ওইটা বন্দুক না।'

'মানে?' রায়হান হতভম্ব। 'আপনার ওইটা আসল বন্দুক না?'

'উহু।' বিজ্ঞানী লিয়াকত আলী দুদিকে মাথা নাড়লেন। 'ঘরে বসে বসে বানিয়েছি।'

'বলেন কি!' রায়হান আত্‌কে উঠল, 'আপনি এখন গবেষণার কাজ বাদ দিয়ে বন্দুক বানানোর ব্যবসা ধরেছেন নাকি?'

'কতকটা সেইরকম! মাথা একটানা কাজে খাটানো যায় না! তখন কিছু শারীরিক পরিশ্রম করলে মগজে অক্সিজেন সাপ্লাই হয়। মগজ যথারীতি কাজ করতে থাকে। আমার নতুন গবেষণা দেখবি আয়!'

রায়হান বিজ্ঞানীর পিছু পিছু পাশের ঘরে গেল। ভেবেছিল গবেষণাগার। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে কাঠমিস্ত্রীর কারখানায় ঢুকে পড়েছে। কি নেই এখানে? র‍্যাদা, নিন, বাটালী, করাত কাঠমিস্ত্রীর সব সরঞ্জামই এখানে আছে। কিছু বানানো জিনিসপত্রও দেখা যাচ্ছে।

'আপনি কাঠ মিস্ত্রীর কাজ শিখলেন কোথায়?' বিস্মিত রায়হানের প্রশ্ন।

'স্কুলে। স্কুলে পাঠ্যসূচীতে ঐচ্ছিক বিষয় ছিল কাঠের কাজ। আমি ওটাই নিয়েছিলাম। তখনকার দিনে তো আর এখনকার মত কম্পিউটার ছিল না। সেই

BanglaBook.org

অভিজ্ঞতাই এখন কাজে লাগাচ্ছি।' মামার যেন কিছু একটা মনে পড়ল, 'তোর আজ অফিস নেই? চাকরি ছেড়ে দিয়েছিস নাকি?'

'অফিস আছে। অফিসিয়াল কাজেই তোমার কাছে এসেছি।'

'মানে? আমার কাছে তোর কি অফিসিয়াল কাজ? আচ্ছা পরে শুনব, এখন বল তুই দুপুরে খাবি তো? আমি রান্না চাপাব?

'হু, খাব। অনেকদিন তোমার হাতের পাঁচমিশালী খিচুড়ী খাইনি। তার আগে বলো তুমি বাইরে থেকে তালা দিয়ে রেখেছিলে কেন?'

'আরে আর বলিস না কেন! সাংবাদিকরা কিভাবে কিভাবে জানি আমার খবর টের পেয়েছে। দুদিন পরপর কি আবিস্কার করলাম, কি আবিস্কার করছি, এসব জানতে চায়, ইন্টারভিউ ছাপতে চায়। কাজের ব্যঘাত ঘটে। তাই এই ব্যবস্থা, ভাল না? কি বলিস?

'হু। তোমার জন্য ভাল। ঘরে বসে নিরিবিলিতে কাঠের কাজ করতে পারবে?

'ভাল কথা। তুই আমার কাছে কি অফিসিয়াল কাজে এসেছিস? তোর গোয়েন্দাগিরির কোন ব্যাপারের সাথে আমি জড়িত এরকম তো আমার মনে হয় না।'

'না গোয়েন্দাগিরির সাথে না। আবিস্কারের সাথে।' রায়হান একটু থেমে বলল, 'তোমাকে একটা দুর্গন্ধ আবিস্কার করতে হবে।'

'মানে?' বিজ্ঞানী লিয়াতকত আলী চমকে উঠলেন। 'দুর্গন্ধ!' তিনি নাক কুচকে ফেললেন। যেন এখনই আবিস্কৃত দুর্গন্ধ পাচ্ছেন।

'মামা আপনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি।' রায়হান গোয়েন্দা অপারেশনের গল্পের বাদছাদ দিয়ে যতটুকু সম্ভব বুঝিয়ে বলল।

'কিন্তু তুই যা সব বলছিস তা আমি কেমিক্যালের মধ্যে কিভাবে পাব? গান্ধি পোকার পাদের গন্ধ কোন কেমিক্যালে আছে কে জানে? পঁচা ডিমের গন্ধ হলে একটা কথা ছিল!'

'বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে গান্ধি পোকা ধরতে টোকাই লাগিয়ে দেব নাকি?'

'তা দিতে পারিস। গান্ধি পোকার একটাকে কেমিকেলের সাথে আরো কিছু দুর্গন্ধযুক্ত উপাদান মিশিয়ে দেব কিনা ভাবছি?'

BanglaBook.org

'যেমন?'

'যেমন ধর বাদুরের গু, তেলাপোকার ডিম, পচা ডিম এইসব আরকি?'

রায়হান হেসে ফেলল। 'ওই গন্ধে ভূতও তো কাছে আসতে পারবে না। আমি বয়ে নিয়ে যেতে পারব তো?'

'তা পারবি। কিন্তু ছড়িয়ে দেয়ার সময় সাবধান। তোর গায়ে লাগলে সারাজীবনেও কিন্তু ওই গন্ধ আর যাবে না। এখন আর কথা বাড়াসনে। গরম গরম খিচুড়ি রান্না করি। তারপর কাঠের কাজ করতে করতে তোর গন্ধের ফর্মুলাটা ফাইনাল করে ফেলব।' তিনি খিচুড়ি রান্নার জোগাড় যন্ত্র শুরু করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর দুর্গন্ধটা কবে দরকার?'

'দুএকদিনের মধ্যে হলেই ভাল হয় মামা!'

'তাহলে আজই গান্ধি পোকার জোগাড় এনে দেবে। যত তাড়াতাড়ি গান্ধি পোকা আনবি তত তাড়াতাড়ি কাজ হবে। সত্যি বলতে কি অনেকদিন কিছু একটা আবিস্কারের জন্য কেমন একটা উত্তেজনা বোধ করছি। ভাবছি দুর্গন্ধটার নাম দেব লিয়াকত এক্সট্রাক্ট।'

'তা আপনার যা খুশি নাম দেন। শুধু দেখবেন দুর্গন্ধটা যেন এতটাই ঝাঝালো হয় যাতে কোন সৌরভই ওর পাশে দাঁড়াতে না পারে। আরবের পারফিউমও যেন ওই দুর্গন্ধ ঢেকে দিতে না পারে। স্বর্গসৌরভকেও ঢেকে দিতে পারে এরকম দুর্গন্ধ আমার চাই।'

'বেশ বলেছিস তো। স্বর্গসৌরভ! তাহলে তো আমার দুর্গন্ধের নাম পরিবর্তন করে নরকরৌবর দিয়ে দিতে হয়। যা টেনশন করিসনে। দুএকদিনের মধ্যে তোর নরকসৌরব পেয়ে যাবি। এই ফাঁকে তুই অন্য কাজ সেরে নে।

দুপুরে মামার হাতের সুস্বাদু খিচুড়ি খেয়ে রায়হান অন্য কাজ সেরে নিতে বের হলো।

টার্গেট শেয়ার কেলেংকারীর হোতা সোটাচ কামাল।

তবে মানুষটির আরো একটি পরিচয় আছে।

ব্লাক আর্টের সাধক, পৃষ্ঠপোষক এবং...

সেই রাতের ঘটনার মূল হোতা. ..

BanglaBook.org

আঠারো

এলহাম কোন হাসপাতাল বা ক্লিনিকে ভর্তি হয়নি। যদিও তার হাটুর নিচে গুলির জখম গুরুতর। গাজিপুরের বনটুকু পেরিয়ে আস্তানায় আসতেই অনেক রক্তক্ষরণ হয়েছে। এভাবে আরো রক্তক্ষরণ হতে থাকলে রক্তশূন্যতায় মারা যাবে সে।

রক্ত বন্ধের ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু সেটা হাসপাহালে ক্লিনিকে বা বাড়িতে গিয়ে নয়।

পেছনে টিকটিকি লেগেছে। শুধু যে লেগেছে তাই নয়। টিকটিকি বেশ ধুরন্ধর। তার আগে ভাগেই বুঝে ফেলছে সে কোথায় যাচ্ছে, যাবে, কোথায় তার টার্গেট, কে তার টার্গেট। প্রতিপক্ষ কে ছোট করে দেখার কোন মানে হয় না। হয়তো টিকটিকি তার পরিচয় বের করে ফেলেছে। আর এখনও বের করতে না পারলে করে ফেলবে। হানা দিবে তার বাসায়।

বাসা বদলে ফেলতে হবে। কলেজ থেকে মাস তিনেকের ছুটি নিয়ে আত্মগোপনে যেতে হবে। জারিনকে রাজি করানো কোন ব্যাপার হবে না। এখন জারিন তার সবকিছুতেই রাজি। স্ত্রীর উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ফেলেছে। স্ত্রীর উপরে নিয়ন্ত্রণ নেয়াটা গোটা জনগণের উপর নিয়ন্ত্রণ নেয়ার চেয়ে বেশি কিছু।

কিন্তু এই মুহূর্তে রক্ত বন্ধ করতে হবে।

এলহাম কালো গাড়ি চালিয়ে ঢাকায় চলে এলো। গাড়িটা হাসিডিক জিউয়ের। সে ব্যাটা ক্ষমতাবান হয়ে সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়েছে। গাড়িটা তাকে ব্যবহার করতে দিয়েছে। বিদেশে থাকাকালিন ড্রাইভিং শেখা ছিল। লাইসেন্সও আছে তার।

পুরানো ঢাকায় ভাঙা পোড়া বাড়ি মন্দিরে হাসিডিক জিউয়ের আস্তানায় চলে এলো এলহাম। ভুতুড়ে অন্দকার বিরাজ করছে। রুপান্তর না হলে হয়তো এই ভুতুড়ে পরিবেশে আসতে এলহামের বুক কাঁপত। কিন্তু এখন সে অনায়াসে খোড়াতে খোড়াতে ভেতরে ঢুকে গেল।

অন্ধকারেই ধ্যানমগ্ন হয়ে বসেছিল হাসিডিক জিউ। শুকনো রোগাপাতলা লোকটা বোধ হয় একদিনে না খেয়ে আরো শুকিয়ে গেছে। যক্ষ্মা রোগীর চোখের মত চোখের তারা জ্বলজ্বল করছে।

BanglaBook.org

হাসিডিক জিউ অন্দকারের মধ্যেই বললেন, 'তোমাকে আগেই সতর্ক করে দিলাম। তারপরও গুলি এড়াতে পারলে না।' তারপর দার্শনিকের মত সুরে বলল, 'কিছু কিছু ঘটনা কখনও এড়ানো যায় না। ক্ষমতা পাওয়ার পর থেকে এটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।'

এলহাম বিরক্ত স্বরে বলল, 'ক্ষমতা পেলেই ভুতুড়ে অন্ধকারের মধ্যে বসে থাকতে হবে নাকি? আলো জ্বালান না। মুখ না দেখলে আমি কথা বলতে পারি না। আর প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে। তাড়াতাড়ি কিছু করা দরকার।'

হাসিডিক জিউ নিরাসক্তভাবে ধীরে ধীরে মোমবাতি জ্বালাতে জ্বালাতে বলল, 'চক্রে বসতে হবে। চক্র ছাড়া এই রক্তপাত বন্ধ করে পরিপূর্ণ সুস্থ করা যাবে না।'

'সেজন্যই তো এখানে এসেছি। আমাকে একেবারে খরগোশের মত ফিট করে দেন।'

হাসিডিক জিউ এক ধরণের উত্তেজনা বোধ করলেন। অনেকদিন চক্রে বসা হয়নি। চক্রে বসলেই নিজের ক্ষমতার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। সরাসরি শয়তানের ভর এসে পড়ে তার উপরে। আজ মিডিয়াম হিসাবে হয়তো নিজেকেই উৎসর্গ করতে হবে। শয়তান এসে তার রক্ত দিয়ে এলহামের শরীরের রক্তের ঘাটতি পুরণ করবে। তাকে সারিয়ে সুস্থ করে তুলবে। আর বিনিময়ে শয়তান এই শরীরটাকে অধিগ্রহণ করবে। শয়তানের কাছে অনেক আগেই তারা আত্মা বিকিয়ে দিয়েছে। এখন শরীরটাই বিকানো বাকি।

চক্রের আয়োজন শেষ করে হাসিডিক জিউ বললেন, 'তুমি চক্রের একেবারে মাঝখানে বসবে। আমি মুরগীটার গলা দ্বিখন্ডিত করে রক্ত পানপাত্রে রাখব। সেই রক্ত পানে তোমার শরীর উষ্ণ হবে। মুরগীর রক্ত রূপান্তরিত হবে শয়তানের রক্তে মিশে যাবে তোমার শরীরে। রক্তের ঘাটতি পূরণ হবে।

এলহাম কালো আলখাল্লায় নিজের শরীর মুড়ে নিল। মাথার উপর তুলে দিল হুড। স্বর্গসৌরভের শিশিটা বের করে সুগন্ধি ছড়িয়ে দিল চক্রের চারধারে। কাব্বালার দশদিকের মধ্যে জাফরানি কালি দিয়ে কুফরী কালাম লেখা, তার ঠিক মধ্যখানে মড়ার মাথার হা হয়ে থাকা খুলি। খুলির উপরে লাল জ্বলন্ত মোমবাতি। ধুপ আর ধুনোর ধোয়ায় চারিদিকে ধোয়াচ্ছন্ন।

BanglaBook.org

হাসিডিক জিউ চক্রের চারপাশে ঘুরে ঘুরে বিড়বিড় করে ইহুদীদের মন্ত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন। মন্ত্রপাঠ শেষে সাদা মুরগী বলি দিলেন এলহামের বিখ্যাত রক্ত তৃষ্ণিত বাকানো ছুরি দিয়ে। রক্ত জমা হলো চক্রের মাঝখানে থাকা বলিদানে। তারপর সোনালী পানপাত্রে সেই রক্ত ধারণ করে মন্ত্রমুগ্ধ এলহামের হাতে তুলে দিলেন।

এলহাম চোখ বন্ধ করে মন্ত্রপাঠ করতে করতে পানপাত্রের ঝাঝালো টাটকা উষ্ণ রক্ত পান করল। রক্তই জীবন। শরীরের ভেতর রক্ত গিয়ে কোষে নাচন তুলল। এলহাম বুঝতে পারল তার পায়ের অসাড় অবস্থা সাড় ফিরে পাচ্ছে।

হাসিডিক চক্র শেষ করলেন। বসে পড়লেন ধ্যানের বেদীতে। আরো কিছু মন্ত্রপাঠ শেষে বললেন, 'চুপ করে ওখানে একটু বসে থাকো। পায়ের অসাড়ভাব পুরোটা কেটে যাবে। রক্ত তার কাজ শুরু করেছে। তোমার ভেতরে জীবন আনয়ন করছে। রক্তই জীবন।'

এলহামও ধ্যান ভগ্ন করল। বাকানো ছুরিটাতে লেগে থাকা রক্ত দেখে বুঝতে পারল ছুরি আরো তৃষ্ণর্ত। আরো বেশি রাজাকার আলবদরের রক্ত চায় এই ইতিহাস বিখ্যাত ছুরি।

এলহাম চক্রাকারে কয়েকবার হেঁটে দেখল। একটা অবশ ভাব আছে। কোন ব্যথা নেই। ছুরিটা হাতে তুলে নিল।

হাসিডিক জিউ চোখ মেললেন। তীক্ষ্ম চোখে তাকিয়ে বললেন, 'ওরকম ছটফট করছ কেন? অতো তাড়া কিসের তোমার?'

'বড় অস্থির অস্থির লাগছে।' এলহাম চক্র না থামিয়ে বলল, 'কেন জানি মনে হচ্ছে কাজ না শেষ করেই ধরা পড়ে যাব আমি।'

'ওটা তোমার মনের দুর্বলতা। আর একবার মন দুর্বল হলে তখন মন যা ভাবে তাই হয়।'

'আপনার দার্শনিক কথাবার্তা রাখুন।' এলহাম হাসিডিক জিউয়ের মুখোমুখি দাঁড়াল। 'এখন আমাকে বলুন পরবর্তি টার্গেটে সাফল্যের সম্ভাবনা কতটুকু?'

হাসিডিক কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করলেন। 'পরবর্তি টার্গেট কে তা কি আমাকে জানানো যাবে? যদিও তোমাদের এখানকার লোকজনকে আমি খুব বেশি চিনি না।'

BanglaBook.org

'সরি। টার্গেট কে আপনাকে জানাতে পারছি না। আর পত্রপত্রিকার কল্যাণে আপনি তাকে মোটামুটি চেনেনই বলা যায়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ আছে।'

'হু। বুঝেছি। ঘাগু মাল। তোমার জন্য বড্ডো কঠিন হয়ে যাবে। তাই বলে পিছিয়ে এলে তো হবে না। তবে সাবধানের মার নেই। টিকটিকিটা জ্বালাবে। হয়তো সূত্র ধরে ধরে চলে যাবে তোমার হাসিবুর সাহেবের কাছে।'

'সেই আশাংকা করছি বলেই তো আপনাকে রাজাকারের নাম বলিনি।' এলহাম রহস্যময় ভঙ্গিতে বলল, 'আপনার এখানে হানা দেয়াও অসম্ভব কিছু নয়। আর পুলিশী রিমান্ডের নির্যাতনে যদি রাজাকারের নাম বলে দেন।'

হাসিডিক জিউ অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসলেন। ভাবখানা যেন এমন তাকে ধরে কার বাবার সাধ্য। 'কিন্তু পুলিশী রিমান্ডে গিয়ে তো তোমার কথাও বলে দিতে পারি।'

'বললেও কোন লাভ হবে না।' এলহাম দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'আজকের পর থেকে আপনিও আমাকে খুঁজে পাবেন না। আর পুলিশ তো কোন চাড়ার!'

হাসিডিক জিউ আবারো রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসলেন। 'তোমাকে আমি খুঁজতে যাব না। তুমিই তোমার দরকারে আমাকে খুঁজে নেবে। আমি ২১৬ সংখ্যার উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ফেলেছি। আর এই নিয়ন্ত্রণ যার হাতে তাকে নিয়ে ঈশ্বরই ভাববে। আর কেউ নেই।'

এলহাম আর কথা বাড়াল না। সেই রাতের পর থেকে হাসিডিক জিউয়ের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে গাণিতের ২১৬ সংখ্যার রহস্য সে ধরে ফেলেছে। কিন্তু একজন গণিতজ্ঞ হিসাবে এলহাম ভাল করেই জানে, এই সংখ্যা মানুষের আয়ত্বের বাইরে। মানুষ যদি কোনদিন এই সংখ্যার রহস্যভেদ করতে পারে তাহলে সেই মানুষ হয়ে উঠবে ঈশ্বরের সমান ক্ষমতাশালী। তবে হাসিডিক হয়তো সংখ্যার রহস্যের কাছাকাছি চলে গেছে। যে কারণে কিছুটা ক্ষমতার অধিকারী যে হয়েছে তা বোঝা যায়, অন্তত নিকট ভবিষ্যতের কিছুটা সে অনুমান করে বলে দিতে পারে।

মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। বেরিয়ে পড়া দরকার। আগামীকালের মধ্যে বাসা শিফটিংসহ সবকিছু করে ফেলতে হবে। এমন জায়গায় স্ত্রী কন্যাকে লুকিয়ে রাখতে হবে যাতে হাসিডিক জিউয়ের ভবিষ্যতদ্রষ্টার রাডারেও ধরা না পড়ে।

BanglaBook.org

এলহাম বেরিয়ে যেতে উদ্যৎ হয়ে বলল, 'পীর হাসিবকে সতর্ক করার ব্যাপারে কি আপনি কি কিছু করতে পারেন?'

হাসিডিক জিউ অবাক হয়ে বললেন, 'আমি কিভাবে করব? আমি কি এখান থেকে বের হই নাকি? এখানে বসে ওকে সতর্ক করাটা অসম্ভব ব্যাপার। নিজের পিঠ বাঁচাতে চাইলে কাজটা আপনাকেই করতে হবে।'

এলহাম গম্ভীর গলায় বলল, 'হুম।' তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'মুখ বন্ধ রাখতে প্রয়োজনে পীর হাসিবকেও রাজাকারের পথ ধরতে হতে পারে!।'

হাসিডিক জিউ চমকে উঠলেন। এলহাম কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে!

উনিশ

পীর হাসিবুরের সাথে দেখা করতে রায়হানকে বেশ বেগ পেতে হলো। পীর হাসিবুরের পিএ শামস এ ব্যাপারে কোন হেল্প করল না। শেষমেষ নামী পত্রিকার সাংবাদিকের ছদ্মবেশে দেখা করতে হলো। বড়ো ব্যবসায়ীরা সাংবাদিকদের এড়াতে পারে না। পত্রিকার পাতায় দুকলম লিখে দিলে ব্যবসা এবং নিজ ইমেজের অনেক ক্ষতি হয়। মানুষ বিবেচনা না করেই লেখা অক্ষরকে বিশ্বাস করে। এরই মধ্যে তার এবং তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে কয়েকটা পত্রিকা বেশ কয়েকটা নিউজ করেছে। সরকার শেয়ার কেলেংকারীর হোতাদের নাম না জানালেও কয়েকটা পত্রিকা তার নাম দিয়ে ফিচার ছেপেছে। তিনি ইচ্ছে করলে পত্রিকার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করতে পারেন। কিন্তু এইদেশে মানহানির মামলায় মানসম্মান বাড়ে না। আরো কমে।

বিশাল অফিস রুমে পীর হাসিবুর একাই ছিলেন। টিভি সিনেমায় বিশালবক্ষা সুন্দরী এক নায়িকা সুমনার আগমন ঘটেছে। তাকে কিভাবে কব্জা করবেন তারই ছক আঁকছিলেন তিনি। সেই রাতের পরে তার পড়ন্ত বেলার শরীরে কামনার জোয়ার এসেছে। মনে হয় সবসময় সুন্দরী মেয়েদের সান্নিধ্যে থাকতে পারলেই জীবনটা সার্থক হয়। প্রতিটা মুহূর্তে ভায়াগ্রা খাওয়ার মত অনুভূতি হয় তার। ভায়াগ্রা না খেয়েই দুর্দান্ত সেক্স পাওয়ার বেড়ে গেছে।

পীর হাসিবুরের বিশাল রুমে ঢুকেই রায়হানের মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। রুমের ভেতরে পারফিউমের অন্য একটা গন্ধ। গন্ধটা অদিতির হাসপাতাল

BanglaBook.org

রুমের মত তীব্র না হলেও পরিচিত বলেই নাকে লাগছে। হয়তো অন্য কেউ বিদেশী দামী পারফিউম ভাববে, কিন্তু সে তো জানে এ স্বার্গসৌরভের গন্ধ। রায়হান প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে তার শিশিটার অস্তিত্ব অনুভব করল।

সৌজন্য সাক্ষাৎশেষে পীর হাসিবুর বললেন, 'আপনি কোন ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলতে এসেছেন তা জানি না। তবে আগেই স্পষ্ট বলে রাখি, শেয়ারবাজার নিয়ে কোনরকম প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না। শেয়ার বাজার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি সে খবর নিশ্চয়ই আপনারা রাখেন।' তিনি ইন্টারকমে দুকাপ কফির অর্ডার দিলেন।

রায়হান বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলল, 'না স্যার, আমি শেয়ার বাজার নিয়ে কোন প্রশ্ন করতে আসিনি। এ ব্যাপারে আপনাকে নিয়ে যথেষ্ট লেখা হয়েছে। আমি অন্য একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে এসেছিলাম।'

পীর হাসিব ল্যাপটপ থেকে চোখ তুলে বললেন, 'কি ব্যাপারে বলুন? ব্যবসা সম্পর্কিত কিছু হলে কোশ্চেনীয়ার রেখে যান, আমি সময় নিয়ে বসে উত্তর দেব।'

'না স্যার। ব্যবসা সর্ম্পকিত কিছু না।' রায়হান একটু ইতস্তত করল। এই সৌরভের প্রভাব থাকলে উনি মুখ খুলবেন কিনা সন্দেহ।

'স্যার আমি ব্লাক আর্ট সমন্ধে কথা বলতে এসেছিলাম।'

পীর হাসিব চমকে উঠলেন। ল্যাপটপ থেকে চোখ সরিয়ে তার দিকে তাকালেন। চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। রায়হানের ভয় ভয় করতে লাগল। বেশী শক পেয়ে উল্টোপাল্টা কিছু করে বসে কিনা!

ঠিক সেই সময়ে দরজা ঠেলে বয় ঢুকল। ট্রেতে পানির গ্লাস, কফি আর বিস্কুট। রায়হানের সামনে নিয়ে রাখল। রায়হান বুঝতে পারল এই সুযোগ। বয় যখন তার সামনে কফি পানি বিস্কুট এসব দিচ্ছে রায়হান সেই ফাঁকে পকেট থেকে নরকসৌরব শিশিটা বের করে হাতে নিল। অতি সাবধানে মুখ খুলতেই ভক করে দুর্গন্ধটা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। গান্ধি পোকার বিদঘুটে গন্ধের সাথে আরো কিছু উৎকট গন্ধ মিলে এমন হয়েছে রায়হানের গলা টানা এসে বমির উদ্রেক করল। রায়হান ওয়াক ওয়াক করে দুবার গলা টেনে বলল, 'সরি স্যার। স্যার, আমি কি একটু বাথরুমটা ইউজ করতে পারি।'

BanglaBook.org

'ওহ, শিওর।' তিনি বয়কে দিয়ে বাথরুমটা দেখিয়ে দিলেন। রায়হান বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল। ততক্ষণে তীব্র দুর্গন্ধটা টেবিলের তলা থেকে গোটা রুমে ছড়িয়ে পড়েছে। লেগেছে পীর হাসিবের নাকে। তিনি বয় ছেলেটাই দুর্গন্ধ বায়ু নির্গত করেছে ভেবে বয়কে রুম থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে বললেন।

বাথরুমে ঢুকে রায়হান বেসিনে দুবার কুলি করল। তখনই ওডোনিলের প্যাকেটটা নজরে পড়ল। নাকে টিসু চেপে ধরে আবার শিশির মুখটা খুলল। তারপর এক ফোটা দুর্গন্ধ ওডোনিলের প্যাকেট খুলে ওর গায়ে মিশিয়ে দিয়ে যথাস্থানে রেখে দিল।

রায়হান বাথরুম থেকে বের হতেই পীর হাসিবও 'এক্সিকিউজ মি' বলে বাথরুমে গেলেন। বাথরুমের মধ্যে দুর্গন্ধটা আরো তীব্র। তার শরীর থেকে সেই রাতের স্বর্গসৌরভ দুর্গন্ধের আবরণে ঢাকা পড়ে গেল। তিনি যখন বাথরুম থেকে ফিরে এলেন তখন অন্য মানুষ।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বেশ বন্ধুসুলভ স্বরে পীর হাসিব বললেন, 'ব্লাক আর্টের ব্যাপারে আপনি কি যেন জিজ্ঞেস করছিলেন?'

রায়হান বুঝতে পারছিল না ওষুধে কাজ হয়েছে কিনা। সে ইতস্তত করে বলল, 'আমাদের দেশে ব্লাক আর্ট চর্চার ব্যাপারে আপনি কি জানেন জানতে চাইছিলাম।'

পীর হাসিব বললেন, 'ইতিহাস উৎপত্তি এসব সমন্ধে জানতে চাইলে খুব বেশি কিছু বলতে পারব না। একটু পড়াশুনা করেছি। কিন্তু কিছুই মনে নেই। ছাত্রজীবনে কখনোই ভাল ছিলাম না।

'না মানে স্যার আমি জানতে চাইছি এখনও এই দেশে ব্লাক আর্টের চর্চা হয় কিনা?'

'অবশ্যই হয়। এখনও হয়। হচ্ছে। হবে। আপনারা সাংবাদিকরা তা ধরতেও পারবেন না।' বেশ আত্মতৃপ্তির সাথে বললেন, 'এই যে আমাকে দেখুন। আমাকে দেখে কি কিছু বোঝা যায়?'

'না স্যার।'

'গুড। অথচ বাংলাদেশে ব্লাক আর্টের আমি কিন্তু একজন পৃষ্ঠপোষক। আমার এই বিপুল সম্পত্তি, শেয়ার বাজারে ধ্বস সবই হয়েছে ব্লাক আর্টের কল্যাণে।'

BanglaBook.org

'স্যার, আপনার মত আর কারা আছে?'

'আছে। অনেক। অনেক। আমি কি সবাইকে চিনি? নাকি চেনার দরকার হয়? তবে আমাদের একটা প্যানেল আছে। আমি ছাড়াও সেখানে আরো শক্তিধর দুজন আছে। তাদের নাম পরিচয় জিজ্ঞেস করবেন না। বলতে পারব না। আমরা চক্রে বসি। কালো শক্তিকে ডেকে আনি। কালো শক্তির প্রভাবে মানুষকে বশ করি। ইচ্ছে করলে আপনাকেও বশ করে ফেলতে পারি।' তিনি নিচু স্বরে বললেন, 'এখন একজনকে বশ করায় ধান্ধায় আছে। তার জন্য আপনার একটু হেল্প আমার লাগবে।'

রায়হান চমকে উঠল। 'স্যার আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না।'

'একটা মেয়েকে খুঁজছি আমি। ভরাযৌবনা উঠতি নায়িকা। সুমনা নাম। আপনার পত্রিকার বিনোদন সাংবাদিক আছে। তার কাছ থেকে আমাকে নায়িকার ফোন নাম্বারটা এনে দিতে হবে। তারপর দেখেন কি করি! পারবেন না?'

রায়হান জোর গলায় বলল, 'অবশ্যই পারব স্যার।'

'ভাববেন না আপনাকে বিনামূল্যে কাজ করিয়ে নেব। এর জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবেন।'

'না না স্যার। তার দরকার নেই। আপনার কাজ আমি করে দেব। শুধু ব্লাক আর্টের ব্যাপারে আমার আরো কিছু তথ্য দরকার। বাংলাদেশের ব্লাক আর্ট চর্চার উপর একটা ফিচার লিখব তো তাই।'

'বলুন আর কি জানতে চান।'

'স্যার প্রক্রিয়াটা কিভাবে হয়, কোথায় হয়। আপনার কোথায় চক্রে বসেন। কি কি উপাদান লাগে, তা কিভাবে সংগ্রহ করতে হয়। কোন তরুণী মেয়ের প্রয়োজন আছে কিনা এইসব স্যার।'

'ঠিক আছে শুনুন, আমি বলছি। তবে কোন প্রশ্ন করবেন না।'

'ঠিক আছে স্যার।'

পীর হাসিব তার সঙ্গী দুজনের নাম উহ্য রেখে সেই রাতের চক্রের বর্ণণা, পারফিউম, বড়ো বাদুরসহ সব তথ্যই জানালেন।

BanglaBook.org

বিশ

পীর হাসিবের নির্দেশিত পুরানো ঢাকার সেই পোড়ো কালিমন্দিরে রায়হান মাঝ রাত্তিরে হানা দিল। তবে একা নয়, দলবল নিয়েই। যদিও তারা সাদা পোশাকের অস্ত্রধারী হিসাবে এসেছে।

কিছুই পেল না রায়হান। তবে চিহ্ন পেল। এখানে যে সম্প্রতি অগ্নিচক্রে বসা হয়েছিল সেই চক্রের চিহ্ন এখনও বিরাজমান। এমনকি সবকিছু এমনভাবে সাজিয়েগুছিয়ে রাখা হয়েছে যে আবার যেকোন মুহূর্তে এখানে এসে অগ্নিচক্রে বসা যাবে।

রায়হানের সহকারী তপু পেছনে পিস্তল হাতে বলল, 'স্যার, এদের আস্তানাটা লোক দিয়ে ভেঙে দেব। না হলে ওরা আবার এখানে চক্রে বসতে পারে।'

'সেজন্যই তো ভাঙা যাবে না। অক্ষত রাখতে হবে। যাতে ওরা আবার চক্রে বসে। আমরা ওদের পাকড়াও করতে পারি। ব্লাক আর্টের সূত্রমতে যতদূর জেনেছি, অমবস্যার রাতেই চক্রে বসে ওরা।'

'চক্রে বসে কি করে স্যার?' ব্লাক আর্ট সমন্ধে সীমিত জ্ঞানের তপু প্রশ্ন করল।

'যতদুর জানি, নিজেদের শক্তি বাড়ায়। অন্তত তাই ওরা ধারণা করে। আর মানুষের ধরণটাই এরকম যে কারোর যদি মানসিক শক্তি বেড়ে যায় তাহলে তার শারারিক শক্তিও বাড়ে।'

'হু। বুঝেছি স্যার। আর এটুকুও বুঝেছি রহস্যময় খুনি অনেক ধুরন্ধর। এত সহজে ধরা পড়বে না।'

'ওর পরবর্তি টার্গেটটা যদি কোনমতে জানা যেতো, তাহলে আর আগেরবারের মত ভুল করতাম না। এবার আমার সাথে এ্যান্টিডোট আছে। একটু শুকে দেখবে নাকি?'

'না স্যার। আপনার মুখে যা শুনেছি তাতে শুকে দেখার প্রশ্নই আসে না। কাল অফিস পার্টি আছে। কিছু মুখে দিতে পারব না।'

'তোর তো খালি খাওয়ার চিন্তা। এই কেসটা সলভ না করতে পারলে খাওয়াদাওয়া লাঠে উঠবে।' রায়হান একটু ভুরু কুচকে বলল, 'চল, এখানে এদের চক্রে দাঁড়িয়ে রাত না করে বেরিয়ে যাই। আজ রাতে এরা তিনজনের

BanglaBook.org

কেউ এখানে আসবে না।' হঠাৎ করে রায়হানের ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল, 'আচ্ছা, রহস্যময় খুনি আর শেয়ারব্যবসায়ী দুজন। তিনজনের বাকি একজন কে?'

'তা জানতে পারলেই তো হয়েছিল স্যার! সেটাকে ক্যাক করে চেপে ধরে এরকম ডলা দিতাম বাপ বাপ করে খুনির নাম বলে দিতো।'

'একজনের ব্যাপারে আমার সন্দেহ হয়!'

'কে স্যার?'

'সাংবাদিক অদিতি নীলম। ওর ঘরে গিয়েই আমি ওই সুগন্ধি সৌরভ পেয়েছিলাম। তাছাড়া শূনেছি এসব চক্রে একজন তরুণী মেয়ের দরকার হয়।'

'কিজন্য দরকার হয় স্যার?

'ব্যাপারটা ঠিক জানি না। তবে সাধনার একপর্যায়ে সাধনসঙ্গীর সাথে মিলিত হওয়ার প্রাচীন নিয়ম আছে।'

'তাহলে স্যার আর বলতে হবে না। ওই সাংবাদিক ছুকড়িই এসবের নাটের গুরু। দেখেন সেই ওই রহস্যময় খুনিকে চালাচ্ছে। সাংবাদিক ছাড়া এরকম ভাবে খুঁজে খুঁজে রাজাকার সমন্ধে যাবতীয় তথ্য আর কে খুঁটিয়ে বের করবে?'

'বেশ ভাল একটা পয়েন্ট ধরিয়ে দিয়েছিস তো! তদন্তের স্বার্থে সবার ব্যাকগ্রাউন্ড পারিবারিক ইতিহাস, ফ্যামিলি ট্রি এগুলো খতিয়ে দেখা দরকার। তার চেয়ে বড়কথা ওই সাংবাদিক মেয়েটাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা দরকার। তাহলে হয়তো ওর কাছ থেকে আসল কথা বের হতে পারে।

'আমার ধারণা স্যার ওই ঘাগু সাংবাদিক নিজের সংশ্লিষ্টতা এড়াতে এরকম ভান করে হাসপাতালে পড়ে আছে। হয়তো হাসপাতাল থেকে এইসব খুনের কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে।' 'বেশ ভাল একটা পয়েন্ট ধরিয়ে দিয়েছিস তো! তদন্তের স্বার্থে সবার ব্যাকগ্রাউন্ড পারিবারিক ইতিহাস, ফ্যামিলি ট্রি এগুলো খতিয়ে দেখা দরকার। তার চেয়ে বড়কথা ওই সাংবাদিক মেয়েটাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা দরকার। তাহলে হয়তো ওর কাছ থেকে আসল কথা বের হতে পারে।

'কি যা তা বলছিস! ওখান থেকে কর্মকান্ড চালাবে কিভাবে? মেয়েটার ওঠারই শক্তি নেই।'

'ওইটাই তো অ্যালিবাই স্যার। তাছাড়া মেয়েটার তো একজন সহকারী আছে।'

'কার কথা বলছিস?'

BanglaBook.org

'ওই যে, পি এ শামস না কি যেন নাম। দেখেন ওর সাথে কেমন যোগসূত্র। পীর হাসিবের সে পিএ আবার সাংবাদিকের ফিয়াঙ্গে।' তপুর চোখ চকচক করে উঠল, 'স্যার, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন? এদের মিলেও কিন্তু তিনজন হয়ে যায়! চক্র পূর্ণ হয়!'

রায়হান কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল। তাকিয়ে থাকল চক্রের দিকে। একটা বেদি। একটা গোলাকার চিহ্ন। একটা রক্তধারার গর্ত। এগুলো কি কোন কিছুর ইঙ্গিত করে?

একুশ

রায়হান দলবল নিয়ে চক্রের স্থান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই চক্রে একজন মানুষ ঢোকে। অন্ধকারে তাকে মানুষের অবয়বের মত লাগে। কালো আলখাল্লা শীর্ণকায় শরীর ঢাকা মাথার উপরে হুড এবং মুখে ছাগলের মুখোশ পরা থাকার কারণে অন্ধকারে রাতে অতিপ্রাকৃত কোন প্রাণীর মত লাগে।

তিনি অগ্নিচক্রের সামনে এসে দাঁড়ান।

আকাশের দিকে মুখ তুলে বিড় বিড় করে মন্ত্র পাঠ করেন।

অগ্নিচক্রের সামনে ধ্যানস্থ হয়ে বসেন।

জ্বলে ওঠে অগ্নিচক্র।

একে একে শরীর থেকে পোশাক খুলে ফেলতে থাকেন।

শরীরের বস্ত্রখন্ড, আলখাল্লা, মুখোশ সবই অগ্নিচক্রের প্রজ্জলিত অগ্নিতে ভস্মিভূত হয়ে যায়।

অগ্নিচক্র ছেড়ে একজন স্বাভাবিক মানুষের মত বেরিয়ে আসেন তিনি।

শুধু অন্ধকারের ভেতরে তীক্ষ্ম চোখজোড়া জ্বলজ্বল করতে থাকে।

পেছনে জ্বলতে থাকে অগ্নিচক্র।

অগ্নিচক্রের আগুন ছড়িয়ে পড়ে পোড়োবাড়িটাতে।

দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তৃতীয় পর্ব

অন্যমানুষ

বাইশ

ছবির মতো গ্রাম। গ্রামের দুপাশ দিয়ে নদীর জল কুল কুল করে বয়ে চলেছে। আর নদী তীরে গ্রামের বড় বাজার। সপ্তাহের একদিন রবিবারে এই গ্রামে হাট বসে। দুর দুরান্ত থেকে নদী পথে বড় বড় বজরা নৌকা, ট্রলার নিয়ে ব্যবসায়ী ব্যবসার পসরা সাজাতে আসে। কত অপরিচিত মানুষ জন যায় আসে, গ্রামবাসিরা কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

ওরকম একটি বজরা নৌকা গ্রামের নদীর ঘাটে ভিড়েছে। কিন্তু সেই বজরা নৌকা থেকে কোন ব্যবসায়ীকে নেমে হাটে ব্যবসা করতে দেখা যায় না। প্রতি শনিবারে নৌকাটা আসে। রবিবার দিনটা থেকে আবার সোমবারে পাততাড়ি গোটায়।

রহস্যময় মানুষটাকে আশেপাশের বজরায় থাকা ব্যবসায়ীরা দেখেছে। কিন্তু তাকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। আসলে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা ছাড়া অন্যকিছুতে মাথা ঘামাতে পছন্দ করে না।

রহস্যময় মানুষটা বজরায় রান্না করে খায়, হাটে বের হয়ে বাজার করে। আর মাঝে মধ্যে হাট ছাড়িয়ে গ্রামের ভেতরে ঢুকে পড়ে। কি যেন খোঁজে। গ্রামের কবরস্থানে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। গ্রামগুলোতে শহরের মত বড় বড় কবরস্থান থাকে না। সবারই পারিবারিক গোরস্থান থাকে। তারপরেও একাত্তরে রাজাকারদের দৌলুতে এই গ্রামে ভয়াবহ হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়। তার স্মৃতিস্বরুপ একাত্তরের শহীদদের করবস্থান গড়ে উঠেছে। একটা স্মৃতিফলক কোন সরকারের আমলে দেয়া হলেও তা ধুয়ে মুছে গেছে। নেই সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা।

রবিবারে সবাই যখন হাটবাজারে ব্যস্থ তখন রহস্যময় মানুষটাকে কবরস্থানের কাছে দেখা যায়। পরণে সাধারণ হাটুরেদের চেয়ে উন্নত পোশাক। সাদা পাজামার উপরে ঘিয়ে কালারের ফতুয়া। তাতেও চেহারায় অন্যরকম একটা আভিজাত্য ফুটে উঠেছে।

গ্রামের ইমাম সাহেব আবুল হুজুর কবরস্থানে এসে লোকটাকে দেখে একটু থমকে দাঁড়ালেন। গ্রামের কেউ না তাতো বুঝতেই পারছেন। লোকটা কে?

BanglaBook.org

তিনিও যে মাঝে মধ্যে কবরখানায় আসেন তা নয়, আর রবিবারেও তো নয়ই। তবে আজ হাটবাজার শেষ করে এসেছেন, এর সাথে কিছু অর্থনৈতিক সম্পর্ক জড়িত আছে। বিদেশ প্রবাসী কামালউদ্দিনের বাবার মত্যুবার্ষিকী আজ। কামাল কিছু টাকা পাঠিয়ে ফোন করে দিয়েছে যাতে বাবার কবরটা জিয়ারত করা হয়। সেই কবর জিয়ারতেই এসেছেন ইমাম সাহেব।

ইমাম সাহেব কবর জিয়ারত শেষ করে দেখেন তখনও লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় কোন বিশেষ একটা কবর খুঁজছে।

কথা না বলাটা অভদ্রতা দেখায় দেখে বষিয়ান ইমাম সাহেব কাছে এগিয়ে যান। 'আচ্ছালামু ওয়ালাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।'

'ওয়ালাইকুম আচ্ছালাম।' রহস্যময় লোকটা উত্তর দেয়। অভদ্র যে নয় তা বোঝা যায়।

'জনাব, বিশেষ কোন কবর খুঁজে ফিরছেন কি?' বিদেশী লোক দেখে ইমাম সাহেব যথাসম্ভব শুদ্ধ ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করেন।

বিদেশী লোকটা ইমাম সাহেবের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে। বয়োবৃদ্ধ মানুষটা নিশ্চয় একাত্তরের আগে এখানে ছিল। 'আপনি কি এখানকার স্থানীয়, হুজুর?' রহস্যময় মানুষটা ভদ্রভাবেই জিজ্ঞেস করে।

'জ্বি জনাব। বাপ দাদা চৌদ্দপুরুষ এখানেই বাস করছে। আপনার কিছু জানার থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন?'

'না মানে...আসলে সত্যি বলতে কি আমি বিশেষ একটা কবরই খুঁজছিলাম।' লোকটা ইতস্তত করে।

'কার কবর?'

'একজন মুক্তিযোদ্ধার। একাত্তরে রাজাকারদের হাতে নিহত হয়েছিল।'

'মুক্তিযোদ্ধা কি এই গ্রামেরই জনাব?'

লোকটা দুদিকে মাথা নাড়ে। 'না, তবে এখানে কবর হয়েছে বলে শুনেছি। নাম পরিচয় কেউ জানে না।'

ইমাম সাহেব কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর মনে পড়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'হু, যুদ্ধের সময় এই কবরখানায় কয়েকটা অজ্ঞাতনামা লাশ কবর দেয়া হয়েছিল। নদী দিয়ে ভেসে আসতে দেখে আমরা কবর দেই। তার মধ্যে কোন মুক্তিযোদ্ধার লাশ থাকতে পারে।'

BanglaBook.org

'সেই কবর দেয়ার সময় আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন?'

'জ্বি জনাব। আমি নিজে হাতে সেইসব অজ্ঞাতনামা লাশগুলোকে কবর দিয়েছিলাম। ওহ, কি বিভৎস সেই দৃশ্য...'

'তার ভেতরে কি খুব কালো চেহারার শক্তপোক্ত কোন পুরুষ কি ছিল?'

ইমাম সাহেব আবার কি যেন ভাবেন। 'হ্যাঁ , হ্যাঁ, ছিল। বেশ মনে পড়ছে। আমরা আরো বলাবলি করছিলাম কোন মুক্তিযোদ্ধা না হয়ে যায় না?'

'লোকটার গায়ের পোশাক আশাক?'

'তেমন কিছু ছিল বলে মনে পড়ে না। হয়তো লুঙ্গি পরা ছিল স্রোতের টানে ভেসে গিয়েছিল। তবে হ্যাঁ মনে পড়েছে হাতে এস লেখা একটা আংটি ছিল। আমরা আর ওটা খুলে নেয়নি। যেভাবে ছিল সেভাবেই কবর দিয়েছিলাম।'

'কোন কবর সেটা কি আমাকে দেখিয়ে দিতে পারবেন?'

ইমাম সাহেব অপ্রস্তুতের মত হাসেন। তারপর দুদিকে মাথা নেড়ে বলেন। 'চল্লিশ বছর আগের ঘটনা। ইয়াদ নেই জনাব। তবে বেওয়ারিশ কবরগুলোর মধ্যে কোন একটা হবে। যতদুর মনে পড়ে কোন এক পাশের দিকে ছিল বলেই মনে হয়।' হঠাৎ করে ইমাম সাহেব থেমে পড়লেন। 'কিন্তু আপনি এতদিন পরে ওই কবরের খোঁজ কেন করছেন জনাব?'

'আমার একটু দরকার ছিল।' লোকটা কথা সংক্ষেপ করে।

'দরকারটা কি বলা যাবে জনাব? লাশটা কার?'

'আমার বাবার!'

তেইশ

একটা মানুষ এরকম অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে রায়হান ভাবতে পারেনি। সে মোটামুটি তার জাল গুটিয়ে এনেছিল। এমনকি এলহামের বংশ ঠিকুজি পর্যন্ত বের করে ফেলেছে। কিন্তু তার ভাড়া বাসার ফ্লাটে যেয়ে দেখে নতুন ভাড়াটে উঠেছে। প্রফেসর সাব কোথায় গেছেন তা বাড়িওয়ালা বলতে পারেনি। তবে হঠাৎ করে বাসা ছেড়ে দেয়ার কারণ হিসাবে ছাত্রছাত্রী পড়ানোর জন্য আরো বড় বাসা দরকার জানিয়েছে। রায়হান কলেজেও খোঁজ নিয়েছে। সেখানে গিয়ে

BanglaBook.org

জানতে পেরেছে, গবেষণা কর্মের জন্য এলহাম স্যার তিন মাসের ছুটি নিয়েছে। বিনা বেতনে ছয় মাসের চেয়েছিল, তিনমাসের জন্য দেয়া হয়েছে। তবে হাবভাবে বোঝা গেছে, হয়তো আর ফিরবে না। বিদেশ চলে যাওয়াও অসম্ভব কিছু না। বিদেশ যে যায়নি সে খোঁজও বিমানবন্দর মারফত রায়হান জানতে পেরেছে। এলহাম দেশেই আছে। আত্মগোপন করে আছে।

এলহামের ব্যাপারে এতসব খোঁজখবর রায়হান সাংবাদিক অদিতি নীলমের মাধ্যমে জানতে পেরেছে। অদিতি সুস্থ হয়ে উঠেছে কিন্তু এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠেনি। তবে ওই রাতের ঘটনা পুরোপুরি মনে পড়ে গেছে তার। আর এই মনে পড়ানোয় রায়হানের দুর্গন্ধময় নরক সৌরবের হাত আছে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, রায়হানের তত্ত্ব তথ্য ভুল প্রমাণিত করে দিয়ে অমাবস্যার রাতে কোথায় কোন রাজাকার হত্যাকান্ড ঘটেনি। এ ব্যাপারেও রায়হান খুব ভালভাবেই খোঁজখবর নিয়েছে। তবে একজন মানুষের ব্যাপারে রায়হান কোন তথ্য উদ্ধার করতে পারেনি। অদিতির বর্ণনামতে ওই রাতে চক্র পীর হাসিব ও এলহাম ছাড়াও আরো একজন কালো আলখাল্লাধারী ছিল। সেই পুরো চক্র পরিচালনা করছিল। সম্ভবত সেই নাটের গুরু।

রায়হান ডেস্কে বসে মনোযোগ দিয়ে ফাইলপত্র দেখছিল। সহকারী তপু ঘরে ঢুকল। 'স্যার, আপনার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে অনেকখানি হাল ছেড়ে দিয়েছেন।'

রায়হান পেপারওয়ার্ক থেকে মুখ না তুলেই বলল, 'মাঝে মধ্যে তদন্ত থেকে পুরোপুরি হাত গুটিয়ে হাল ছেড়ে দিলে হালে পানি পাওয়া যায়।'

'স্যার, আপাতত আর যখন কোন রাজাকার খুন হয়নি তখন মনে হয় সেই রহস্যময় খুনির প্রতিশোধ নেয়া শেষ হয়েছে।'

'আর হয়নি বলে যে আবার হবে না তার নিশ্চয়তা দেবে কে? একজন সিরিয়াল কিলারকে বাইরে রেখে আমরা তো আর হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারিনে।'

'স্যার, এই না বললেন হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে কাজ হয়, আবার বলছেন হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না, আমি বলি কি স্যার, চলেন একটু রেস্ট নেই। আজ রাতে থার্টিফাস্ট নাইটের কনর্সাট আছে, আর্মি

BanglaBook.org

স্টেডিয়ামে। রাতে কনসার্ট শুনে আসি। কাজের প্রেসার কমবে। ভিআইপি টিকিট তো অফিসে দিয়ে গেছে যাবেন নাকি?

রায়হান কাগজপত্র থেকে মুখ তুলে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, 'তা যাওয়া যায়। তুমি কি এই বলতেই এসেছো?'

'না স্যার, সেই সাংবাদিক মেয়েটা আপনার খোঁজ করছিল। আপনাকে মোবাইলে না পেয়ে আমাকে কল করেছিল স্যার। আপনাকে কি যেন বলতে চায়। সম্ভব হলে আজকেই দেখা করতে বলেছে। তার পক্ষে সম্ভব হলে আপনার কাছে চলে আসতো।'

'এই কথাটা এতক্ষণ পরে বলছো।' রায়হান কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে ডেস্ক ছেড়ে উঠল। 'এক্ষুণি, অদিতির সাথে দেখা করতে হবে। তুমিও চলো আমার সাথে।'

'স্যার যেরকম তাড়াহুড়ো করছেন মানুষ প্রেমিকার সাথে দেখা করতেও এত তাড়াহুড়ো করে না।'

'প্রেমিকার সাথে দেখা করতে দেরি করলে কারো জীবনের উপর হুমকি হয়ে দাঁড়ায় না। কিন্তু ওই মেয়েটার সাথে দেখা করতে দেরী হলে তা জীবনের উপর হুমকি হয়ে দেখা দেবে।'

'স্যার কার জীবনের হুমকি? আপনার?'

'উহু। অদিতি নীলমের। এলহাম যদি কোনভাবে জানতে পারে অদিতির মাধ্যমে ওর সব তথ্য আমরা জেনে গেছি তাহলে মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখবে না। অদিতির উপরে আগেও একবার আক্রমণ করেছিল। ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছে মেয়েটা। এবারে ভাগ্য আর সহায় নাও হতে পারে।'

'তাহলে স্যার কি করবেন? ওকে তো আমরা পুলিশ প্রহরায় রাখতে পারিনা।'

'সেটাই চিন্তা করছি।' রায়হান ভুরু কুচকে বলল। 'অদিতিকে আমাদের সাথে নিয়ে নেয়া যায় কিনা সেই চেষ্টাই করে দেখতে হবে।'

তপু রায়হানের দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি দিল।

স্যার কি মেয়েটার সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে?

BanglaBook.org

চব্বিশ

কবরখানাটা অরক্ষিত। তাতে এলহামের সুবিধাই হয়েছে। নভেম্বরের কুয়াশামাখা শীতে লোক চলাচল কম। একটা কালো চাদরের নিচে গাইতি শাবল বয়ে আনাটা কারো নজরে পড়েনি। তাছাড়া হাটের দিনটাতে লোকজন সারাদিনের ক্লান্তি শেষে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে। খেয়ে দেয়ে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ে।

স্ত্রী জারিন ও মেয়েকে সাথে রেখেছে এলহাম। জানে গোয়েন্দা ব্যাটা স্ত্রীকন্যার খোঁজ বের করতে পারলে তার খোঁজও বের করে ফেলবে। এতদিনে করে ফেলেছে মনে হয়। জারিন বজরা নৌকার ভেতরে থাকতে কোন আপত্তি করেনি। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নৌকায় নৌকায় করে এ্যাডভেঞ্চারে সে ভালই মজা পাচ্ছে। এক একটা দিন যেন নতুন করে আসে। আর তাছাড়া এলহামের স্বর্গসৌরভের প্রভাবে বাকি কাজটুকু সহজে হয়ে যাচ্ছে। নৌকার মাঝি বয়স্ক হাশমত চাচার সাথেও জারিন বেশ ভাব পাতিয়ে ফেলেছে। টুকটাক কিছু সময়ের জন্য নৌকা থেকে বের হওয়াটা তাতে সহজ হয়েছে।

ইমাম সাহেবের কথামত পাশের দিকের কবরটাই আগে খোড়া শুরু করল এলহাম। ছোট্ট একটা আলো সাথে রেখেছে। বাইরে থেকে কেউ দেখলে জ্বিন ভূতের আলো বলেই মনে করবে।

এলহামের ভাগ্য সহায়। বাকি কবরগুলো খুড়তে হলো না। বের করে ফেলল কংকাল। দুহাত পরখ করে দেখেই পেয়ে গেল এস খচিত ধাতব আংটিটি। বাবার নামের অদ্যক্ষর। জন্মদাতা পিতা না হলেও মায়ের বৈবাহিক সম্পর্কে বাবা।

আংটিটা সযতনে বুক পকেটে রাখে।

বাবার কংকালের হাড়গুলো এক এক করে তুলে নেয় বস্তায়। মায়ের কবরের পাশে বাবাকে কবর দিতে হবে।

আর বাবার অতৃপ্ত আত্মা?

গয়েসউদ্দিন রাজাকারকে হত্যা করলেই বাবার অতৃপ্ত আত্মা শান্তি পাবে। ফিরে আসবে কবরে। মায়ের কবরের পাশে শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকবে।

BanglaBook.org

বাবার অতৃপ্ত আত্মাকে তৃপ্ত করতে আর একজনকে হত্যা করতেই হবে। একে সাবস্টিটিউশন বলে। সাধারণ পশুপাখি বলি দিয়ে এই সাবস্টিটিউশনের কাজ হয়। তবে সবচে ভাল হয় মানুষের আত্মায়।

কবরখানা থেকে বস্তা নিয়ে বের হতেই এলহাম তিনব্যাটারীর টর্চধারী গ্রামের নাইটগার্ড আনসারের মুখোমুখি পড়ে গেল।

পঁচিশ

রায়হান অদিতিকে তেমন কিছু খুলে বলল না। শুধু জিজ্ঞেস করল, 'আপনার শরীরের কন্ডিশন এখন কেমন? ডাক্তারেরা কি বলে?

'কন্ডিশন তো আমার কাছে ভাল মনে হয়। শারীরিক আঘাতটাতো গলাতেই তা ঠিক হয়ে গেছে। মানসিকভাবে বিপর্যস্থ ছিলাম তাতে যে এখন সক্রেটিসের মত ফিট আছি তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। আর বাদ দেন তো ডাক্তারদের কথা। ওরা শুধু রেস্টে থাকতে বলে। আমি দিনদুনিয়া দাপিয়ে বেড়ানো মেয়ে কতক্ষণ আর শুয়ে বসে থাকতে ভাল লাগে!'

'শুয়ে বসে না থাকতে চাইলে আমাদের সাথে লেগে পড়তে পারেন।'

'মানে?' অদিতি অবাক হয়। 'আপনাদের সাথে লেগে পড়ব মানে? গোয়েন্দাগিরি করব?'

'গোয়েন্দাগিরি নাইবা করলেন। সাথে থেকে আমাদের কর্মকান্ড দেখলেন।'

'সত্যিই বলছেন!' অদিতি বাচ্চা মেয়ের মত উচ্ছাস প্রকাশ করে। 'সত্যিই আপনাদের সাথে আমাকে নেবেন। সাংবাদিকতার কারণে জীবনে অনেক কাজ করেছি। নিজে নিজে গোয়েন্দাগিরি করেছি। কিন্তু সত্যিকারের গোয়েন্দারা কিভাবে কাজ করে কখনও সচক্ষে দেখেনি।'

'আমি তো নিতে চাই কিন্তু আপনি কি পারবেন? ভয় পাবেন নাতো?'

'কি যে বলেন না। ভয় পেলে কি আর ব্লাক ম্যাজিকের উপর কাজ করতে গিয়ে পুরানো ঢাকার ওই পোড়োবাড়িতে মাঝরাতে যেতাম।' অদিতি অভিমানভরে বলল, 'মেয়েমানুষদের যে আপনারা কি মনে করেন!'

BanglaBook.org

'ঠিক আছে। ও আচ্ছা, ভাল কথা, আপনি কি জন্য আমাকে খবর দিয়েছিলেন?'

'এলহামের রিপোর্টগুলো ঘাটতে ঘাটতে একটা তথ্য পেয়ে গেলাম। সেটা আপনাকে জানানোর প্রয়োজন বলে মনে করছিলাম।'

'কি তথ্য?'

'তার আগে বলুন সত্যিই আমাকে আপনাদের সাথে নেবেন কিনা?'

'নেব। আগে বলুন তথ্যটা কি?'

'গণিতবিদ এলহাম একজন যুদ্ধশিশু।' অদিতি নাটকীয়ভাবে বলে এলহামের যুদ্ধশিশু সংক্রান্ত সব কাগজপত্র বাড়িয়ে দিল।

এলহামের নতুন তথ্য পেয়ে রায়হান বিস্মিত হলো। অনেকগুলো ব্যাপার তার কাছে দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেল।

পরবর্তী হত্যাকান্ড কোথায় হবে, এলহামকে কোথায় পাওয়া যাবে তার মোটামুটি খসড়া একটা ধারণা বের করে ফেলল রায়হান।

অদিতির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার সাথে যেতে চান? এক্ষুনি উঠুন। গুছিয়ে নিন।'

'কোথায়?'

'এলহামের গ্রামে।

ছাব্বিশ

গয়েসউদ্দিন রাজাকার স্বপ্নেও ভাবেনি গন্ডগোলের চল্লিশ বছর পরে কেউ তাকে ওই সময়ের মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যাকান্ডের জন্য টার্গেট নিতে পারে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হয়েছে। কিন্তু সে প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছা-পোষা রাজাকার। তার খোঁজখবর তেমন কেউ রাখেনি। এই সুযোগে ভোল পাল্টে মুক্তিযোদ্ধাদের দলে নাম লিখিয়েছে। রয়ে গেছে ধরাছোঁয়ার বাইরে।

বহুমুত্র দোষে দোষী হওয়ায় গয়েসউদ্দিনকে রাতে কয়েকবার বাইরের বাথরুমে যেতে হয়। আজ ঘুটঘুট্টি অমবস্যা। মাঝ রাতে পেচ্ছাপের বেগ আসায়

BanglaBook.org

উঠতে হলো। মাথার কাছে থাকা তিন ব্যাটারীর টর্চলাইট হাতে নিয়ে বেরুল বাইরে। বাথরুমের বেগের কারণে কোনদিক খেয়াল করেনি। করলে দেখতে পেত উঠোনের বরইগাছ তলায় কালো ছায়ামুর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

বাথরুম সেরে বেরিয়ে আসতেই ছায়ামর্তি নজরে এলো। চোর ডাকাত নাকি? টর্চের আলো ফেলল ছায়ামূর্তির গায়ে। সেই সাথে জোরালো গলায় চেচিয়ে উঠল, 'কে? কে ওখানে?'

ছায়ামুর্তি কোন উত্তর দিল না। ভুত প্রেত নয়তো? তিনি টর্চের আলো ফেলে ছায়ামুর্তির দিকে এগিয়ে গেলেন। তার ভয় ভয় করতে লাগল। মুর্তির মত দাড়িয়ে আছে। নড়াচড়াও করে না। চোর হলে তো পালিয়ে যেতো, ডাকাত হলে হামলে পড়তো। নাকি চোখের ভুল? গাছের কোন ছায়া ভূত অন্ধকারে অমনটি দেখাচ্ছে।

আরেকটু এগিয়ে যেতেই অদ্ভুত সুন্দর সৌরভে বিমোহিত হয়ে পড়ল গয়েসউদ্দিন। এরকম সুবাস কোথা থেকে আসছে? কোন ফুল থেকে? নাকি ওই মুর্তির গা থেকে? ও কি জ্বিন? জ্বিনের সুবাস নিয়ে এসেছে? জ্বিনের গা দিয়ে নাকি ভুরভুর করে ফুলের সুবাস ভেসে আসে!

গয়েসউদ্দিন মন্ত্রমুগ্ধের মত ছায়ামুর্তির দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। অজগর সাপ যেরকম শিকারকে সম্মোহিত করে ফেলে তেমনি সম্মোহিত হয়ে পড়েছেন তিনি।

কালো আলখাল্লার আড়াল থেকে বাকানো ছুরির খড়গ নেমে আসে গয়েসউদ্দিনের গলায়।

BanglaBook.org

সাতাশ

'আজ রাতেই ঘটনাটি ঘটবে। এবং আমার যতদুর ধারণা এই গ্রামেই।' রায়হান অদিতিকে বলল।

তারা থানার সাথে যোগাযোগ করে গ্রামের চেয়ারম্যানের কাছে এসেছে। চেয়ারম্যান পরিচয় পেয়ে রাতে ভুরিভোজ করিয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ তেমন কিছু করতে পারেনি। এলহাম নামের কেউ কোনদিন এই গ্রামে এসেছিল এই

খোঁজ দিতে পারেনি। এমনকি গ্রামের প্রথিতযশা রাজাকার হিসাবে যার নাম সবার মুখে এসেছে সে রাজাকার অনেককাল আগে গত হয়েছে।

'চেয়ারম্যানের অতিথি হিসাবে এরকম শুয়ে বসলে থাকলে তো আসামী ধরার কিছুই হবে না।' অদিতি উস্মার সাথে বলল।

'কিন্তু কি করব? হালে পানি পাচ্ছি না।' রায়হান অসহায়ের ভঙ্গিতে বলল। 'ভুল গ্রামে এসে পড়লাম কিনা সেটাই বুঝতে পারছি না। না হলে আমার ধারণামতে এলহামের আজ রাতে এই গ্রামেই হত্যাকাণ্ড ঘটনার কথা।'

'গ্রাম ঠিক আছে। এলহামের বাবা সোলেমান এই গ্রামের কৃষক মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন শোনেননি? তার লাশ পাওয়া যায়নি। এলহামের বীরাঙ্গনা মাকে এই গ্রামের কবরস্থানেই কবর দেয়া হয়।' অদিতি তথ্যগুলো স্মরণ করিয়ে দিল।

'কিন্তু রাজাকার?' রায়হান যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল। 'সেরকম মার্কামারা রাজাকার তো কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'গ্রামটা একবার রেকি করে আসবেন নাকি?'

'তা আসা দরকার। হাতপা গুটিয়ে দৌলুজ ঘরে বসে থাকলে চলবে না।'

অতিথিদের কোন কষ্ট হচ্ছে কিনা জানতে চেয়ারম্যান সাহেব দৌলুজঘরে এলেন। দুজনের পরিচয় পাওয়ায় অদিতিকে রাতে অন্দরমহলে মহিলাদের সাথে ঘুমাতে হবে। তিনি নিজেও ঘুমিয়ে পড়বেন। চেয়ারম্যানের সাথে মাসমাহিনার চাকর গফুরও এলো। চেয়ারম্যান দেখেশুনে চলে যাওয়ার পরে গফুর গলা নামিয়ে নিচু গলায় বলল, 'স্যার, আপনারা রাজাকারের খোঁজ করছেন?'

রায়হান চমকাল না। চেয়ারম্যানের লোক হিসাবে গফুরের তা জানার কথা।

'হু। আছে নাকি তোমার সন্ধানে কোন রাজাকার?' রায়হান মজার স্বরে প্রশ্ন করল।

গফুর আরো নিচু গলায় দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যার, চেয়ারম্যান সাবের কানে যেন না যায় যে আমি বলেছি, তাহলে আমাকে আস্ত রাখবে না।'

'খোলসা করে বলো। তোমার কোন ভয় নেই।' অদিতি আশ্বস্ত করল।

'একজন রাজাকার এই গ্রামে আছে। গয়েসউদ্দিন রাজাকার। তবে চেয়ারম্যান সাবের দল করেন বলে উনি ওই রাজাকারের কথা চেপে গেছেন।

BanglaBook.org

কিন্তু গ্রামের সবাই ওকে রাজাকার হিসাবে চেনে। যদিও বাইরে অন্য পরিচয় দেয়।'

রায়হানের চোখ চক চক করে উঠল। 'সেই রাজাকারের বাড়ি তুমি চেন?'

'জ্বি স্যার।'

'এখান থেকে কতদূর?'

'তা দূর আছে স্যার। এ পাড়ায় না। দৰিণপাড়ায়।'

'চেয়ারম্যান সাহেব শুয়ে পড়লে তুমি আমাকে সাথে করে ওখানে নিয়ে যেতে পারবে?' রায়হান ঘড়ি দেখল। এখনও মাঝরাতের দেরি আছে। যেতে কিছুটা সময় লাগবে।

গফুরের সাথে মাঝরাতে বেরিয়ে রায়হানের ভয় ভয় করতে লাগল। যদিও সাথে পিস্তল আছে। কিন্তু এই ছোকরাই রাজাকারের লোক হয়ে তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাজাকারের কাছে নিয়ে যাচ্ছে না?

'গয়েসউদ্দিন রাজাকার বাড়ি আছে তুমি ঠিক জান? কোথায় যাননি তো?'

'না স্যার। আজকে বিকালেও বাজারে দেখা হয়েছে।' গফুর আগে আগে যেতে যেতে বিনীত কণ্ঠে বলল।

'আপনার সেই বিখ্যাত নরকসৌরব সাথে নিয়েছেন তো! পিস্তলের চেয়ে ওটাই বেশি কাজ দেবে।' অদিতি গফুরকে শুনিয়ে শুনিয়ে জোরে জোরে বলল। সাংবাদিকের বুদ্ধি আছে। তাদের কাছে যে পিস্তল আছে প্রকারান্তে জানিয়ে দেয়া।

'হু, আছে। সেন্টের মত করে একটু গায়ে মেখে নেবে নাকি?' রায়হান মজা করে বলল।

'তাহলে মানুষ কেন ভূতপ্রেতও কাছে আসবে না।'

'অনেকটা পথ তো অন্ধকারে হাঁটলাম। আর কতদূর?' রায়হান সামনে থাকা গফুরকে জিজ্ঞেস করল।

'এই তো স্যার, আরেকটু পথ।'

গ্রামের একটু পথ অনেকখানি। রায়হান আকাশের দিকে তাকাল। আলকাতরা অন্ধকার এরকম জেকে বসেছে পাশে হাঁটতে থাকা অদিতিকেও

BanglaBook.org

ঠাহর করা যাচ্ছে না। তারাহীন নিকষ কালো রাত। কত বাজে তাও বোঝা যাচ্ছে না। তবে মাঝরাত পেরিয়ে গেছে হয়তো। এখনই উপযুক্ত সময়।

'স্যার, আমরা এসে পড়েছি। ওই যে বাড়িটা।'

আর তখনই বাড়ির ভেতর থেকে মানুষের প্রাণদায়ী তীক্ষ্ম আর্তনাদ ভেসে এলো।

আঠাশ

তীক্ষ্ম চিৎকারে গোটা বাড়ি জেগে উঠেছে। আলো জ্বলে উঠেছে ঘরে। রায়হান বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই বুঝতে পারল কাজ যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। গোটা উঠোন জুড়ে সুগন্ধি সৌরভে মৌ মৌ করছে।

উঠোনের এক ধারে বরই গাছ তলায় পড়ে আছে প্রাণহীন মৃতদেহ। গলার কাছটাতে ধারালো ছুরির আঘাতে দুফাক হয়ে গেছে।

বাড়ির লোকেরা অপরিচিত দুজন মানুষকে সেই মুহূর্তে ওখানে দেখে অন্যরকম সন্দেহ করতে থাকে। গফুর ওদের সাথে থেকে যতই বোঝানোর চেষ্টা করে কিন্তু কেউ গফুরের কথায় কর্ণপাত করে না। গয়েসউদ্দিনের হত্যাকান্ডের জন্য গ্রামের লোকেরা গফুরকে তো আটকে রাখেই, ওদের দুজনকেও ধরে রাখতে চায়। গয়েসউদ্দিনের খুনের জন্য তারা ওই দুজনকে হাতে নাতে ধরেছে বোঝাতে চায়। আর গফুর ওদের নাটের গুরব।

শেষ মেষ চেয়ারম্যানকে ফোন দেয় রায়হান 'চেয়ারম্যান সাহেব একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। আপনাকে একটু আসতে হবে।'

'কোথায়?' কাচা ঘুম ভেঙে চেয়ারম্যানকে উদভ্রান্তের মত লাগে। 'কোথায় আসতে হবে?'

'দক্ষিণ পাড়ায় গয়েসউদ্দিন রাজাকারের বাড়িতে। আমরা এখন ওখানে আটকা পড়েছি।'

'মানে?' চেয়ারম্যান চমকে উঠলেন। গয়েসউদ্দিনের খোজখবর বের করে ফেলেছে গোয়েন্দা। তাহলে তারও অনেক দুর্নীতির হাড়ির খবর বের করে ফেলতে পারে।

'রাজাকারের খোঁজ পেয়ে গেছেন? আমি জানতাম না গয়েসউদ্দিন রাজাকার। ও কি সে কথা স্বীকার করেছে?'

BanglaBook.org

'উনি এখন স্বীকার অস্বীকার সবকিছুর উর্ধ্বে উঠে গেছেন' রায়হান নিরাসক্ত গলায় বলল, 'গয়েসউদ্দিন খুন হয়েছেন।'

'কি বললেন? কি বললেন আপনি? আপনার সেই হত্যাকারি ঠিকই রাজাকারকে খুজে খুন করে ফেলেছে? আপনারা সময়মত গিয়ে আটকাতে পারেননি?'

'আমরা জায়গামত পৌছেছিলাম ঠিকই কিন্তু তার আগেই উনি খুন হয়ে গেছেন। আর সেই খুনের দায় স্থানীয় লোকজন আমাদের উপর চাপাচ্ছে।'

'ঠিক আছে। আপনারা ওখানেই থাকুন। আমি এক্ষুণি আসছি।' চেয়ারম্যান তার সাগরেদকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে মোটরবাইক বের করতে বললেন।

চেয়ারম্যানের মুখে সব শুনে পরিস্থিতি অন্য দিকে মোড় নিল। সরকারী জাদরেল গোয়েন্দা খুনির পিছু ধাওয়া করে এই অজ পাড়া গায়ে এসেছে জেনে সবাই বিস্মিত হলো। শুধু সময়মত খুনিকে ধরতে পারল না বলে আফসোস!

'চেয়ারম্যান সাহেব আপনারা যদি আমার সাথ দেন তাহলে এক্ষুণি খুনিকে হয়তো ধরতে পারব।'

'কিভাবে?'

'আমি জানি খুনি এখন কোথায় আছে। জায়গাটা ঘেরাও করতে হবে। কারণ খুনি অনেক শক্তিশালী। দুচারজনের চোখে ধুলো দিয়ে সহজেই পালিয়ে যেতে পারে।'

'আপনি শিওর খুনি এখন কোথায় আছে তা জানেন?'

'কোন বিষয়ে কি পুরোপুরি শিওর হওয়া যায়? তবে তদন্তের কাজে যতটুকু এগিয়েছি তাতে কিছুটা তো নিশ্চিত।' রায়হান উপস্থিত সবার দিকে তাকায় 'আচ্ছা এই গ্রামে কি কোন কবরখানা আছে?'

'আছে। কেন?'

'ওই কবরখানায় আমাদের এখন যেতে হবে। খুনি এখন কবরখানায় আছে। ওকে হাতে নাতে ধরতে চাইলে এক্ষুণি চলুন।'

BanglaBook.org

উনত্রিশ

এলহামের এতদিনের সাধনা এতদিনের শ্রম এতদিনের রক্তচক্রের আজ পরিসমাপ্তি। মায়ের কবরের পাশে বাবার কবর দিতে পারছে। বাবার অতৃপ্ত আত্মার সাবস্টিটিউশন মিলেছে। বাবার হত্যাকারীকে সে নিজ হাতে হত্যা করেছে। এই লোকটাই নদীর পাড়ে দাড় করিয়ে বাবাকে গুলি করে হত্যা করেছিল। মত্যুর আগে ভয়ে সবকিছু স্বীকার করেছে। তার চক্রও পূর্ণ হয়েছে। আজ রাতের পরে সে আর হত্যাকান্ডের মত জঘন্য প্রবৃত্তিতে যাবে না। স্ত্রী কন্যাকে নিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মত জীবনযাপন করবে। শিক্ষকতা পেশায় ফিরে যাবে।

রায়হান অন্ধকার কবরখানায় বসে মায়ের কবরের পাশে বাবার কবর খুড়ছে। পাশে বস্তার মধ্যে বাবার কংকাল। কবরের প্রকৃত মাপ জানা থাকলেও একার পক্ষে খুড়ে শেষ করাটা অনেক কঠিন। রাত পোহায়ে যাবে। মোটামুটি কংকালগুলো রাখার মত একটা চারকোণা গর্ত খুড়তে পারলেই যথেষ্ট।

রায়হান শাবল চালিয়ে মাটি খোড়ার সময়ই সেই গন্ধটা পেল। বিদঘুটে গান্ধি পোকার গন্ধ। মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। আর তখনই বুঝতে পারল এই কবরখানায় সে একা নেই।

ত্রিশ

এলহাম ইচ্ছে করলে হাতের ধারালো শাবলটা চালাতে পারত। সেটা বোকামী হতো। রায়হানের হাতে উদ্যৎ পিস্তল। সে টর্চের তীব্র আলোর মুখে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দুহাত উঁচু করে দাঁড়াল। অসহায়ের ভঙ্গিতে আকুতি জানাল, 'এক্ষুণি আমাকে গুলি করবেন না। বাবার লাশটা অন্তত কবর দিতে দেন। তারপর আপনারা যেখানে বলবেন সেখানে আপনাদের সাথে যাব।'

রায়হান পিস্তল হাতে এলহামের দিকে এগিয়ে এলো। পেছনে অদিতি নরক সৌরবের গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে দিল। রায়হান জানে এই গন্ধেই এলহাম দুর্বল হয়ে পড়েছে। বা পড়বে।

BanglaBook.org

রায়হান অফিসিয়াল গলায় বলল, 'আপনি কবরের ভেতর থেকে উঠে আসুন। না হলে ওখানেই গুলি করে কবর দিয়ে যাব। কেউ জানতে পারবে না।'

এলহাম তার খোড়া গর্ত থেকে উঠে আসতে আসতে বলল, 'আমার বাবার এই কংকালগুলো কবর দিয়ে আসতে দিন। আমি আপনাদের কাছে আর কিছু চাই না।'

'দিতে পারি এক শর্তে।'

'কি শর্ত?'

'সবগুলো হত্যাকান্ডের কথা স্বীকার করতে হবে।'

'করব। আমার মিশন শেষ। এখন আমি সব স্বীকার করব।'

'বলতে হবে আপনার সাথে আপনাদের রক্তচক্রের হোতা আরেকজন কে ছিল?'

তপু হাতকড়া বের করে এলহামের দিকে বাড়িয়ে দিল। এলহাম হাত এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'হাসিডিক জিউয়ের কথা আমি আপনাদের সব জানাব। কিন্তু তাকে আপনারা ধরতে পারবেন বলে মনে হয় না।'

'কেন?'

'হাসিডিক জিউ অন্য রুপে রুপান্তরিত হয়ে তার চক্র পূর্ণ করে চলেছে।

একত্রিশ

বন্দি এলহামের বিচারকার্য শুরু হয়েছে। সবাই নিশ্চিন্ত। এখন আর এরকম রহস্যময় হত্যাকান্ড ঘটবে না। কিন্তু একজন নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকতে পারে না।

রায়হান জানে, এলহামের চেয়ে শক্তিশালী আরো একজন এই পৃথিবী এই দেশে বিচরণ করছে। মানুষটা শুধু রহস্যময়ই নয়, অতীব ক্ষমতার অধিকারী। এসব তথ্য এলহামের কাছ থেকে জেনেছে। কিন্তু জানে না এই মানুষটা কিভাবে কব্জা করতে হবে। মানুষটা কোন বেশে আছে, তার অতীব ক্ষমতার উৎস কি। কি তার দুর্বলতা। আর কোন পদ্ধতিতে সে জনসমুখে নিজেকে আর্বিভূত করবে।

রায়হান ঘুমাতে পারে না।

BanglaBook.org

আর তখনই খবর পায় নিজ ফ্লাটে বিভৎসভাবে খুন হয়েছেন একজন মহিলা আইনজীবী। এই সেই মহিলা আইনজীবী যার বাসায় এগারো বছরের গৃহপরিচারিকা সালমা গৃহকর্ত্রীর পাশবিক অত্যাচারে নিহত হয়েছিল। আইনের ফাকফোকর গলিয়ে আইনজীবী পরিত্রাণ পেয়েছেন।

সবচেয়ে বড় ব্যাপার ঠিক মাঝরাতে আইনজীবীর গলা দুভাগে ফাক করা হয়েছে কোন ধারালো ছুরি দ্বারা।

আর গোটা ঘর ভরে আছে কর্পুরের গন্ধে...

–সমাপ্ত–

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org